ADB

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

SEIP
Skills for Employment Investment Program

স্বপ্নের সোপানে SEIP



Skills for Employment Investment Program (SEIP)
Finance Division, Ministry of Finance

A SEIP Publication

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর, ২০২৩

ক্রিয়েটিভ ডিজাইন
খোন্দকার লিখন
এ.কে.এম. ফারহান সাহীল

কম্পিউটার সাপোর্ট
মোঃ নুরুজ্জামান হোসেন

মুদ্রণ
Barnamala Communication Limited

উপদেষ্টা

ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার
সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, SEIP প্রকল্প

সম্পাদক

ফাতেমা রহিম ভীনা
অতিরিক্ত সচিব
নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক, SEIP প্রকল্প
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সহযোগী

ড. মোঃ সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া
যুগ্ম সচিব ও উপ-নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক, SEIP প্রকল্প

মোঃ রুহুল আমীন
উপ সচিব ও সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক, SEIP প্রকল্প

ভূঁঞা মোহাম্মদ রেজাউর রহমান ছিদ্দিকি
উপ সচিব ও সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক, SEIP প্রকল্প

আনারুল কবির
উপ সচিব ও সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক, SEIP প্রকল্প

আছমা আরা বেগম
উপ সচিব ও সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক, SEIP প্রকল্প

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
অতিঃ উপ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও
নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক, SEIP প্রকল্প

প্রদায়ক

রিয়াদ মাশরুব সৌরভ
কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অফিসার, SEIP প্রকল্প

মোঃ সুলতান আল মারুফ
কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অফিসার, SEIP প্রকল্প

মোঃ শাহীন-উজ-জামান
কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অফিসার, SEIP প্রকল্প

মোঃ আমির জাহান
কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অফিসার, SEIP প্রকল্প

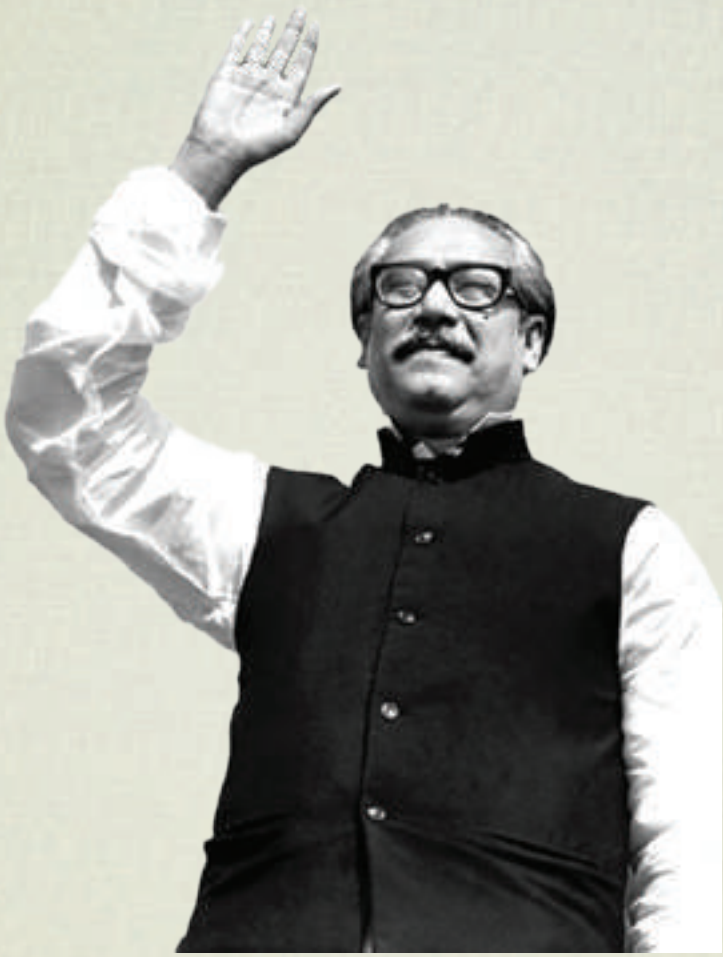
আল-মুসতাফা তাওকীর হোসেন
কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অফিসার, SEIP প্রকল্প

মাহফুজুল হক
কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অফিসার, SEIP প্রকল্প

সাইফুজ্জামান মিয়া
কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অফিসার, SEIP প্রকল্প

মুরসীল মাহমুদ
কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অফিসার, SEIP প্রকল্প





আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে যেখানে
বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির
যুগে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের
জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা শুধু দেশে না, বিদেশেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



SEIP প্রকল্পের রূপকার
জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক



বাণী

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং মানব কল্যাণে বাংলাদেশ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আসীন। দেশ জনমিতিক লভ্যাংশের কাল পরিক্রমার মধ্যে অবস্থান করায় প্রতি বছর শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে এক বিশাল তরুণ জনশক্তি। দেশের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিতে বিশেষতঃ আধুনিক উৎপাদন ও সেবা খাতে দক্ষ কর্মীর ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। শ্রমবাজারে বিদ্যমান চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে মর্যাদাপূর্ণ ও শোভন কাজে তারা যুক্ত হতে পারছেন না। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলার বিষয়টি বিবেচনা করে বিদ্যমান চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষিত করে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৪ সালে অর্থ বিভাগ কর্তৃক SEIP প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়।

SEIP প্রকল্পটি সরকারের একটি বিশেষায়িত এবং 'flagship' প্রকল্প। ADB এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশে বিদ্যমান বাজার চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং দক্ষতার কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামোকে টেকসই করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস, দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি এবং এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ অর্থায়ন নিয়ে প্রকল্পটি কাজ করে চলেছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্কিলের উপর ৮ লক্ষ তরুণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি নূন্যতম ৭১% প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান এবং ৩১% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

Public-Private Partnership এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এর ধারণাকে কাজে লাগিয়ে ১৪টি Private Industry Associations এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরির সাথে সম্পৃক্ত সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে SEIP প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দরিদ্র, অনগ্রসর, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে এ প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আর্থিক প্রণোদনাও (Stipend) প্রদান করা হয়েছে।

SEIP প্রকল্পের অন্যতম সাফল্য শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা নয়, দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করাও এর অন্যতম অর্জন। প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত প্রশিক্ষককে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদেশে বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরেও প্রশিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ছাড়াও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণসহ বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

দেশের যোগাযোগ অবকাঠামোর বিস্ময়কর উন্নয়নের প্রেক্ষিতে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে SEIP থেকে মোট ১ লক্ষ ড্রাইভারকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণসহ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কর্পোরেট জগতে Mid Level Manager এর স্বল্পতা থাকায় বাংলাদেশের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে মোট ৪০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বমানের ম্যানেজার হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ২,০৩,৫৪৩ জন Mid Level Workforce তৈরি করা হয়েছে, তন্মধ্যে নারীর সংখ্যা ৪৬,১০২। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি উদ্যোক্তা উন্নয়নের উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব প্রদান করায় SEIP প্রকল্পের ০৩টি অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৯,০০০ জনকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা ৬২%।

সার্বিকভাবে SEIP প্রকল্প বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং কর্মসংস্থানের পাশাপাশি শ্রম বাজারে দক্ষ জনবল যোগানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনা বিনির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক বৈশিষ্ট ও সফলতা, বাংলাদেশের শ্রমবাজারের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দক্ষতা, এ্যাসোসিয়েশনের সাথে SEIP'র সমন্বিত যাত্রা নিয়ে 'স্বপ্নের সোপানে SEIP' নামের এই বই প্রকাশ করায় আমি আনন্দিত। এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি SEIP টীমকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার)
সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, SEIP

সম্পাদকের কথা



বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশের কাতারে সামিল হওয়ার লক্ষ্যে 'রূপকল্প-২০৪১', অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং বৈশ্বিক এজেন্ডা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কারিগরি দক্ষতার প্রতি সরকারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশ এখন জনমিতিক সুবিধার কাল অতিক্রম করছে। আমাদের দেশে বিপুল জনশক্তি থাকায় সম্ভাবনাময় এ সম্পদকে দক্ষ করে দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতিকে বেগবান করার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ বাস্তবায়নের জন্য ২০১৪ সালে SEIP প্রকল্প যাত্রা শুরু করে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং ADB'র যৌথ অর্থায়নে ১০ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

শিল্প খাতের বিভিন্ন সেক্টরে প্রায় আট লক্ষ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রম শক্তি তৈরীর মাধ্যমে SEIP প্রকল্প সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি ০৪টি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিল্প-কারখানার প্রায় চার হাজার উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশি কর্মীদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা হয়েছে। প্রাইভেট সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন ধারা তৈরী হয়েছে।

SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে SEIP দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে একটি ভিন্ন মাত্রার উচ্চতা প্রদান করেছে। করিগরি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবদানের জন্য SEIP প্রকল্পকে Flagship প্রকল্প বলা হচ্ছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা এবং বাজেট বক্তৃতায় দক্ষ জনবল তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে SEIP'র অবদানকে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পটি শ্রমবাজারের চাহিদামতে দক্ষ প্রশিক্ষণার্থী বাজারে যোগান দেয়ার খাত ছাড়াও প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন, সনদায়ন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

SEIP প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণের জন্য সার্থক সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীত্বের মাধ্যমে কাজ করেছে। প্রকল্পটির সাফল্য মূলতঃ প্রকল্পের ভিন্ন মাত্রার ডিজাইনে যেখানে কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির রূপকার বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান সম্মানিত গভর্ণর জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার স্যার। অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব থাকাকালে এ প্রকল্পের ডিজাইন প্রবর্তন করেন। প্রকল্পের শেষ সময়ে প্রকল্পের বিশেষত্ব, বিভিন্ন অংশীদারের সাথে যৌথ যাত্রা এবং প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের এ বিষয়গুলো পরবর্তীতে অন্য প্রকল্প ডিজাইনে সাহায্য করবে বলে আশা করছি।

(ফাতেমা রহিম ভীনা)
অতিরিক্ত সচিব এবং
নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক, SEIP
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়



সূচিপত্র

বিবরণ		পৃষ্ঠা
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		০১-০৩
অনন্য ডিজাইনে স্বপ্নযাত্রা করেছে SEIP		০৪
১.	সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীত্বের এক নতুন উচ্চতায় SEIP	০৫-০৮
২.	SEIP: অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণের এক সাফল্যকথা	০৯-১০
৩.	নারীর ক্ষমতায়নে SEIP'র ভূমিকা	১১-১৩
৪.	মনিটরিং ও ইভাল্যুয়েশন ব্যবস্থাপনা: SEIP এর মুকুটে সাফল্যের আর এক পালক	১৪-১৬
৫.	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে SEIP প্রকল্পের উদ্যোগ	১৭-১৮
৬.	SEIP প্রকল্পের কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন	১৯-২০
৭.	SEIP প্রকল্পের সনদায়ন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিশীলতা	২১-২২
৮.	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে SEIP	২৩-২৫
৯.	প্রশিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নে SEIP প্রকল্পের সাফল্য	২৬-২৭
বিভিন্ন শিল্পখাতের সাথে SEIP প্রকল্পের ঐকতান		২৮
১০.	SEIP-BMET যৌথ যাত্রা	২৯-৩১
১১.	পোশাক খাতের দক্ষতা বৃদ্ধিতে BGMEA-SEIP যৌথযাত্রা।	৩২-৩৩
১২.	নীটওয়্যার খাতে BKMEA-SEIP যৌথ যাত্রা	৩৪-৩৫
১৩.	বস্ত্র খাতের দক্ষতা বৃদ্ধিতে BTMA-SEIP যৌথ যাত্রা	৩৬-৩৭
১৪.	নির্মাণ খাতে দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে SEIP এর সাথে REHAB ও BACI'র যৌথ যাত্রা	৩৮-৩৯
১৫.	জাহাজ নির্মাণ শিল্পের দক্ষতা অর্জনে SEIP-AEOSIB এর পথ চলা	৪০-৪১
১৬.	চামড়া ও পাদুকা শিল্পে LFMEAB-SEIP যৌথযাত্রা	৪২-৪৩
১৭.	আইসিটি খাতের উন্নয়নে BASIS-SEIP এর যৌথযাত্রা	৪৪-৪৫
১৮.	তথ্য প্রযুক্তি খাতে BACCO-SEIP যৌথযাত্রা	৪৬-৪৭
১৯.	হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতের জন্য BEIOA-SEIP যৌথযাত্রা	৪৮-৪৯
২০.	স্পেশালাইজড নার্সিং প্রশিক্ষণে SEIP-কুমুদিনী যৌথযাত্রা	৫০-৫১
২১.	কেয়ারগিভিং: স্বাস্থ্যসেবায় SEIP-এর যৌথযাত্রা	৫২-৫৩
২২.	নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তি খাতে IDCOL-SEIP যৌথযাত্রা	৫৪
২৩.	অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণে PKSF-SEIP যৌথযাত্রা	৫৫-৫৬
২৪.	পাট শিল্পের দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে BJMA-SEIP যৌথযাত্রা	৫৭
২৫.	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, PKSF এবং BWCCI'র সাথে SEIP-এর সমন্বিত যাত্রা	৫৮
২৬.	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যকারী উদ্যোগের ফলে প্রান্তিক উদ্যোক্তার উন্নয়ন	৫৯-৬১
SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণের আওতায় দক্ষতা পর্যালোচনা		৬২
২৭.	SEIP তৈরি করছে অর্ধলক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান	৬৩-৬৬
২৮.	SEIP বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের দক্ষ সুইং অপারেটরের ঘাটতি পূরণের অন্যতম মাধ্যম	৬৭-৬৮
২৯.	SEIP প্রকল্পের গ্রাফিক ডিজাইনঃ ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সম্ভাবনার অপার দুয়ার	৬৯-৭১
৩০.	ড্রাইভিং শিখে স্বাবলম্বী যুব সমাজ	৭২-৭৩
৩১.	বাংলাদেশে দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক তৈরিতে SEIP-এর অবদান	৭৪-৭৫
৩২.	ওয়েল্ডিং: যে দক্ষতার চাহিদা নেই এমন শিল্প খুঁজে পাওয়া মুশকিল	৭৬-৭৭
৩৩.	সিএনসি মেশিন অপারেশন: চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে হালকা প্রকৌশল খাতে চালিকাশক্তি	৭৮-৮০
৩৪.	ভারী যন্ত্রপাতি পরিচালনায় প্রস্তুত কর্মী বাহিনী	৮১-৮৩
৩৫.	বিশ্বমানের নির্বাহীদের পদভারে মুখরিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের শিল্প-কারখানা	৮৪-৮৫
৩৬.	কেয়ারগিভিং হতে পারে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় পেশা	৮৬
৩৭.	স্পেশালাইজড নার্সিং এ প্রয়োজন বিশেষ দক্ষতা	৮৭

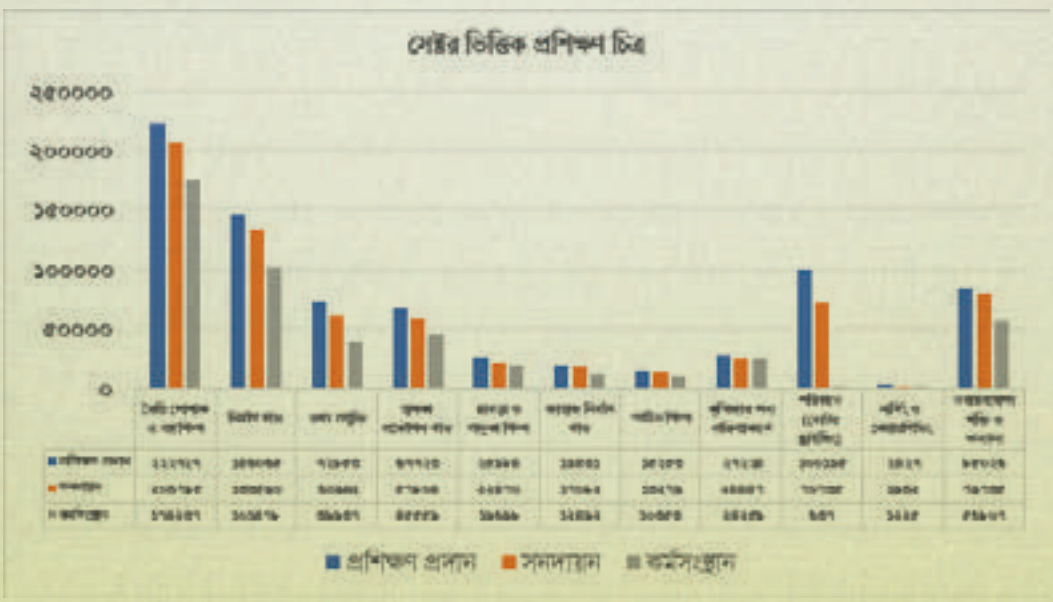
নির্বাহী সারসংক্ষেপ

আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন অগ্রগতির কারণে বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে একটি বিস্ময়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রযুক্তিতে অগ্রগতি, প্রবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ রেমিট্যান্স প্রবাহ, সামাজিক কর্মসূচি, রপ্তানি বহুমুখীকরণের প্রচেষ্টা এবং বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগের মাধ্যমে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, করোনা মহামারিসহ বৈশ্বিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখে বহুদেশের মত বাংলাদেশেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নকে অন্যতম মৌলিক উন্নয়ন কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রযুক্তির পরিবর্তনজনিত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এবং এর ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত প্রযুক্তিগত বেকারত্ব (Technological Unemployment) নিরসনে বিকল্প হিসেবে অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ (টেকনিক্যাল এবং ভকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) খাতে বর্ধিত বিনিয়োগের প্রস্তাব/পরিকল্পনা করা হয়েছে। উক্ত পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ-মধ্যম আয় সম্পন্ন দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং বিশেষ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা গ্রহণ করতে Hard Skill এর পাশাপাশি Soft Skill এর মানোন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)'র টার্গেট ৪.৩ ও ৪.৪ -এ মানসম্পন্ন, ব্যয়ভার বহনক্ষম ও প্রবেশাধিকার (Quality, Affordable and Accessible) সম্পন্ন শিক্ষার পাশাপাশি যুব সমাজককে কর্মসংস্থানের যুগোপযোগী ও প্রাসঙ্গিক দক্ষতা বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

শিল্পের গতি, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদনের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষতা উন্নয়ন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি)-২০১১ মোতাবেক যুব সমাজের কর্মসংস্থান, পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি এবং শ্রম বাজারের সাথে উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করা এবং উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও দারিদ্র্য বিমোচন করা লক্ষ্যে SEIP প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। সেলক্ষ্যে SEIP প্রকল্প দক্ষতা উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০২৭ এ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে SEIP প্রকল্পের অবদান ২৫% উল্লেখ্য করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১৪ সাল থেকে বিভিন্ন খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) বাস্তবায়ন করছে। SEIP প্রকল্প ১৬ টি শিল্প সমিতি, পাঁচটি সরকারি বিভাগ এবং একটি শিল্প খাতের দক্ষতা প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য তার অংশীদারদের নিয়ে বাজার-ভিত্তিক, কর্মমুখী এবং প্রযুক্তি-নির্ভর স্কিল ইকোসিস্টেম এবং বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর সাথে যৌথ উদ্যেগে ৩৭১২ কোটি প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য দেশের ক্রমবর্ধমান তরুণ জনগোষ্ঠীকে তাদের কর্মসংস্থান এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদা অনুসারে ১১টি গুরুত্বপূর্ণ খাতে [তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্প, নির্মাণ খাত, তথ্য প্রযুক্তি, হালকা প্রকৌশল, চামড়া ও পাদুকা শিল্প, জাহাজ নির্মাণ খাত, পর্যটন শিল্প, কৃষিজাত পন্য প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন (মোটর ড্রাইভিং), নার্সিং ও কেয়ারগিভিং এবং নবায়নযোগ্য শক্তি] দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্হান নিশ্চিত করা। SEIP প্রকল্প বাংলাদেশের শিল্প ও স্বাস্থ্য সেবা খাতে বিদ্যামান দক্ষতার ঘাটতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলো স্বাস্থ্য সেবা খাতে দক্ষ জনবল তৈরী করা।



SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে দেশের ৬৪টি জেলায় ৫৭০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৪০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য এই প্রকল্প ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের নিয়ে শিল্প কারখানার চাহিদা ভিত্তিতে ১৫৪ টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করেছে। SEIP দেশের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, অনগ্রসর, প্রত্যন্ত হাওর ও পাহাড়ী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের উচ্চতর জিডিপি বৃদ্ধিতে অনেক অবদান রেখেছে। পাশাপাশি SEIP প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চতকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং কার্যকর কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ট্রেনিং মনিটরিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছে।

SEIP প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বিদ্যমান চাহিদা মোতাবেক ৩১% নারীর অংশগ্রহণসহ প্রায় ৮ লক্ষ যুবকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৭১% যুব পুরুষ ও যুব নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। প্রকল্পটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতদরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ১,১০,০০০ জনকে বিশেষ ভাতা প্রদান করেছে। SEIP প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৯,০০০ জন প্রশিক্ষককে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত মোট ৬,৪০০ জন প্রশিক্ষককে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। SEIP প্রকল্প ১০০ জন প্রশিক্ষককে Competency Based Training & Assessment (CBT&A) Level-5 এবং ১৭৮৬ জন প্রশিক্ষককে Competency Based Training & Assessment (CBT&A) Level-4 প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

SEIP প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ অবকাঠামোর মান উন্নয়ন করা হচ্ছে। SEIP দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সম্প্রসারণের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) এবং জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (NHRDF) নামক দু'টি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন BITAC-কে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী দক্ষ জনবল ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করে"Center of Excellence" হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করেছে। BMET এর আওতাধীন বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BG-TTC) ঢাকা, সিলেট TTC ও খুলনা TTC এ সকল প্রকার আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বহুতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক মানের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। ঢাকার উত্তরায় BACI'র জন্য একটি দক্ষতা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠান এবং গাজীপুরে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য BWCCI এর আওতায় প্রশিক্ষণ ও আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের গুণগতমান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে SEIP প্রায় ২০০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রদান করেছে। SEIP আরো তৈরি করেছে অর্ধ লক্ষ প্রশিক্ষিত দক্ষ ইলেক্ট্রিশিয়ান, পোশাক খাতের জন্য ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) দক্ষ সুইং মেশিন অপারেটর, তথ্য প্রযুক্তি খাতের জন্য ৭২,০০০ (বাঁহাত্তর হাজার) দক্ষ আইটি কর্মী, নির্মাণ খাতের জন্য ৮৬,০০০ (ছিঁয়াশি হাজার) দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক, হালকা প্রকৌশল খাতের জন্য প্রায় ৬৮০০০ (আটষট্টি হাজার) দক্ষ কর্মী এবং প্রায় ৪০০০ (চার হাজার) মিডলেভেল ম্যানেজার এবং ৩০০০ (তিন হাজার) উচ্চ কারিগরি কর্মী। SEIP প্রকল্প নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) যুব জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে বিআরটিএ এর লাইসেন্স প্রদানসহ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং দক্ষ ড্রাইভার তৈরীর লক্ষ্যে টিটিসি, বিআরটিসি, টিটিআই এবং টিএসসি-তে ১২৯টি ডাবল কেবিন পিকআপ এবং ০৯টি সিমুলেটর প্রদান করেছে।

SEIP প্রকল্প থেকে কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের আওতায় পরিচালিত BIDS'র গবেষণায় বিগত ২০১৬ এবং ২০২২ সালে যেসব স্কিল গ্যাপ চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। SEIP প্রকল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্ডাস্ট্রির লিংকেজ করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে জবসেল প্রতিষ্ঠা করেছে। এসকল জবসেলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া সেরা প্রশিক্ষকদের প্রদীপ্ত প্রশিক্ষক হিসেবে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে । প্রকল্প থেকে ১৫ জুলাই ২০২৩ তারিখে "World Youth Skills Day" সারাদেশে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে উদযাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্যোগে যেসব নারী প্রশিক্ষণার্থী দারিদ্র ও সমাজের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে সফল হয়ে উঠেছেন তাদের মধ্য থেকে ৩০ জন স্বপ্নজয়ী নারী প্রশিক্ষণার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। দেশব্যাপী মডেল কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়াসহ সৃষ্টি করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা।

প্রকল্পের উদ্যোগে প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় কয়েকটি বিষয় দৃষ্টিপাত করা যায়। সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব সৃষ্টি SEIP প্রকল্পের একটি চমৎকার দিক। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দুটি খাতের সমন্বয় করা হয়েছে। দুটি খাতের চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জকে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পার্টনারশিপ বা অংশীদারিত্বের জন্য বেসরকারি খাতের উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে কারণ এটি সরকারের একক দায়িত্ব নয়। ইন্ডাস্ট্রি ও একাডিমিয়া সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানকে লক্ষ্য করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । আগামীর সাথে বর্তমানের সংযোগ স্থাপন এবং সময়ের সাথে সাথে চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে তা পর্যবেক্ষণে এনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আগামী ১০ বছরে শিল্প খাতের সম্ভাবনাময় স্কিল বা দক্ষতাকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের সাফল্য মানেই অর্জন নয়, সাফল্য মানে চ্যালেঞ্জ উত্তরণ। সাফল্য মানে ভবিষ্যতের জন্য শিখন বা লার্নিং। এই প্রকল্পের ১০ বছরের পথ চলায় লার্নিংগুলো পরবর্তীতে TVET সংক্রান্ত যে কোন প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করবে। দেশের ভেতরে চাহিদার অঞ্চলভিত্তিক তারতম্য রয়েছে। অঞ্চলের মতো পৃথক জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ চাহিদার ভিন্নতার বিষয়টাও অঞ্চলভিত্তিক চাহিদার সাথে পর্যালোচনা করতে হবে। প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ এই দুটি ক্ষেত্রেই বাছাইকরণ প্রক্রিয়াকে অধিকতর তত্ত্বাবধানের আওতায় আনতে হবে। Up Skilling প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ফ্যাক্টরির কর্মী হওয়ায় ইন্ডাস্ট্রি এটাচমেন্ট যথাযথভাবে সম্পাদন হয় না। এখানে নতুন করে কর্মসংস্থানের হার নির্ধারণ করার অবকাশ না থাকায় বেতন বৃদ্ধিকে গবেষণার আওতায় আনা যায়। যে পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে তাতে বিজনেস বা ম্যানেজমেন্টকে প্রাধান্য দেয়া হলেও টেকনোলজির অগ্রাধিকার সেভাবে গুরুত্ব পায়নি । কতিপয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় SEIP প্রকল্প সার্বিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখায় এটি অনুকরণীয় মডেল প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।

SEIP
Skills for Employment Investment Program

অনন্য ডিজাইনে স্বপ্নযাত্রা করেছে SEIP

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীত্বের এক নতুন উচ্চতায় SEIP

২০৩১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশের বেসরকারি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপির ২৩.৬৪ শতাংশ। বাংলাদেশ সরকার বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকে উন্নীত করার জন্য নীতি ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। সময়ের সাথে সাথে বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্টতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে উন্মুক্ততার নীতি গ্রহণ করার ফলে বেসরকারি খাতের গুরুত্ব পৃথিবীর সর্বত্র বেড়ে গিয়েছে। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ (demographic dividend) এর সুবিধা ব্যবহার করে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক Mult-tranche Financing Facilities (MFF) এর আওতায় Asian Develoment Bank (ADB) এর ঋণ, Swiss Agency for Development and Cooperation এর অনুদান, বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ও বেসরকারি অংশীজনের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের বাস্তবায়িত হচ্ছে Skills for Employment Investment Program (SEIP)। এ সময় থেকে দেশে দক্ষতা উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তবে SEIP এক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নানা কারণে, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব তার মধ্যে অন্যতম। SEIP প্রকল্প যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ শ্রমবাজারের চাহিদা মোতাবেক দক্ষ জনশক্তির যোগান দেয়া প্রকল্পের মূল দলিলে সর্বত্র এই সরকারি ও বেসরকারি বন্ধনকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাজার চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ জনবল তৈরি ও যোগান দেয়া এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। বেসরকারি শিল্প খাতের চাহিদা অনুযায়ী বাজার ব্যবস্থাপনার জন্যই ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ২৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ দ্বারা বিক্ষিপ্তভাবে বাস্তবায়িত বিদ্যমান দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমন্বয় সাধনের জন্য সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ ও পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করে। এ প্রকল্পের মূল্য উদ্দেশ্য হলো মানসম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান তরুণ জনসংখ্যার উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। তাদের বাজার-প্রাসঙ্গিক এবং কাজের সাথে যুক্ত দক্ষতার সাথে সজ্জিত করা। সেই সাথে লাভজনক কর্মসংস্থানে তরুণদের প্রবেশ করতে তাদের সহায়তা করাসহ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের ৩টি ট্রাঞ্চ-এ ৩৭১২.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৮ লক্ষ জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে নূন্যতম ৭১ শতাংশকে সংশ্লিষ্ট শিল্প সংগঠনের আওতাভুক্ত শিল্প/প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের সময় ইন্ড্রাস্ট্রি লিডারদের সেক্টর ও ট্রেড ভিত্তিক তথ্য নেয়া হয়েছে যাতে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতে ভাল বেতনে (decent wage) পদায়ন করা যায়। ট্রেনিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে পণ্য/খাত (product/sector) ভিত্তিক ১৬টি ইন্ড্রাস্ট্রি এসোসিয়েশন ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ। গত ১০ বছরে ৩টি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন হয়েছে।



প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে।
সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে SEIP প্রকল্প বাস্তবায়ন চিত্রটি নিম্নরূপঃ

- SEIP এর মডেল অন্য যে কোনো প্রকল্পের থেকে ভিন্নতর। এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ। ১৬টি ইন্ড্রাস্ট্রি এসোসিয়েশন, ৬টি সরকারি প্রতিষ্ঠান, ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১টি ইনস্ট্রিটিউট (BIGM), প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের BMET, বাংলাদেশ ব্যাংকের BBSME, শিল্প মন্ত্রণালয়ের BITAC, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের DTE ও দেশের বৃহত্তর এনজিও PKSF এর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব/ সোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রগ্রাম বাস্তবায়নে কাজ করছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ ধরনের প্রগ্রাম বাস্তবায়নের নজির খুব খুব কম দেখা যায়।

- SEIP প্রকল্পে মোট অংশীদারের সংখ্যা ২৮টি, যাদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সাথে ৫৭৬টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে ১৫৯টি সরকারি (২৭.৬ শতাংশ)ও ৪১১টি (৭২.৪) বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্ত। প্রশিক্ষক ও এসেসসের ৭০ শতাংশই বেসরকারির খাত থেকে এসেছে। এখানে বেসরকারি খাতের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। বাজেটের বড় অংশই বেসরকারি খাতের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে।

- SEIP এর মডালিটি অনুযায়ী কোনো ইন্ড্রাস্ট্রি এসোসিয়েশন এ প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে তাকে আবেদন করতে হয়ে। আবেদনের মাধ্যমেই ১০ সেক্টরের ১৪টি ইন্ড্রাস্ট্রি এসোসিয়েশন, সরকারি ও বেসরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত হয়েছে। এসোসিয়েশনের সক্ষমতা বিচারে কোন ট্রেডে কি পরিমাণ লোকবল সেক্টরের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে চায় তারা সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন নির্ধারণ করতে পারে। কোনো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক পর্যায়ে তারাই নির্ধারণ করে এবং SEIP পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতি ইউনিট কি পরিমাণ ব্যয় হবে সে বিষয়ে উভয়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইন্ড্রাস্ট্রি এসোসিয়েশন ও SEIP এ র সম্মতিতে বিজনেস প্লান চূড়ান্ত হয়।

- বেসরকারি খাতের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত করার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পূর্ত, বৈদ্যুতিক ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়েছে। এতে বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলার সক্ষমতা বৃদিথ পেয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

- বিজনেস প্লান চূড়ান্ত হবার পর সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন Project Standing Committee (PSC) গঠন করে। এতে ইন্ড্রাস্ট্রি এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট/সাধারণ সম্পাদক তা এসোসিয়েশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি PSC এর সভাপতি নির্বাচিত হন। সরকারি প্রকল্পে এ ধরনের উদাহরণ বিরল। তাছাড়া Project Implementation Unit (PIU) এর কোর স্টাফ/ সহায়ক স্টাফ নিয়োগের নিমিত্ত গঠিত কমিটির প্রধানও হন PSC সভাপতি ব্যতিত PSC এর অন্য কোনো সদস্য। যদিও প্রতি ক্ষেত্রে Skills Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU) ২ জন প্রতিনিধি থাকেন। প্রতি ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। প্রগ্রাম বিজনেস প্লান অনুযায়ী হচ্ছে কি না সরকারি কর্মকর্তাগণ তা মনিটর করেন।

- প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ কারিকুলামে সরকারি কর্মকর্তা, ট্রেড বডিজের প্রতিনিধি, সেক্টর স্পেশালিস্ট ও একাডেমিশিয়ানদের যৌথ উদ্যোগে ট্রেড ভিত্তিক ১৬০টি Competency Standard প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই সাথে প্রয়োজনীয় Competency Based Learning Materials (CBLM)। সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে তা ব্যবহৃত হচ্ছে।

- বিজনেস প্লান অনুযায়ী প্রশিক্ষিত জনবলের ৬০ শতাংশের চাকুরিসহ ৩০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণের করতে হয়। সুতরাং মানসম্মত প্রশিক্ষণের বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এসোসিয়েশন সচেতন থাকে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতার চাকুরির হার প্রায় ৭১ শতাংশ। যা লক্ষ্যমাত্রার থেকে ১১ শতাংশ বেশি। এটি সম্ভব হয়েছে বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণ ও SEIP প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ততা।

- বেসরকারি খাতের প্রয়োজনে শিল্প-কলকারখানায় বিদেশী কর্মীর সংখ্যা হ্রাসকল্পে Mid Level Skills ও Mid Level management-এ দক্ষ জনসম্পদ তৈরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যা মোট লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৪০ শতাংশ।

- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৮ লাখ ৪১ হাজার ৬৮০ জনকে টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ, ৩৮০০ জনকে মধ্যম ও উচ্চপর্যায়ের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ৭৮০০ জনকে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, ৯৭৫ জনকে পলিসি অ্যানালাইসিস কোর্স ও ১৫০০ জনকে অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান করার কথা। এ ছাড়া প্রশিক্ষণের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সিস্টেম শক্তিশালীকরণ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং প্রশিক্ষণ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণই হচ্ছে এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। শিল্পখাতের ঘাটতি দক্ষ লোকবলের অভাব পূরণের লক্ষ্যে এই বিপুল কর্মস্থিতি করা হয়েছে।

- SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মোট ৯০০০ জন প্রশিক্ষক সম্পৃক্ত আছেন। মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক ও এসেসরের গুরুত্ব অপরিসীম। সম্পৃক্ত প্রশিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রম বাজারের চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত মোট ৬,৪০০ জন প্রশিক্ষককে অকুপেশন ভিত্তিক ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অধিকাংশ প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষার্থীই বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্ত। Occupational Health & Safety (OHS) বিষয়ে ৯৮০ জন প্রশিক্ষককে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে City & Guilds এবং Bureau Veritas এর প্রশিক্ষণসমূহ বাস্তবায়ন করে আন্তর্জাতিক সনদায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে করে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকগণের দক্ষতা বৃদিথ পাবে।

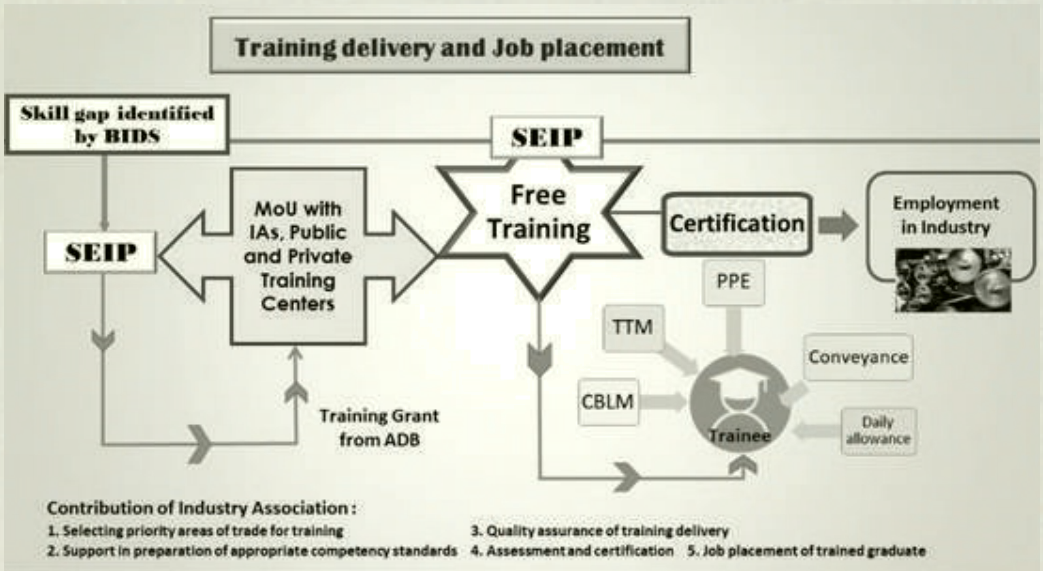
- ১৩টি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন এর সহযোগিতায় তৈরী পোষাক, হালকা ও মাঝারি শিল্প, নির্মাণ শিল্পের ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে করে বেসরকারি খাত লাভবান হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বেসরকারি প্রতিনিধিগণ সকল স্কিল কাউন্সিলের প্রধান হিসাবে কাজ করেন।

- দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সম্প্রসারণের জন্য SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) এবং জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (NHRDF) নামক দুইটি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করা হচ্ছে। এতে করে NSDA এর সাথে নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানে সমর্থ হবে এবং এতে করে সরকারি ও বেসরকারি খাত যুগপৎ উপকৃত হবে।

- গবেষণার মাধ্যমে শ্রমবাজারে বিদ্যমান দক্ষতা ঘাটতি চিহ্নিত করে চাহিদাভিত্তিক প্রয়োজনীয় ট্রেডে/কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে BIDS-এর মাধ্যমে দিয়ে একটি গবেষণা কাজ করানো হয়েছে এবং পরবর্তীতে ২০২২ সালে ১০টি সেক্টরে অনুরূপ গবেষণা করানো হয়েছে। গবেষষণায় লব্ধ তথ্য সরকারি ও বেসরকারি খাতে নীতি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে এবং ভবিষ্যতে পরবর্তী প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন BITAC-কে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী দক্ষ জনবল ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এ প্রতিষ্ঠানটিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন "Center of Excellence" হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। বেসরকারি শিল্পখাত এ ক্ষেত্রে উপকারভোগী হবে।

- SEIP প্রকল্প থেকে সরকারি বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। BMET এর আওতাধীন বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BG TTC) ঢাকা, সিলেট TTC ও খুলনা TTC এ সকল প্রকার আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বহুতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক মানের সরঞ্জামাদি সরবরাহ হয়েছে। ঢাকার উত্তরায় BACI'র জন্য একটি দক্ষতা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। গাজীপুরে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য BWCCI এর আওতায় প্রশিক্ষণ ও আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকরণ হচ্ছে। এছাড়া প্রশিক্ষণের গুণগতমান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ২০০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। এতে করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।



সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে সৌহার্দ্য, আস্থা ও নির্ভরশীলতা অর্জনে SEIP প্রকল্প অর্জন করেছে ভিন্নমাত্রার উচ্চতা। শিল্পকেন্দ্রের সাথে সংযোগ স্থাপন প্রক্রিয়ায় দেশের বিদ্যমান দক্ষতা নিরুপন, ভবিষ্যতের দক্ষতার চাহিদা, দক্ষতার ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিষয়গুলো সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়ক হয়ে উঠেছে। SEIP প্রকল্পে সরকারি-বেসরকারি খাতের অবদানকে মূল্যায়ন করার জন্য পুরস্কারের জন্য দুই খাতের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মডেল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা 'আলোকবর্তিকা' নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান দুটোই নির্বাচন করা হয়েছে। সেরা প্রশিক্ষক বা প্রদীপ্ত প্রশিক্ষককে নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সরকারি ও বেসরকারি খাতকে সমগুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেরা নারী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বেসরকারি খাতের প্রশিক্ষণার্থীদের SEIP স্বপ্নজয়ী পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। SEIP প্রকল্পের অফিসে ১৩টি শিল্পখাতের এ্যাসোসিয়েশন প্রধানদের নিয়ে ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ এ আয়োজন করা হয়েছিল "Meet & Greet the Industry Leaders" নামে এক অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে দেশের অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে মানোন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের সম্পর্ক বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। Technical and Vocational Education and Training (TVET) দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ । TVET প্রশিক্ষণ বিষয়ে বেসরকারি খাতের পরিষ্কার ধারনা ছিল না। কিন্তু SEIP-এ সংযুক্ত হওয়ার পর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নিজ সেক্টরের জন্য দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়টি তারা সুযোগ হিসাবে দেখছেন। সরকার তাদের কল্যাণে যে কাজ করছে তা তারা উপলব্দি করছেন। SEIP সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টিসহ Total Skill Eco-System এর উন্নয়ন নিশ্চিত করছে।

SEIP: অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণের এক সাফল্যকথা



বর্তমান সরকারের দর্শন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং দারিদ্র ও অসমতা হ্রাসকরণ। সরকারের বহুবিধ কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণের ফলে দারিদ্রের হার ও গভীরতা উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। অভিঘাত সহনীয় প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক সুরক্ষার বলয় বিস্তার, জেন্ডার সমতা বিধান, ক্ষুদ্র ঋণ সম্প্রসারণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আনয়নের মত বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার।

> "আমাদের উন্নয়নের একটি মানবিক অবয়ব রয়েছে। দারিদ্র্য ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে"।
>
> আন্তর্জাতিক দারিদ্র বিমোচন দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে -
> মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, শ্রেণী ও পেশার প্রশিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। এ উদ্যোগ ও তার সফল বাস্তবায়ন দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সকলের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (SDG) অর্জনের মূল প্রতিপাদ্য হলো "No one should be left behind" অর্থাৎ কাউকে পেছনে ফেলে উন্নয়ন নয়। SEIP এর অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপ্রবাহ এসডিজি'র এই প্রতিপাদ্যেরই স্পষ্ট প্রতিফলন। এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ছিল অন্যতম। তারই দর্শনে SEIP যুবনারী, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত অবহেলিত মানুষসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের সম্ভাবনাময় প্রশিক্ষণার্থীদের সম্পৃক্ত করেছে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে। SEIP প্রশিক্ষণে মোট প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতার উপর জোর দেয়া হয়েছে। সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত, এতিম, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, ট্রান্সজেন্ডার এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সদস্যদের বিভিন্ন কর্মসংস্থানমুখী ট্রেডে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালায় SEIP।

SEIP প্রথাগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বাইরেও তার ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে, যেখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নার্সিং, কেয়ার-গিভিং ও বিউটিফিকেশন। প্রকল্পটি ১,১০,০০০ জন হতদরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, অনগ্রসর, দরিদ্র ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ উপবৃত্তি বিতরণ করে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমাধানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা প্রশিক্ষণে উৎসাহিত করেছে। SEIP এর প্রশিক্ষণ অন্তর্জাল বুননে নারী, প্রান্তিক গোষ্ঠী, ট্রান্সজেন্ডার এমনকি জেলখানার অভ্যন্তরে স্বল্পমেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের জন্যও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

SEIP প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ফলাফল হিসাবে ন্যাশনাল হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (NHRDF) এবং ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (NSDA) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং স্বনামধন্য চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে শিল্প-অ্যাকাডেমিয়া সহযোগিতাকে উৎসাহিত করেছে। এই প্রতিষ্ঠান দু'টিও অন্তর্ভুক্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করছে।

সকলকে প্রশিক্ষণে আনয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য অঞ্চলসহ দেশের মোট ৬৪টি জেলায় ৫৭০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রমবাজারের চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন কোর্স/ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। SEIP প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সফল নারী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে আরো উৎসাহিত করার জন্য SEIP Female Champion বা SEIP 'স্বপ্নজয়ী' হিসেবে সম্মাননা প্রদান করেছে। SEIP প্রকল্পে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ৩১% দাড়িয়েছে। নারী প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনেক সফলতা অর্জন করেছে, জীবনে পারিবারিক আর সামাজিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সাফল্যকেও ছুয়ে দিতে পেরেছে। তারা অনেকেই সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত হয়ে আশাব্যঞ্জক আয় করছে, আবার অনেকে উদ্যোক্তা হবার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আরেকটি সাফল্যের পালক জুড়ে দিয়েছে জীবন সংগ্রামে। গড়ে তুলেছে নিজের প্রতিষ্ঠান এবং সৃষ্টি করতে পেরেছে আরো ক'জনা কর্মীর কর্মসংস্থান।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের আওতাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট হলো প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। SEIP অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণে নিম্নোক্ত সফলতা লক্ষ্যনীয়ঃ



অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ

- প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেয়া হয়।
- দরিদ্র ও নানা চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে SEIP প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সফল হয়ে ওঠা প্রশিক্ষণার্থীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- ১ লক্ষ ১০ হাজার নারী দ্ররিদ্র প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- নারীর ৩০ শতাংশ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে Gender Action Plan'র আওতায় বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে Small Ethnic Community'র জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের Small Ethnic Community (SEC) Plan রয়েছে।

পরিকল্পনার আওতায় বর্ণিত কৌশলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির অঙ্গীকার রয়েছে।

- প্রতিবন্ধী, এতিম এমনকি পিতা-মাতা ভগ্ন পরিবারের সন্তানদের প্রশিক্ষণ প্রদান PKSF'র বিজনেস প্ল্যানের আওতায় সম্পন্ন হয়েছে।
- PKSF'র সাথে চারটি বিজনেস প্ল্যানে কাজ করা হয়েছে তার তিনটি কোর্সে অবহেলিত, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের আওতায় সৎসন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- অবসায়নকৃত দরিদ্র পাট শ্রমিক বিশেষতঃ বদলি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। রাজশাহী টিটিসি, বগুড়ার ঠেঙ্গামারার মাধ্যমে SEIP কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় কারাগারের বন্দিদের প্রশিক্ষণের (মোবাইল ফোন সার্ভিসিং) ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- SEIP'র আওতায় সকল প্রশিক্ষণ ফ্রি, এমনকি টিফিন ও যাতায়াত ভাতাও প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়নে SEIP এর ভূমিকা

বাংলাদেশ আর্থ সামাজিক অগ্রগতিতে বিশ্ব মানচিত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সরকারের সংস্কার কার্যক্রম সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রযোজ্য নীতি গ্রহণের ফলে COVID-19 এর পরেও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আমরা সবাই জানি বাংলাদেশ জনমিতিক সুবিধা অতিক্রম করছে।

আগামী কয়েক দশকে জনমিতিক সুবিধা ভোগের সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। বাংলাদেশে গার্মেন্টস্ সেক্টরে নারীর অবদান সূচিত করেছে অনন্য মাইলফলক। বর্তমান সরকারের নারী বন্ধব আইন, নীতি ও বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দেশের সর্বত্র আজ নারীর সরব ও দৃঢ় উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। Global GAP index, 2022 এ দেখা গেছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে নারীর সমতা রক্ষায় বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের চাইতে এগিয়ে আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসামান্য নেতৃত্ব প্রদানের ফলে নারীর এই জয়যাত্রা সূচিত হচ্ছে। নারীর এই অগ্রযাত্রার পাশাপাশি সব দেশের মতো বাংলাদেশেও নারীকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । সামাজিকভাবে নারীর প্রতি হেয় দৃষ্টিভঙ্গী, সচেতনতার অভাব, কম মজুরী, ইত্যাদি সমস্যা নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

Global GAP index, 2022 দেখা যায়, এ সময়ে প্রায় ৩০ শতাংশ নারী বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি পেশায় কর্মরত রয়েছেন (World Bank Report, 2022)। বাকী প্রায় ৭০ শতাংশ নারী স্বল্পদক্ষ বা কোন রকম দক্ষতা ছাড়াই নিম্ন বেতনে কাজ করেন। বিশাল এ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক মূলধারার বাইরে রেখে দেশের সার্বিক অগ্রগতি কখনই সম্ভব নয়। বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে নারীর দক্ষতা কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গত এক দশকে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের মাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজকে কর্মদক্ষ করার বিশেষ কর্মপরিকল্পনা 'Gender Action Plan (GAP)' Gর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। একইসাথে নারী সমাজকে বাজারমুখী শিল্পে দক্ষতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ যেমন- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি, চর ও হাওড়সহ ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী দরিদ্র নারী, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও স্বল্পদক্ষ কর্মীদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ চলাকালে ভাতা প্রদানসহ নারীর জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা প্রদান করা হচ্ছে। পুরুষ ও নারী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় SEIP দেশের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন- IBA-DU, BUTEX, BRACU, EWU এর মাধ্যমে ১৫ শতাংশ নারীর আসন সংরক্ষণপূর্বক মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপক তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে চলেছে। এসকল নারী গ্রাজুয়েট দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া SEIP এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শ্রমবাজারে চাহিদার আলোকে সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি উদ্যোক্তা তৈরি, Nurse and Caregiver তৈরির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান।



অর্থনীতির মূলধারায় কর্মসংস্থানের সুফল অর্জনে এ প্রক্রিয়ায় অবিচ্ছেদ্য অংশ বিবেচনায় নারীদের এ প্রকল্পে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে শতকরা ৩০ ভাগ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সহায়ক কাঠামোসহ জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ তৈরিতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবার ও অন্যান্য উপকারভোগীদেরকে জেন্ডার সমতা রক্ষার বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে ব্যাপক সামাজিক সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উচ্চ চাহিদা সম্পন্ন ও অপ্রথাগত কর্মক্ষেত্রে নারী প্রশিক্ষণার্থীদের আকর্ষণের লক্ষ্যে সামাজিক প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । জেন্ডার সংবেদনশীল সুবিধা প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর জন্য নিরাপদ প্রশিক্ষণ গ্রহণে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জেন্ডার ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞ কর্তৃক TVET প্রতিষ্ঠান ও ইন্ডাস্ট্রি এসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সকল বাস্তবায়নকারী সংস্থার মতো ফ্যাকাল্টি এবং স্টাফদের জন্য জেন্ডার পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নারী বান্ধব অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে। সর্বোপরি SDCMU ইউনিটে জেন্ডার পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। SEIP প্রকল্পে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দেয়ার জন্য প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা এ বিষয়ে কাজ করে নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন

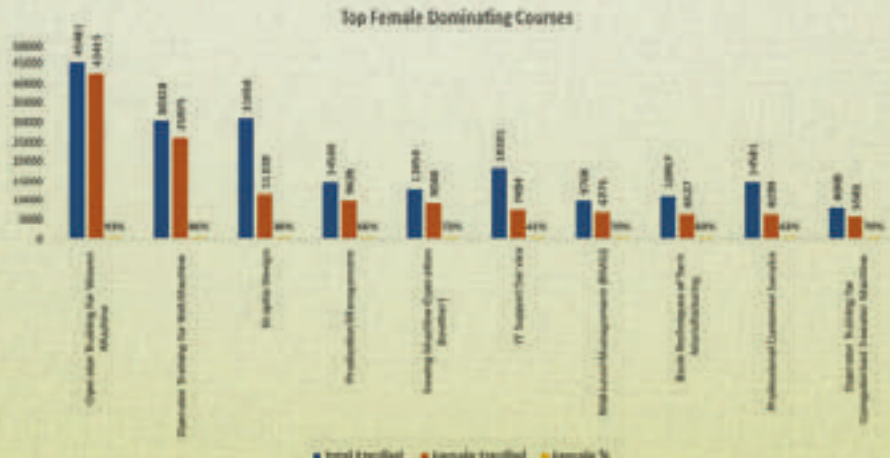
SEIP একটি নারী বান্ধব প্রকল্প এবং প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য SEIP থেকে নিম্নোক্ত উদ্যোগ ভাল ফল দিয়েছেঃ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা যাচাই এর সময় নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণের শর্ত প্রদান করা হয়।

- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারীর জন্য পৃথক টয়লেট সুবিধা ও চাইল্ড কর্ণার স্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
- প্রশিক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ।
- প্রশিক্ষণার্থী যেন ঝরে না পড়ে সেজন্য নিয়মিত কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- প্রশিক্ষণার্থীদের পাশাপাশি প্রশিক্ষক ও মূল্যায়নকারীদের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- নির্বাহী প্রকল্প পরিচালকের সভাপতিত্বে সকল সভায় নারীর অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে কঠোর মনিটরিং।
- SEIP প্রকল্পের উদ্যোগে শেষ পর্যায়ে প্রকল্পের সেরা ও সফল ৩০জন প্রশিক্ষণার্থীকে নিয়ে Success Story of SEIP Female Trainees পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ৩০জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- দরিদ্র ও নারী প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ ভাতা প্রদান ।

প্রকল্পের শুরু থেকে ৩টি ধাপে (Tranche) SEIP এর হাত ধরে মোট ২,৪৬,৮৫১ জন নারী (৩৪.১৬%) প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তালিকাভুক্ত (Enrollment) হয়েছেন, যাদের মধ্যে সর্বমোট ২,২১,০৫৫ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে সনদপ্রাপ্ত হয়েছেন। এ যাবত কর্মে নিয়োজিত হয়েছেন ১,৬৮,১৭৬ জন নারী। GAP লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী BWCCI এর উল্লেখযোগ্য নারী প্রশিক্ষিত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই প্রশিক্ষণ শেষে কর্মে নিয়োজিত বা সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এ যাবৎ ৩,৬৯১ জন নারী সফলভাবে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ শেষ করে মেকানিক্স বা ড্রাইভিং পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের SME প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ৩,৯৭১ জন নারী প্রশিক্ষিত হয়েছেন, যাদের মোট ২,৯১০ জন বিভিন্ন শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে পরিবার তথা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন। প্রশিক্ষণ শেষে GAP লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ দরিদ্র নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও শারীরিকভাকে প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীকে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং খাত যেমন-ওয়েলডিং, মেকানিক্স, প্লাম্বিং ও শীপবিল্ডিং শিল্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে SEIP এর মাধ্যমে কর্মে নিয়োজিত।



SEIP'র আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়টি GAP এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নারী ও প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেড বাছাই এর মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। দেখা গেছে সুইং মেশিন অপারেশনে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গার্মেন্টস্ সম্পৃক্ত ৭টি ট্রেডে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে ৩টি ট্রেডে নারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে কিছু ট্রেডে নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত বা আগ্রহ কম মর্মে দেখা গেছে । এ ধরণের ট্রেডগুলির বিষয়ে সামাজিকভাবে নারীর অংশগ্রহন একটু নেতিবাচক মনোভাব দেখা যায়। জাহাজ নির্মাণ শিল্প, গৃহ নির্মাণ শিল্প ও ভারী যন্ত্রপাতি পরিচালনা প্রশিক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত। সমাজের এ কুসংস্কার রোধেও SEIP সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যেসব ট্রেডে শ্রমবাজারের চাহিদা বেশি সেসব ট্রেডে নারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা কম। এক্ষেত্রে অপ্রচলিত ট্রেডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ভবিষ্যতে আরো নতুন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। SEIP প্রকল্পের আওতায় নারীর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের বিষয়ে তথ্য দু'টি সারণীতে উপস্থাপন করা হলোঃ



নারী প্রতিকূল কোর্সসমুহ

কোর্সের নাম	মোট ভর্তি	নারী (%)
Ship Painting	565	2%
Ship Machinery Installation	698	1%
Quality Control for Construction	60	12%
Electrical(City and Guilds: 3529-06)	258	2%
Improved Cook Stoves Construction and Installation Training	75	4%
Electrical (City and Guilds: 2850-84)	390	1%
Heavy Vehicle Driving	8	0%
Mechanical Agricultural Farming	51	0%
Pattern and Marker Making Fundamentals	26	0%
Wet Processing Technology	33	0%

SEIP'র প্রশিক্ষণার্থীদের ওপর পরিচালিত Tracer Study-তে নারী প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয়ে চমকপ্রদ কিছু ফলাফল পাওয়া গেছে। দেখা গেছে নারীর ক্ষমতায়নেও SEIP'র প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

- ৮৭% নারী প্রশিক্ষণার্থীর পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। পরিবারের সম্পদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে নারী প্রশিক্ষণার্থীর ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রশিক্ষণার্থীর চাকরি বা ব্যবসা কেন্দ্রিক আয় থেকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ নারীর সক্রিয় অবস্থান দেখা গেছে।
- SEIP'র নারী প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ফলে ৯১% নারীর কর্মক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি ঘটেছে।
- SEIP থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে ৯৪% শিক্ষার্থী ঘরের বাইরে চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন এবং ৭৪% নারী ঘরের বাইরে চলাফেরায় কোন বাঁধার সম্মুখীন হননি।

SEIP নারীসহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে চলেছে। যে মেয়েটি নিদারুণ অভাবে বসবাস করেও ঘরে বসে স্বপ্ন দেখতো সুন্দর একটি জীবনের, SEIP তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সারথী। যে রুহিদাসপুরের কমলারা দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের জন্য বাড়ি বাড়ি গৃহস্থালী কাজ করতো, SEIP এর প্রশিক্ষণ নিয়ে সে আজ স্বাবলম্বী। SEIP এর হাত ধরে আজ হাজারো নারী কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন এবং উদ্যোক্তা হয়ে অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন। কেউ সামাজিক চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে অপ্রচলিত পেশায় উঠে দাড়িয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

মনিটরিং ও ইভাল্যুয়েশন ব্যবস্থাপনা: SEIP এর মুকুটে সাফল্যের আর এক পালক

"কাজীর গরু কাগজে আছে, গোয়ালে নাই" বাংলায় বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ এটি। কোন বিষয় বা কাজের অন্তসারশূন্যতা বোঝাতে কথাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমরা অনেক সময় এমন অনেক কাজের খবর জানতে পারি, বাস্তবে যার কোন অগ্রগতি বা অস্তিত্ব নেই। আবার উল্টো চিত্রও দেখা যায়। কোন একটি কাজ ঠিকঠাক মতো হয়েছে বা হচ্ছে কিনা তা দেখভাল করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর সেটা করতে হয় কাজটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মাইলফলক, রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং সামগ্রিক অগ্রগতির ভিত্তিতে। নিয়মিত দেখভালের এ প্রক্রিয়াটিকে আমরা মনিটরিং ও ইভাল্যুয়েশন বলে জানি। মূলত: একটি কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে কিনা, সেই সাথে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সঠিকতা যাচাই করা ইত্যাদি বিষয় এর মাধ্যমে উঠে আসে। এছাড়া কোনরূপ ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে তার সুরাহা করা, একই রকম ভুল পদক্ষেপ পরিহারে সচেষ্ট হওয়া, পরিবর্তী পরিকল্পনা প্রণয়নে সঠিক পথ দেখানো এবং সর্বপরি চলমান কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সহায়তা করাও মনিটরিং ও ইভাল্যুয়েশনের উদ্দেশ্য।

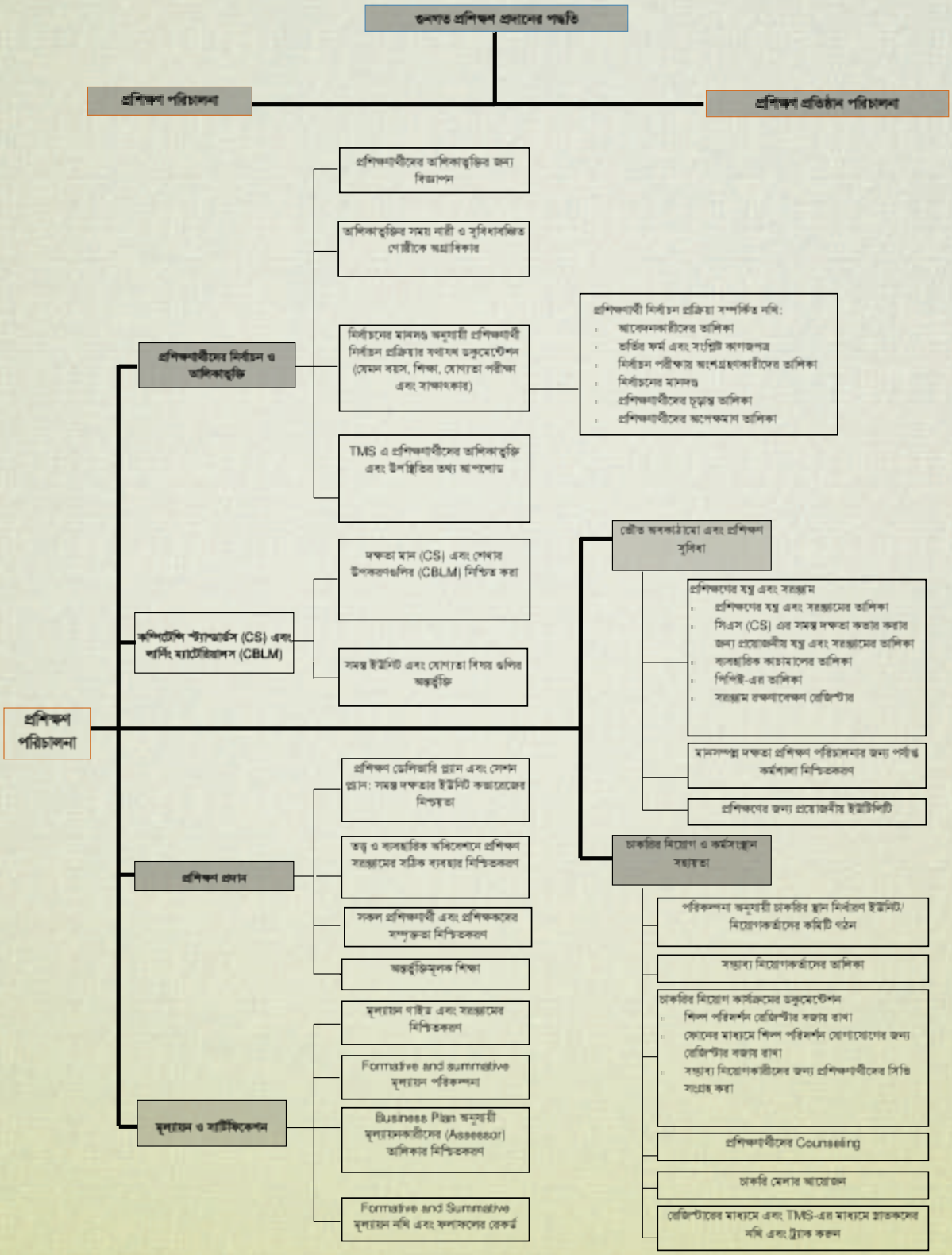
SEIP এর কর্মপরিকল্পনায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনাখরচে ৭,৮২৪৮০ জনকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। এর মধ্যে ৩০ ভাগ আসন নারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য আছে অগ্রাধিকার ও বিশেষ সুবিধা। এ কর্মসূচির আওতায় কোনো প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে কোর্স ফি তো নেয়া হয়ই না, উল্টো যাতায়াত ভাতা ও বৃত্তি প্রদান করা হয়। সেই সাথে নুন্যতম ৬০ ভাগ প্রশিক্ষণার্থীর কর্মজীবনে প্রবেশে সহায়তা প্রদানের বাধ্যবাধকতা আছে।

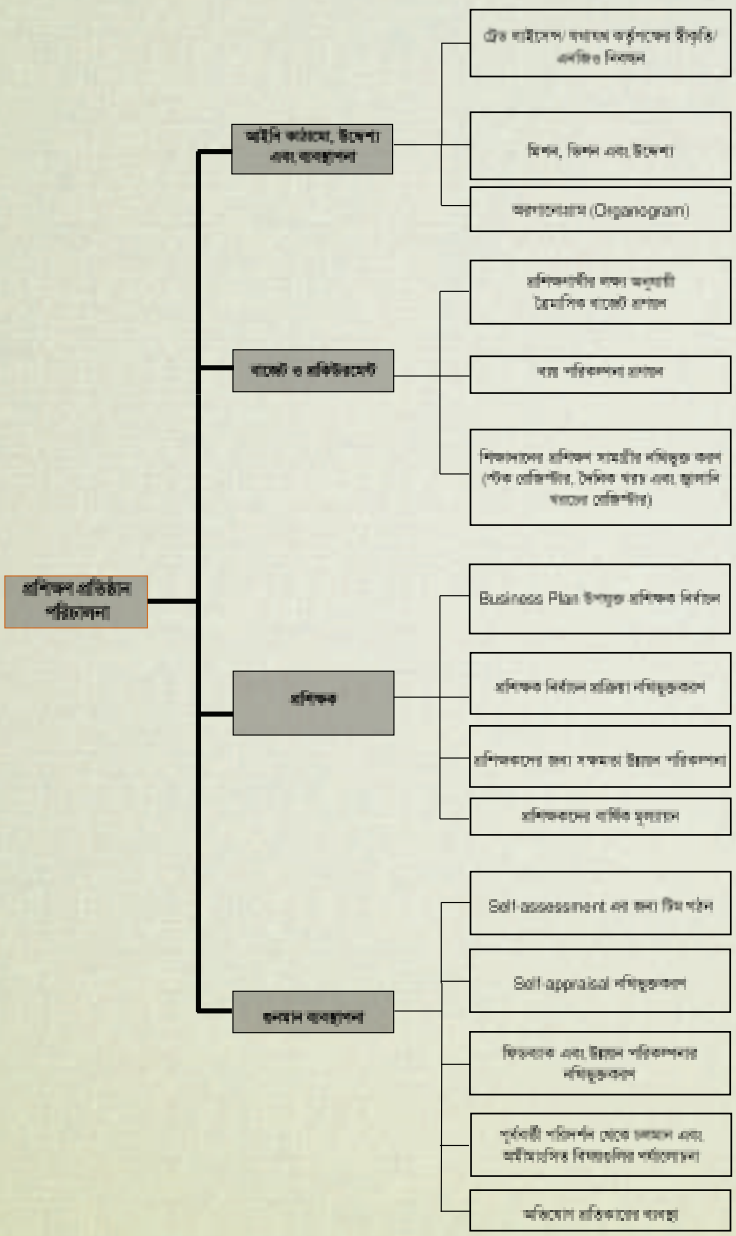
SEIP এর আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সব লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শর্ত, বাধ্যবাধকতা – এগুলো কি শুধু কাগজে-কলমে আছে, নাকি ঠিক মতো প্রতিপালিত বা অর্জিত হচ্ছে তা বোঝার জন্য দরকার শক্তিশালী মনিটরিং ও ইভাল্যুয়েশন সিস্টেম। শুরু থেকেই এ বিষয়ে SEIP সতর্কতার সাথে পরিবীক্ষণ ও মূল্যয়নের কাজ করে চলেছে। প্রশিক্ষণের মান, সংখ্যা, উপস্থিতি, পাশের হার, প্রশিক্ষক, নারী ও অনগ্রসর যুবসমাজের অংশগ্রহণ, সুযোগ-সুবিধা, চাকরি প্রদানে সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমের মান ও সংখ্যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে একটি সমন্বিত গাইড লাইন। এর অধীনে পাঁচটি স্তরে SEIP এর কার্যক্রমগুলো নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উল্লিখিত বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত নিয়মিত SEIP এর ওয়েব সাইটে আপলোড করা হচ্ছে। দৈনিক ভিত্তিতে সেগুলো আপডেটও করা হচ্ছে। SEIP এর ওয়েব সাইটের 'ব্যানার হেড'টাই যেন মনিটরিংয়ের মুখাবয়ব। এক ঝলকেই পুরো কার্যক্রমের অনুচিত্র পাওয়া যায়।

মনিটরিং ও ইভাল্যুয়েশন গাইডলাইন অনুযায়ী SEIP নিয়মিত নিম্নোক্ত কাজগুলো পরিচালনা করে থাকে:

- নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকল্পের কাজের সার্বিক অগ্রগতি মনিটরিং;
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলমান কর্মসূচি/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ;
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মনিটরিং প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- প্রাপ্ত তথ্যাদির সাথে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্যতা বিশ্লেষণপূর্বক দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত প্রদান ও পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পূর্ববর্তী মনিটরিংয়ের অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তী সময়ের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ।




ভবনগত প্রশিক্ষণ প্রদানের পদ্ধতি
প্রশিক্ষণ পরিচালনা
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা
প্রশিক্ষণ পরিচালনা
প্রশিক্ষণার্থীদের নির্বাচন ও অন্তর্ভুক্তি
প্রশিক্ষণার্থীদের অন্তর্ভুক্তির জন্য বিজ্ঞাপন
অন্তর্ভুক্তির সময় নারী ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার
নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ার যথাযথ ডকুমেন্টেশন (যেমন বয়স, শিক্ষা, যোগ্যতা পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার)
প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নথি:
আবেদনকারীদের তালিকা
ভর্তির ফর্ম এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র
নির্বাচন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা
নির্বাচনের মানদণ্ড
প্রশিক্ষণার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা
প্রশিক্ষণার্থীদের অপেক্ষমাণ তালিকা
TMIS এ প্রশিক্ষণার্থীদের অন্তর্ভুক্তি এবং উপস্থিতির তথ্য আপলোড
কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ডস (CS) এবং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস (CBLM)
দক্ষতা মান (CS) এবং শেখার উপকরণগুলি (CBLM) নির্দিষ্ট করা
সমস্ত ইউনিট এবং যোগ্যতা বিষয় গুলির অন্তর্ভুক্তি
প্রশিক্ষণ প্রদান
প্রশিক্ষণ ডেলিভারি প্লান এবং সেশন প্লান: সমস্ত দক্ষতার ইউনিট কভারেজের নিশ্চয়তা
তত্ত্ব ও ব্যবহারিক অধিবেশনে প্রশিক্ষণ সরঞ্জামের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
সকল প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষকের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ
অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা
মূল্যায়ন ও সার্টিফিকেশন
মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং সরঞ্জামের নিশ্চিতকরণ
Formative and summative মূল্যায়ন পরিকল্পনা
Business Plan অনুযায়ী মূল্যায়নকারীদের (Assessor) তালিকা নিশ্চিতকরণ
Formative and Summative মূল্যায়ন নথি এবং ফলাফলের রেকর্ড
সৌত অবকাঠামো এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা
প্রশিক্ষণের যন্ত্র এবং সরঞ্জাম
প্রশিক্ষণের যন্ত্র এবং সরঞ্জামের তালিকা
সিএস (CS) এর সমস্ত দক্ষতা কভার করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র এবং সরঞ্জামের তালিকা
ব্যবহারিক কাজের তালিকা
পিপিই-এর তালিকা
সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ রেজিস্টার
মানসম্পন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত কর্মশালা নিশ্চিতকরণ
প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি
চাকরির নিয়োগ ও কর্মসংস্থান সহায়তা
পরিকল্পনা অনুযায়ী চাকরির স্থান নির্বাচন ইউনিট/ নিয়োগকর্তাদের কমিটি গঠন
সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাদের তালিকা
চাকরির নিয়োগ কার্যক্রমের ডকুমেন্টেশন
শিল্প পরিদর্শন রেজিস্টার বজায় রাখা
ফোনের মাধ্যমে শিল্প পরিদর্শন যোগাযোগের জন্য রেজিস্টার বজায় রাখা
সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের সিভি সংগ্রহ করা
প্রশিক্ষণার্থীদের Counseling
চাকরি মেলার আয়োজন
রেজিস্টারের মাধ্যমে এবং TMIS-এর মাধ্যমে স্নাতকদের নথি এবং ট্র্যাক করুন



যথাযথভাবে মনিটরিংয়ের জন্য বিভিন্ন টুলস ও টেকনিক ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয়, যেমন – (ক) SEIP এর সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষরিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকে উল্লেখিত বিধিবিধান, লক্ষ্যমাত্রা, সময়সীমা ইত্যাদি, (খ) পূর্ববর্তী মনিটরিং রিপোর্টে বর্ণিত অবজারভেশন ও রিকমেন্ডেশন, (গ) সময়ে সময়ে জারিকৃত বিধিবিধান, নিয়ম-কানুন, নির্দেশিকা ইত্যাদি, (ঘ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিবৃত দায়-দায়িত্ব, কর্মপরিধি, পারফর্মেন্স ইত্যাদি, (ঙ) প্রশাসনিক, ক্রয় ও আর্থিক নিয়ম, বিধি, নীতিমালা অনুসরণ এবং খাতাপত্র সংরক্ষণ, এবং (চ) ষান্মাসিক ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ।

SEIP এর স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কোঅর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (এসডিসিএমইউ) এর নির্বাহী কর্মকর্তা ও কনসালটেন্টবৃন্দ মনিটরিংয়ের মূল কাজটি করে থাকেন। পাশাপাশি এসডিসিএমইউ ইউনিটে কর্মরত কোয়ালিটি এ্যাসিউরেন্স কর্মকর্তারা নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ মান নিশ্চিত করে থাকেন। একটি স্বাধীন ও পৃথক মনিটরিং ফার্ম DPDS নিয়োজিত আছে যা স্বতন্ত্রভাবে প্রতি মাসে মাঠের রিপোর্ট তুলে আনে। এছাড়া পার্টনার অর্গানাইজেশনের প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিটে নিয়োজিত কোঅর্ডিনেটর এবং তাঁর সহকারিবৃন্দও আলাদাভাবে মনিটরিং কার্য পরিচালনা করে থাকেন। সর্বোপরি, পঞ্চম স্তরে মনিটরিংয়ের দায়িত্বটি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে পালন করে থাকেন এসডিসিএমইউ-এর ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট টিম।

এতো বিন্যস্ত, সংগঠিত ও শক্তিশালী মনিটরিং কার্যক্রম সহজে কোথাও চোখে পড়ে না। এভাবে পাঁচটি ভিন্ন স্তরের মনিটরিং ম্যাকানিজমের মাধ্যমে চিরুনী অভিযান চালিয়ে SEIP কার্যক্রমের সুবিধাভোগী, পার্টনার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অংশীজনের সঠিক তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার উপযোগী করা হয়। জানানো হয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, SEIP এ পর্যন্ত ৭,৯৬,০৫৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭,৮২,৪৮০ জনকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ২,৪৬,৩৮৪ জন নারী (৩১.৫%)। কোর্স শেষে সনদ লাভ করেছে ৬,৭৪,৪৫৮ জন এবং চাকরি পেয়েছে ৪,৭৬,৩৩৮ জন (৭০.৬৩%)। উক্ত প্রশিক্ষণ কাজে বর্তমানে যুক্ত আছে ২৮টি পার্টনার অর্গানাইজেশন ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ৫১৮টি প্রতিষ্ঠান। এর অধীনে ৩,৪০৪ জন ট্রেইনার ১৩৯টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়নের জন্য রয়েছেন ১,০১৮ জন ইনডিপেন্ডেন্ট এ্যাসেসর।

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের এই সময়ে SEIP শুধু লক্ষ লক্ষ বেকার ও অনগ্রসর তরুণ-তরুণীকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে কর্মজীবনে প্রবেশেই সহায়তা করছে না, একটি শক্তিশালী মনিটরিং ও ইভাল্যুয়েশন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের গুণ, মান, সংখ্যা, এবং কর্মসংস্থানও নিশ্চিত করছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে SEIP প্রকল্পের অনন্য উদ্যোগ

বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর ৩ ভাগের ১ ভাগ কোন প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে যুক্ত নেই অর্থাৎ তারা কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দক্ষ প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের অভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। SEIP প্রকল্প বিশাল এই তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ২০১৪ সালে যাত্রা শুরু করে। বিভিন্ন Private Industry Association সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে এবং BMET, DTE-কে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমবাজারে বিদ্যমান চাহিদা নিরূপন এবং সে অনুযায়ী কোর্স পরিকল্পনা করে ০৩/০৪ মাস (৩৬০ঘন্টা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে দক্ষতার ভিত্তিতে ৬০% সফল প্রশিক্ষণার্থীকে তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করা হয়। SEIP প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যা অন্য প্রকল্প থেকে আলাদা করেছে। SEIP প্রকল্পের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ৬০% হলেও প্রকল্পটি অর্জন করেছে ৭১% কর্মসংস্থান। এক্ষেত্রে SEIP লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মসংস্থান কর্মকর্তা বা Job Placement Officer নামে একটি ভিন্ন পদ যোগ করেছে। বর্তমানে সম্পৃক্ত প্রাইভেট সেক্টরে ১৪টি Industry Association এ Industry Attached প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার জন্য কো-অর্ডিনেটর (জব প্লেসমেন্ট) নিয়োগ প্রদান করা হয়। প্রাইভেট সেক্টরে প্রায় ৮২% প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাবলিক সেক্টরে বিশেষ করে BMET এর আওতাধীন ৬৭টি টিটিসি, DTE এর আওতাধীন ০৯টি টিএসসি, বিটাক এর আওতাধীন ০৫টি সেন্টারে পরিচালিত প্রশিক্ষণে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য জব প্লেসমেন্ট অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে Industry Attachment এর সুযোগ না থাকায় ৬০% জব প্লেসমেন্ট নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ইন্ডাষ্ট্রি এসোসিয়েশনে SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য SEIP প্রকল্পের একটি নিজস্ব প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (PIU) রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের চাকরি প্রাপ্তিতে সহায়তার জন্য প্রত্যেকটি PIU এ চীফ কোঅর্ডিনেটরের নেতৃত্বে একটি জব প্লেসমেন্ট সেল রয়েছে যেখানে একজন কোঅর্ডিনেটর (জব প্লেসমেন্ট ও ডাটাবেস) এবং একজন সহকারী কোঅর্ডিনেটর (জব প্লেসমেন্ট) কাজ করছে।





| ট্রেডের প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের চাকুরির সুযোগ তৈরি ও গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে "জব ফেয়ার" |

SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের চাকরি প্রাপ্তিতে সহায়তার জন্য BMET এর আওতাধীন ৬৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (TTC)/ Institute of Marine Technology (IMT) এ ৬৭ জন জব প্লেসমেন্ট অফিসার কর্মরত আছেন এবং TTC/IMT থেকে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পর প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কর্মসংস্থানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে TTC/IMT এ জব প্লেসমেন্টের হার ৬০%। অপরদিকে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (DTE) এর আওতাধীন ৯টি Technical School and College (TSC) এ ৯ জন এবং BITAC এর ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫ জন জব প্লেসমেন্ট অফিসার (JPO) কর্মরত আছেন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। প্রতিটি TTC/IMT/TSC/BITAC Center এ সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষগণের নেতৃত্বে এবং JPO এর পরিচালনায় একটি জব প্লেসমেন্ট সেল রয়েছে যেখানে শ্রমবাজারে বিদ্যমান চাহিদার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ধরনের অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন: প্রত্যেকটি TTC/IMT/TSC/BITAC Center এ একটি করে জেলাভিত্তিক/অঞ্চলভিত্তিক এমপ্লয়ার্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান/শিল্প মালিকগণের সমন্বয়ে ও Industry Expert-গণের অংশগ্রহণে ০৮ জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমপ্লয়ার্স কমিটির সদস্যরা শিল্প প্রতিষ্ঠান/নিয়োগকারীদের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। Private Industry Association এর ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান এমপ্লয়ার্স কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। TTC/IMT/TSC/BITAC Center এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ এর নেতৃত্বে এমপ্লয়ার্স কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার বৈঠক করে থাকেন।

বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং অংশীদারের মাধ্যমে চলমান দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী চাকুরী নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিটি ইন্ডাস্ট্রি এসোসিয়েশন এবং বেসরকারি অংশীদারগণের অনুকূলে SEIP কর্তৃক গঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) এ জব প্লেসমেন্ট নামক একটি শাখা রয়েছে। শাখাটি ০১ জন প্রধান সমন্বয়কারী, ০১ জন সমন্বয়কারী, ০১জন সহকারী সমন্বয়কারী ও ০১ জন জবপ্লেসমেন্ট কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত। উক্ত শাখা কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী তার দক্ষতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়। জবপ্লেসমেন্ট শাখা বিভিন্ন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজ তৈরী, সম্ভাব্য নিয়োগকারীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সমন্বয়ে এমপ্লয়ার্স কমিটি গঠন, প্রশিক্ষণার্থীদের কাউন্সেলিংকরণ, প্রশিক্ষণার্থী ও নিয়োগকারী সমন্বয়ে মেলার আয়োজন এবং স্কিল গ্যাপ অনুযায়ী প্রশিক্ষণের পদ্ধতি উন্নতকরণের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে থাকে।
SEIP প্রকল্পের জবপ্লেসমেন্ট অফিসারগণ শিল্প মালিকদের/এমপ্লয়ারদের সাথে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমগোষ্ঠীর সাথে সেতুবন্ধন তৈরী করে। শিল্প মালিকদের সাথে মতবিনিময়, জনসংযোগ এবং শিল্প কারখানা পরিদর্শনের মাধ্যমে জেলাভিত্তিক/অঞ্চলভিত্তিক সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রির দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা নিরূপন এবং সে অনুযায়ী TTC/IMT/TSC/BITAC Center থেকে প্রশিক্ষিত তরুণ যুবগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। Private Industry Association এর ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয় বিধায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। দেশে ও বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে JPO-গণ নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তাঁদের দৈনন্দিন দায়িত্বের কার্যক্রম নিম্নেরূপঃ

- প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রম চাহিদাভিত্তিক একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত এবং সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধানকে পরামর্শ প্রদান;
- শিল্প মালিকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও মতবিনিময়, জনসংযোগ এবং শিল্প কারখানা পরিদর্শন;
- প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে এবং প্রশিক্ষণ চলাকালে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের কাঙ্খিত যোগ্যতা/দক্ষতা সম্পর্কে/ কর্মসংস্থান সম্পর্কে কাউন্সেলিং;
- প্রশিক্ষণার্থীদের জীবন বৃত্তান্ত প্রণয়ন;
- শিল্প মালিকদেরকে SEIP প্রকল্প পরিচালিত প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং প্রশিক্ষণার্থীদের বায়োডাটা সরবরাহ;
- চাকরি মেলার আয়োজন এবং বিদ্যমান ও সম্ভাব্য নিয়োগকারীদের সাথে সংলাপ;
- শিল্প মালিকদের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের সরাসরি যোগাযোগ এর ব্যবস্থা;
- দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান এবং আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;
- অন্যূন ৩ মাস পর্যন্ত নিয়োগকৃত কর্মীদের সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে চাকুরি নিশ্চিতকরণ;
- সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি ও অনলাইন হতে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট শিল্পে চাকরির শূন্যপদ চিহ্নিতকরণ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিতকরণ;
- প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ ও সুবিধা সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং আবেদনে সহায়তা প্রদান;
- প্রশিক্ষণার্থীদের চাকরির তথ্য SEIP প্রকল্পের ডাটাবেস ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (TMS) এ আপলোডকরণ।

প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা JPO-দের মূল কাজ। SEIP প্রকল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য যা অন্য প্রকল্প থেকে এ প্রকল্পকে বিশেষত্ব দান করেছে। JPO-দের প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং শিল্প মালিকদের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরী করার দায়িত্ব থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা/জটিলতা রয়েছে। SEIP প্রকল্প থেকে নিয়মিতভাবে তাঁদেরকে এক্ষেত্রে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এ প্রকল্প থেকে প্রায় সময় সময় সকল জেলার/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের JPO-গণের সাথে SEIP প্রকল্পের কর্মকর্তাগণের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে SEIP প্রকল্প থেকে নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধানকে JPO-দেরকে সহযোগিতা করার চিঠি প্রদান করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করার জন্য JPO-গণের অংশগ্রহণে ২টি জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। তাঁদের মতামত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মতামত অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
SEIP প্রকল্পের কার্যালয়ে JPO দের উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষায় নিম্নোক্ত বিষয় দেখা গেছেঃ

- প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে JPO-গণের প্রচেষ্টা ব্যাপক তবে প্রশিক্ষণার্থীগণের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে JPO-গণের ভূমিকা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে কর্মসংস্থানে আরো ভালো ফল পাওয়া যেত। কারণ যথাযথ প্রশিক্ষণ নির্বাচন না করতে পারলে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান দুটোই বাধাগ্রস্ত হয়।
- প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে সীমাবদ্ধতা থাকলে কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্থ হয়।
- প্রশিক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ ৩০ শতাংশ নিশ্চিত করতে JPO-গণের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।
- প্রশিক্ষিতদের ৬০ শতাংশ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে JPO-গণের গৃহীত উদ্যোগ যথেষ্ট মর্মে প্রতীয়মান। তবে সকল JPO এমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেননি। শিল্প মালিকদের সাথে যোগাযোগ এবং নিজ এলাকার দক্ষতা চাহিদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে JPO -দের মধ্যে দূর্বলতা রয়েছে।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে PIU ইউনিটে JPO নিয়োগ SEIP প্রকল্পের অনন্য অবদান। এই পদের বেতন কম এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতাও ইতঃপূর্বে ছিল না। JPO-গণের একার পক্ষে অঞ্চলের দক্ষতার চাহিদা এবং দক্ষতার ব্যবধান নির্ণয় করা কঠিন। প্রতিষ্ঠান প্রধানকে TVET সেক্টরে লিডার হতে গেলে JPO-কে নিয়ে কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে কাজ করতে হবে।

SEIP প্রকল্পের কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন

দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থান ও বেকারত্ব দূরীকরণে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। এ অপরিহার্যতার গুরুত্ব বিবেচনা করে SEIP প্রকল্প শিল্পক্ষেত্রের সহযোগিতায় দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ পরিচালনার লক্ষ্যে এবং প্রশিক্ষণে গুণগতমান উন্নয়নে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (সিএস) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । SEIP প্রকল্প আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে দেশি ও বিদেশি শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ করে এ যাবৎ ১৪৫টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করেছে যা সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (CS) হলো কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গির একটি সেট যা শিল্পক্ষেত্রের মানদণ্ড অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। যে কোনো পেশা বা কাজ শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য যেসব দক্ষতার প্রয়োজন, কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ডে তা নির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে । কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নির্ধারিত সকল দক্ষতার ইউনিট সম্পাদন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে একজন প্রশিক্ষণার্থী/কর্মী সাধারণত একটি কোয়ালিফিকেশন অর্জন করেন।

কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড সাধারণত নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করে:
জ্ঞান: কর্মীদের যে তথ্য এবং ধারণাগুলি জানা দরকার;
দক্ষতা: কর্মীদের যে কাজগুলি করতে সক্ষম হওয়া দরকার;
দৃষ্টিভঙ্গি: কর্মীদের যেভাবে আচরণ করা উচিত।

দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অবশ্যই বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পেশা বা চাকরির সাথে সম্পর্কিত দক্ষতাগুলোর একটি পদ্ধতিগত এবং বিশদ বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে হতে হবে। কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে পেশাসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, পেশা/চাকরির কার্যাবলির বিবরণী, প্রযুক্তির নিয়মিত পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত। এ কাজটি বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে করা যেতে পারে, যেমন- কার্যগত বিশ্লেষণ (functional analysis), Developing a Curriculum (DACUM), কর্ম প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ অথবা এই পদ্ধতিগুলির সমন্বয়।



SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন পদ্ধতি:

SEIP প্রকল্প কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের জন্য একটি পাঁচ ধাপবিশিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে:



কর্মমুখী প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ডে সংশ্লিষ্ট পেশায় কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত আচরণ ইন্ডাস্ট্রির সর্বোচ্চ মানদণ্ড অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ডে বর্ণিত এই মানদণ্ড ও নির্দেশনা অনুযায়ী শিখন উপকরণ (কম্পিটেন্সি বেসড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস / সিবিএলএম) প্রস্তুত করা হয় এবং এই নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এতে, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেই প্রশিক্ষণার্থী সংশ্লিষ্ট পেশার জন্য শিল্পক্ষেত্রের একটি অনুরূপ পরিবেশ ও প্রকৃত কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

পরবর্তীতে, ইন্ডাস্ট্রির দক্ষ মূল্যায়ক দ্বারা কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ডে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই করা হয়। এভাবে, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রির সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকায় দক্ষতাভিত্তিক এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বিশেষভাবে অবদান রাখছে ।

প্রাথমিকভাবে, এ প্রকল্পের Tranche-1 এ দুইজন জাতীয় ও ছয়জন আন্তর্জাতিক পরামর্শকের মাধ্যমে ৩৬টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে British Council-এর মাধ্যমে আরো ৫০টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত এ সিএসসমূহের মধ্যে ৪৭টি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

বর্তমানে, Tranche-3-তে তিনটি ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলের (আইএসসি) সহায়তায় SEIP প্রকল্প তার নিজস্ব সিএস ডেভেলপমেন্ট কমিটির মাধ্যমে নতুন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করছে। এক্ষেত্রে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ডের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে –

- SEIP প্রকল্পের সিএস প্রণয়নে একটি পাঁচ ধাপবিশিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে -

১) ইন্ডাস্ট্রিতে পরিদর্শনের মাধ্যমে পেশা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাবলি সংগ্রহ, ২) আইএসসির কার্যালয়ে পেশা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মশালা, ৩) আইএসসির কার্যালয়ে সিএসের খসড়া প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত কর্মশালা, ৪) SEIP'র কার্যালয়ে সিএস পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা, এবং ৫) SEIP প্রকল্প কর্তৃক সিএস অনুমোদন বিষয়ক কর্মশালা।

- প্রতিটি কর্মশালায় কমপক্ষে তিনজন ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞের (দু'জন পেশাভিত্তিক শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং একজন শিক্ষাবিদ) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়, যারা স্ট্যান্ডার্ডের প্রতিটি পর্যায়ে শিল্পক্ষেত্রের প্রমীত মানদণ্ড বজায় রাখা হয়েছে কিনা এ বিষয় নিজেদের মতামত প্রদান করেন।
- প্রতিটি কর্মশালায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এবং অ্যাসোসিয়েনের প্রয়োজন মোতাবেক মতামত প্রদান করেন।
- SEIP প্রকল্প কর্তৃক সিএস অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই SEIP-এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয় এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) অনুমোদনের জন্য প্রণয়ন করা হয়। এতে, কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ডসমূহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যেকোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহার করার জন্য উপযোগী ও সহজপ্রাপ্য হয়ে থাকে।

ইতোমধ্যে, Tranche-3-তে এসইআইপি প্রকল্প অংশীজনদের সার্বিক সহায়তায় ৪৯টি নতুন কোর্সের জন্য কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করেছে, যা সফলভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, এসইআইপি কর্তৃক প্রণীত কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ডসমূহের মধ্যে ১০৮টি স্ট্যান্ডার্ড এনএসডিএর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৯০টি ইতোমধ্যে এনএসডিএর দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন একটি দীর্ঘ ও বিস্তৃত প্রক্রিয়া, যেখানে একটি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ডের খসড়া প্রণয়নে যথেষ্ট সময় ও দক্ষতার সমন্বয় প্রয়োজন। এসইআইপি প্রকল্প তার অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানে এই কর্মযজ্ঞটি তার নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে।

SEIP প্রকল্প কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিয়োগকর্তাদের প্রতিনিধি, পেশাভিত্তিক বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের হতে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত সনদপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি এবং SDCMU-এর বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করেছে। এ পর্যন্ত মোট ১৫৮টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত করা হয়েছে, যা SEIP এর আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) কর্তৃক প্রায় ১০০টি দক্ষতা মানদণ্ড অনুমোদন করেছে যা এখন জাতীয় পর্যায়ে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠেছে।

SEIP প্রকল্পের সনদায়ন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিশীলতা

বাংলাদেশের প্রতিবছর প্রায় ২২ লক্ষ কর্মী কর্মসংস্থানের জন্য এবার যুক্ত বিপুলসংখ্যক কর্মীকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে পারলেই দেশে আর বিদেশে কর্মসংস্থান করে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ বাংলাদেশী কর্মী পৃথিবীর ১৭৪ টি দেশে কর্মরত আছে কিন্তু মাত্র ৭টি দেশে ১২% কর্মী কাজ করছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানে দক্ষকর্মীর হার মাত্র ১৬% এবং আধাদক্ষ কর্মী ৪৩%। দক্ষতা প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সনদায়ন ব্যক্তির বিশ্বব্যাপী নিয়োগযোগ্যতা বাড়ায় এবং মানসম্মত প্রশিক্ষণের মান নিশ্চিত করে। স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) এর লক্ষ্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ব্যক্তিদের সনদায়ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। SEIP এর আন্তর্জাতিক সনদায়ন বাংলাদেশের বিদেশগামী মানুষের দক্ষতা উন্নয়নে এবং রেমিট্যান্স প্রবাহে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক রেমিটেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশি প্রবাসীরাই এই রেমিট্যান্সের প্রধান উৎস। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিলো ২১০৩১.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে বিদেশে কর্মরত বেশিরভাগ বাংলাদেশিই অদক্ষ বা অর্ধদক্ষ, যারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় খুবই কম রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের হার বাড়ানোর জন্য অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই।

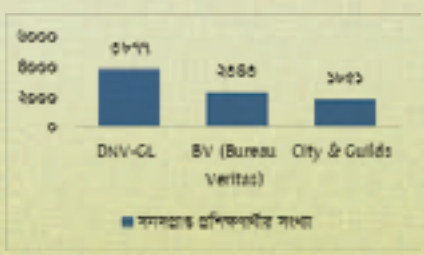


উৎস: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,বাংলাদেশ ব্যাংক। *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

লেখচিত্রঃ জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিটেন্স প্রবাহের গতিধারা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কতৃক বাস্তবায়নাধীন স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্প যা বিভিন্ন পেশায় কর্মমুখী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশী নাগরিকদের আন্তর্জাতিক সনদায়নের অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। বর্ধিত এবং উন্নত কর্মসংস্থান অর্জনের লক্ষ্যে সেইপ সহায়তায় পরিচালিত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের আন্তর্জাতিক সনদায়নের জন্য ব্যুরো অফ ম্যানপাওয়ার এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং (বিএমইটি) এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড শিপবিল্ডিং ইন বাংলাদেশ (AEOSIB) এর বিভিন্ন কোর্স এর এসেসমেন্ট ও সার্টিফিকেশনের লক্ষ্যে ১) সিটি এবং গিল্ডস, ২) ডিএনভি-জিএস এবং ব্যুরো ভেরিটাস এর সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর করে। এর ফলে City & Guilds, DNV-GL এবং BV (Bureau Veritas)-এর আওতায় দেশের সীমানা পেরিয়ে উন্নত বিশ্ব যেমনঃ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি দেশের সনদায়ন প্রাপ্ত হয়ে তারা বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় নিযুক্ত হচ্ছে ও প্রভূত আয়ের মুখ দেখছে এবং পাশাপাশি বহির্বিশ্বেও উচ্চ বেতনে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধি বিকাশের জন্য বিদ্যমান কর্মশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি লাভজনক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে চাকুরীর বাজারের চাহিদামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

বিভিন্ন পেশার প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক সনদায়নের ব্যবস্থা করা SEIP প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এই সনদায়নের ফলে এ ধরনের সনদধারী প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বিস্তৃত হয়েছে। SEIP প্রকল্পের আওতায় শিপ বিল্ডিং (AEOSIB) কর্তৃক বাস্তবায়িত ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন করার লক্ষ্যে DNV-GL এবং BV (Bureau Veritas) কে নিযুক্ত করা হয়েছে। এটি ছাড়াও SEIP প্রকল্প তার গতানুগতিক সনদায়ন এর পাশাপাশি অনেকগুলো অকুপেশনে আন্তর্জাতিক সনদায়নের ব্যবস্থা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, SEIP-এর ওয়েল্ডিং কোর্সে City & Guilds, DNV-GL এবং BV (Bureau Veritas)-এর মতো আন্তর্জাতিক সনদায়ন অন্তর্ভুক্ত করায় প্রোগ্রামের সম্ভাবনা এবং অগ্রগতির উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এই সার্টিফিকেটগুলি প্রশিক্ষণার্থীদের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি প্রদান করে, আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করে, কর্মক্ষেত্রে অধিক সুবিধা প্রদান করে এবং বিভিন্ন বিশ্বমানের শিল্পে তদের নিয়োগযোগ্যতা বাড়ায়। আন্তর্জাতিক সনদায়ন প্রশিক্ষণার্থীদের যেমনি বিদেশে কাজের সুযোগ উন্মুক্ত করে, তেমনি নিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। আন্তর্জাতিক সনদায়ন স্থানীয় এবং বিশ্বব্যাপী উভয় শিল্পে ওয়েল্ডিং কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাফল্যে অবদান রাখছে। SEIP প্রকল্পের সহযোগিতায় ৩,৮৭৭ DNV-GL, ২,৩৪৩ জন BV (Bureau Veritas) এবং ১৮৫১ জন City & Guilds-নামক আন্তর্জাতিক সনদায়ন অর্জন করেছে। SEIP প্রকল্পে আন্তর্জাতিক চাকরি প্রদানের আশ্বাস না থাকলেও DNV-GL ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেট এর কারণে শুধুমাত্র শিপ বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশন (AEOSIB) থেকে ১৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী ওয়েল্ডিং বিষয়ে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিভিন্ন দেশে কাজ করছে।



City & Guilds:

সিটি অ্যান্ড গিল্ডস, একটি রয়্যাল চার্টার্ড ইনস্টিটিউট ও নিবন্ধিত দাতব্য সংস্থা যা ১৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যক্তি, সংস্থা এবং অর্থনীতির ক্ষমতায়ন করে আসছে। এটি এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশন পরিষেবা প্রদান করে এবং ভবিষ্যতের চাকরির সুযোগের জন্য কাজ করে। এটি ১৮৭৮ সালে ইউনাইটেড কিংডমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারপর থেকে এটি বিশ্বব্যাপী তার কার্যক্রম প্রসারিত করছে। City & Guilds সার্টিফিকেশন বিশ্বব্যাপী নিয়োগকর্তাদের দ্বারা স্বীকৃত। এই সনদায়ন ক্যারিয়ারের সম্ভাবনাকে উন্নত করে, কাজের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। SEIP প্রকল্পের আওতায় ডিপ্লোমা ডিগ্রী প্রদানকারী বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন ও প্রত্যয়নের লক্ষ্যে UK ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ City & Guilds কে নিযুক্ত করা হয়েছে, যার রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দক্ষ কর্মশক্তি গঠনের সুদীর্ঘ ইতিহাস। উল্লেখ্য, SEIP এর মাধ্যমে BMET কর্তৃক বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের আন্তর্জাতিক সনদায়ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেড এর উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেমনঃ

১. ব্রিক লেয়িং
২. ওয়েব ডিজাইন
৩. ওয়েল্ডিং
৪. স্ক্যাফোল্ডিং
৫. প্লাম্বিং
৬. ডিপ্লোমা ইন হাউস কিপিং সার্ভিস-লেভেল ২
৭. ডিপ্লোমা ইন ফুড প্রিপারেশন অ্যান্ড কুলিনারি আর্টস-লেভেল ২
৮. ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-লেভেল ২

BV (Bureau Veritas):

ব্যুরো ভেরিটাস একটি ফরাসি কোম্পানি যা ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং পরীক্ষা, পরিদর্শন এবং সনদায়ন প্রদানে বিশেষীকৃত। ব্যুরো ভেরিটাস ১৪০ টি দেশে ১৫০০ টিরও বেশি অফিস এবং ল্যাবরেটরি এবং ৮২০০০ কর্মচারীর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নির্মাণ অবকাঠামো, কৃষি-খাদ্য পণ্য, সামুদ্রিক সম্পদ, তেল, গ্যাস, শক্তি, ইউটিলিটি, মহাকাশ, ভোক্তা পণ্য এবং আরও অনেক শিল্পে কাজ করে। উল্লেখ্য, SEIP, BV (Bureau Veritas) এর মাধ্যমে ওয়েল্ডিং ট্রেড এর উপর আন্তর্জাতিক সনদায়ন করে থাকে।

DNV-GL:

DNV-GL নরওয়ে-ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থা যা প্রযুক্তিগত নিশ্চয়তা এবং সনদায়ন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করে থাকে। এটি ২০১৩ সালে সামুদ্রিক, তেল, গ্যাস এবং শক্তি সেক্টরে দুটি বিশিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল। এছাড়াও এটি একটি নেতৃস্থানীয় সার্টিফিকেশন সংস্থা যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, শক্তি, সামুদ্রিক সম্পদ এবং স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন শিল্পে নিরাপত্তার উন্নতির জন্য ডিজিটাল সমাধান প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য, SEIP, DNV-GL এর মাধ্যমে ওয়েল্ডিং ট্রেড এর উপর আন্তর্জাতিক সনদায়ন প্রদান করে থাকে।

আন্তর্জাতিক সনদায়ন ব্যক্তির দক্ষতা এবং যোগ্যতা বাড়াতে সহযোগিতা করে। এটি তাকে বিশ্বব্যাপী চাকরির বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে। এর ফলে, তার বিদেশে উচ্চ বেতনের চাকরি খোঁজার সম্ভাবনা বাড়ে, একই সাথে বাংলাদেশে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। SEIP প্রকল্পের শিপ বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশন (AEOSIB) হতে DNV-GL সনদপ্রাপ্ত ১৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী ওয়েল্ডিং বিষয়ে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিভিন্ন দেশে কাজ করছে।

আন্তর্জাতিক সনদায়ন বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য নতুন পথ খুলে দিচ্ছে। কিছু দেশ বা নিয়োগকর্তাদের নির্দিষ্ট যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে SEIP প্রকল্পের DNV-GL, BV (Bureau Veritas) এবং City & Guilds এর সার্টিফিকেশনগুলো সেই কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে এবং পরবর্তীকালে রেমিট্যান্স প্রবাহে অবদান রাখছে। SEIP প্রকল্পের আন্তর্জাতিক সনদায়ন উচ্চতর দক্ষতার সূচক হিসেবে কাজ করে। প্রশিক্ষনার্থীদেরকে চাকরির বাজারে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এই সকল আন্তর্জাতিক সনদপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মী বিদেশে উচ্চ বেতনের চাকরির সুযোগ লাভ করে আসছে। SEIP কতৃক আন্তর্জাতিক সনদায়ন দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখছে। এর ফলে বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তির বর্ধিত উপার্জন তার সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন করে এবং একই সাথে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থারও উন্নতি সাধন করে থাকে।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে SEIP

SEIP প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং বাজারমুখী চাহিদার আলোকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে দেশে দক্ষতার ক্ষেত্রে "eco-system & delivery mechanism" সমৃদ্ধকরণ। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' হিসেবে রুপান্তরিত করে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে কারিগরী দক্ষতাসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে উচ্চ মানসম্পন্ন ও অধিকতর টেকসই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরী। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে মানব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বেশকিছু প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণসহ অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি স্থাপন করছে এবং প্রশিক্ষকদের মান উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে ভবিষ্যতে স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি মজবুত হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণে আশাব্যঞ্জক সাফল্য অর্জিত হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি বিকাশে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে উন্নত প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম প্রদান ও প্রশিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। এ সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সক্ষমতা অর্জন একান্ত গুরুত্বর্পূণ। এ চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করার জন্য প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পূর্ত নির্মাণ এবং উন্নত যন্ত্রপাতি সংযোজনের জন্য SEIP প্রকল্প থেকে বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল উদ্যোগ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মানে প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম ও উপযোগী করে তুলবে। প্রশিক্ষকদের দেশে ও বিদেশে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট ট্রেডসমূহে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা জোরদার করা হচ্ছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ প্রশিক্ষকদের মান উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দেশীয় কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অধিকহারে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ লাভ করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ও বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ সমৃদ্ধ হবে। এরকম সুনির্দিষ্ট কর্মসংস্থানে উপস্থাপনের অভিলক্ষ্য নিয়ে যুব সম্প্রদায়ের বিশেষায়িত পেশাভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে SEIP প্রকল্প ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে।

ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের দক্ষতা অবকাঠামো বিনির্মাণে SEIP প্রকল্প অনন্য অবদান রেখে চলছে। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪'র আওতায় অর্থ বিভাগের অধীনে ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে National Human Resource Development Fund(NHRDF) বা মানব সম্পদ তহবিল। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে দক্ষতা প্রদানকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন করার উদ্দেশ্যে NHRDF-কে সর্বাত্নক সহায়তা প্রদানের জন্য SEIP প্রকল্পের সাথে NHRDF এর এক সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়। এই স্মারক অনুসারে NHRDF-কে সফল করে তোলার জন্য SEIP প্রকল্প এই সহায়তা প্রদান করে চলছে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের সমন্বয়কারী কর্তৃপক্ষ হবে National Skills Development Authority (NSDA)। এই প্রতিষ্ঠানকেও SEIP প্রকল্প থেকে সবধরনের লজিষ্টক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

SEIP প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-৩ এ সামগ্রিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার কথা বলা আছে। সারাদেশের স্কিল ডেভলেপমেন্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের স্থায়ীরুপ দেয়ার নিমিত্ত এবং স্থানীয় ও আন্তজাতিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকান্ড হাতে নিয়েছে। এগুলো হচ্ছে-বিটাকের ১১-তলা বিশিষ্ট আধুনিক ভবন, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো(বিএমইটি) এর ০৩টি (ঢাকা, খুলনা, সিলেট) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কনষ্ট্রাকশন ইন্ডাষ্ট্রি (BACI)এর আধুনিক স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমাস এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই) এর নারী উদ্যোক্তা দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র।

শিল্পখাতকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর এবং নিরবচ্ছিন্ন শিল্পোৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামত করাই বিটাক এর মূল কাজ। ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে উন্নতর প্রযুক্তিতে কারিগরি জনবল তৈরিতে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।

সেন্টার অব এক্সিলেন্স হতে যাচ্ছে বিটাক

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্যে, বিটাক ঢাকা কেন্দ্রকে SEIP প্রকল্পের সহায়তায় আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকাট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য একটি আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

বিটাক আধুনিকায়নে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রোটোটাইপ পণ্য বিকাশ এবং এ শিল্পে গবেষণা, উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এছাড়া নতুন ভবনে একটি সহযোগিতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছে। উক্ত কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠনের সাথে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সংগঠনের সাথে মত বিনিময়, সহায়তা এবং নিত্য নতুন ধারণার গবেষণা ও উন্নয়নমূখী কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। ভবনটি নির্মিত হলে একসঙ্গে ৫০০ প্রশিক্ষণার্থী উচ্চতর কারিগরী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে। বিটাকের ১১-তলা ভবন নিমার্ণের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্তি হওয়ার পর বিটাক ভবনের জন্য SEIP প্রকল্প ক্রয় করছে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি।

মানব দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদান করার পাশাপাশি উন্নত মানের প্রশিক্ষণ ভবনসহ আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ থাকাটাও জরুরী। SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি বিটাক প্রশিক্ষণ ভবনের মত উন্নত মানের কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করছে। বর্ণিত প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণের সাথে সাথে আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণসহ প্রশিক্ষকদের বিদেশ থেকে উন্নত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

বিটাকের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ ও সরঞ্জাম যেমন- কম্পিউটারাইজড নিউমেরাটিক কন্ট্রোল মেশিন(সিএনসি), মেকাট্রনিক্স- রোবোটিক্স, ড্রোন তৈরী ও ইলেক্ট্রিক্যাল টেকনোলজি ট্রেইনার ইত্যাদি স্থাপন করা হচ্ছে। বিটাকে নতুন প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণের জন্য ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে এবং প্রশিক্ষণ উপকরণের জন্য আরো ৭০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এছাড়া প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এডিবি এর আর্থিক সহায়তায় দক্ষিণ কোরিয়ার KOREATECH-এ দেড়মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩০জন প্রকৌশলীকে "Capacity Building of the TVET Trainers of BITAC" প্রোগ্রামের আওতায় আধুনিক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হালকা প্রকৌশল খাতে প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ কর্মী তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে দক্ষতার ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। SEIP প্রকল্পের আওতায় BIDS- এর গবেষণায় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংকে সম্ভবনাময় উদীয়মান খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।এখাতে বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়ে থাকে। অথচ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে যথেষ্ট দক্ষ লোকের অভাব রয়েছে এবং প্রশিক্ষণ অবকাঠামোর অভাবে সার্বিক দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি পিছিয়ে যাচ্ছে। SEIP এর সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিটাক, ঢাকা কেন্দ্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ন সেন্টার অব একক্সিলেন্স (Center of excellence) হিসেবে পরিণত হতে চলছে।



নির্মাণাধীন বিটাক আধুনিক প্রশিক্ষণ ভবন

তিনটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (BMET) আওতাধীন টিটিসিগুলোকে শক্তিশালীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং সামগ্রিকভাবে তাদের দক্ষতা কর্মসূচির উন্নয়নের লক্ষ্যে ০৬ নভেম্বর ২০১৭ সালে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় টিটিসিগুলোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরনের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ঢাকা, খুলনা ও সিলেট টিটিসিকে নির্বাচন করা হয় এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা যাচাই করা হয়। সক্ষমতা যাচাই শেষে দেখা যায় উক্ত টিটিসির ভবনসমূহ ১৯৬০ সালের সময় নির্মিত হওয়ায় পুরনো ও আবহাওয়াজনিত কারণে জরাজীর্ণ হয়ে কাঠামোগতভাবে অনেক দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছিলো। তাই পুরাতন ভবনগুলোর কাঠামোগত সংস্কার করা হচ্ছে এবং অধিকতর দুর্বল ভবনগুলো ভেংগে নতুন আধুনিক ভবন তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় এবং বিদেশী বাজারে দক্ষ কারিগরী কর্মীর চাহিদা পূরণে উক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে। আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে উন্নতমানের দক্ষতা অর্জন করবেন এবং বিদেশে উচ্চ বেতনে চাকুরীর সুযোগ পাবেন। ফলে দেশের অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে এবং বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পথে একধাপ এগিয়ে যাবে।

বিএমইটি'র আওতায় নির্মাণাধীন তিনটি টিটিসি হল (ক) বাংলাদেশ-জার্মান টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা (খ) সিলেট টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এবং (গ) খুলনা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার ভবন ঝুঁকিপূর্ণ এবং ভবিষ্যৎ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কারণে এই তিনটি ভবন পুন:নির্মাণের আওতায় বাছাই করা হয়। কিন্তু ভবনগুলোর নির্মাণ সাইট clean (খালি) ছিল না। ফলে পুরাতন ভবন সংস্কার, লবণাক্ততা দূরীকরণ, বৃক্ষ অপসারণসহ বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া ছিল। বিশেষত সংস্কার কাজের ব্যঘাত সৃষ্টির আশংকায় বিদ্যমান জনবল একাজে সামগ্রিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের নিয়ে প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক সাইটে ধারাবাহিক সভা করে সংস্কার ও নির্মাণ কাজের পক্ষে মতামত তৈরি করা হয়, প্রতিমাসে প্রকল্প কার্যালয়ে সভা করা হয় এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করা হয়।

নির্মাণকাজ চলাকালীন শ্রমিকসহ সকলের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং নিরাপত্তা সামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশের সুরক্ষা বিধি এবং Asian Development Bank (ADB) guidline অনুযায়ী নির্মাণ কাজের সময় পরিবেশ ও মানুষের সুরক্ষায় ল্যাবরেটরী পরীক্ষার মাধ্যমে বায়ু, পানি ও শব্দের মান নিশ্চিত করা হয়।



নির্মাণ সাইটে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বদলে যাচ্ছে বিজিটিটিসির অবয়ব:

বিজিটিটিসি'র প্রশিক্ষণ ভবন যখন ভবন সক্ষমতাহীনতায় ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রশিক্ষণ অনুপযোগী হয়ে উঠেছে তখনই সেইপ প্রকল্প পাশে দাঁড়িয়েছে। বিজিটিটিসি প্রশিক্ষণ অনুপযোগী হয়ে পড়লে অটোমোটিভ, প্লাম্বিং, ওয়েল্ডিং এবং সিভিল ওয়ার্কশপের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার কাজ এবং ১,৮০০ বর্গমিটার (১৫ কাঠা) আয়তনের একটি নতুন দুই তলা ভবন নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানে নির্মাণ খাতে ব্যয় করা হচ্ছে ২৪ কোটি টাকা। ৮টি ট্রেডে ৩০কোটি টাকার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন- কম্পিউটারাইজড নিউমেরাটিক কন্ট্রোল মেশিন(সিএনসি), আইটি যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, প্লাম্বিং, রেফ্রিজারেশন ও ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামতসহ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হচ্ছে। ভবনটি নির্মিত হলে একসঙ্গে ৫০০ প্রশিক্ষণার্থী (সিএনসি), আইটি যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, প্লাম্বিং, রেফ্রিজারেশন ও ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামত বিষয়ে উচ্চতর কারিগরি প্রশিক্ষন গ্রহন করতে পারবে এবং সাথে সাথে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। Korea International Cooperation Agency (KOICA) উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি স্থাপন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কারিগরী বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান করছে।



বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসি তে নির্মাণাধীন আধুনিক প্রশিক্ষণ ভবন

নতুন অবয়ব নিয়ে আসছে খুলনা টিটিসি:

সিলেট টিটিসির নতুন কোর্সসমূহের(কুকিং ও গ্রাফিক্স ডিজাইন) জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ভবনের ওয়ার্কশপগুলো মানসম্মত না হওয়ায় SEIP প্রকল্পের আওতায় ৪টি ওয়ার্কশপ সংস্কার এবং মোট ৯০০ বর্গমিটার (০৭ কাঠা) মাপের একটি নতুন তিন তলা প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। সিলেট টিটিসির নির্মাণ খাতে ব্যয় করা হচ্ছে ১৬ কোটি টাকা এবং ৬টি ট্রেডে- কুকিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, আইটি যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, প্লাম্বিং, রেফ্রিজারেশন ও ইলেক্ট্রিক্যাল মেরামতসহ মোট ১৫ কোটি টাকার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি ক্রয় করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। বর্তমানে নির্মাণ কাজের শতকরা ১৫ ভাগ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারনে অগ্রগতি সন্তোষজনক হয় নাই। উপরন্তু উক্ত ঠিকাদারের Advance Bank গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং এছাড়াও চুক্তি ভঙ্গ করার দায়ে বিধিমতে অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উক্ত নির্মাণ কাজের চুক্তি গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালে শেষ হয়েছে এবং চুক্তির সময়সীমার মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে নতুন ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সম্ভব না হওয়ায় অসমাপ্ত কাজ এসইআইপি প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়-২ (SICIP) এর আওতায় সম্পাদন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ভবনটি নির্মিত হলে একসঙ্গে ১০০ প্রশিক্ষণার্থী কুকিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, আইটি যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, প্লাম্বিং রেফ্রিজারেশন ও ইলেক্ট্রিক্যাল বিষয়ে কারিগরী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে এবং সাথে সাথে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।



নির্মাণাধীন সিলেট টিটিসি এর আধুনিক প্রশিক্ষণ ভবন

প্রশিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নে SEIP প্রকল্পের সাফল্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনশীলতার কারণে শ্রম বাজারে চাহিদার পরিবর্তন হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী আগামী দিনের পরিবর্তনশীল বিশ্বে টিকে থাকতে হলে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষ জনবল তৈরির কোন বিকল্প নাই। দক্ষ জনবল তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষককেও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিশ্ব ব্যাপী যে পরিবর্তন ঘটছে, 'স্কিলস্ ও Pedagogy এর ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন চলমান আছে সেগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাত্ত্বিকভাবে বলা যায় যে, Behaviorism/Cognitivism & Constructivism এই তিনটি বিষয়কে একই সূত্রে গেথে শিক্ষার্থীদেরকে শিখন শেখানো কার্যক্রমে তা প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাই TVET Sector এর মূল উদ্দেশ্য। এই তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যকে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষকদের নতুন নতুন উদ্ভাবনের সাথে পরিচিত হওয়া জরুরি।

কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে Total Skills ecosystem'র মানোন্নয়ন শিক্ষার্থীদের জীবনধর্মী শিক্ষা প্রদান, পরিবর্তনশীল পরিবেশে সেই শিক্ষাকে উপযোগীকরণ/নতুন ধারণা সৃষ্টি এবং নতুন নতুন ধারণা/সমস্যাকে কাজে লাগিয়ে আবার নতুন কিছুর উদ্ভাবন করার একটি প্ল্যাটফর্ম হলো প্রশিক্ষণ।

২০১৪ সালে SEIP প্রকল্প যাত্রা শুরু করে এবং প্রকল্পের ৮টি Objective এর একটি ছিল প্রশিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়ন। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য SEIP প্রকল্প থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ToT (Training of Trainers) প্রশিক্ষণ অন্যতম। শ্রম বাজারে বিদ্যমান বিভিন্ন চাহিদাভিত্তিক ট্রেড/অকুপেশন-এ কর্মরত প্রশিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। SEIP প্রকল্পের সাথে ৫৪০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত। সরকারি ৯৫টি টিটিসি, ৩৬টি টিএসসিসহ বিভিন্ন প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন এ কর্মরত ব্যবস্থাপক ও প্রশিক্ষক সম্পৃক্ত আছেন। শ্রম বাজারের চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত মোট ৬,৪০০ জন প্রশিক্ষককে বিভিন্ন ট্রেডে/অকুপেশন ভিত্তিক ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষকের সংখ্যা ১,০২০ জন। শিল্প কারখানায়/কর্মস্থলে Occupational Health & Safety (OHS) বিষয়ে ৯৮০ জন প্রশিক্ষককে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষকের সংখ্যা ১৩৬ জন। বাংলাদেশের TVET শিক্ষাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি চালিকা শক্তি এবং প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে TVET প্রশিক্ষকদের বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণ যেমন-CBT & A Level-4 এবং Level-5 প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৬০০ জন প্রশিক্ষক এবং ১২০ জন অ্যাসেসরকে CBT & A Level-4 প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

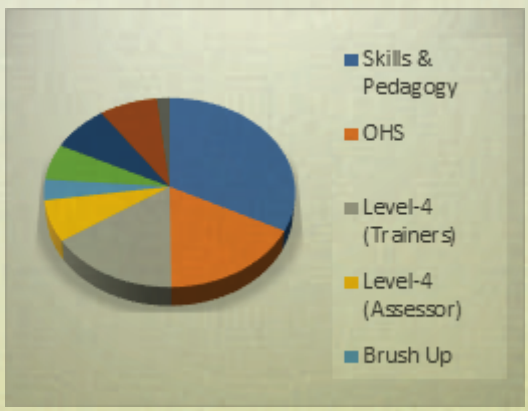
BITAC কে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিটাক এর ৩০ জন প্রকৌশলী (প্রশিক্ষক) কে ০৬ (ছয়) সপ্তাহ ব্যাপী KOREA TECH (Korean University of Technology & Education)-এ বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের TVET প্রশিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে দেশের পাশাপাশি বিদেশেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যেমন-সিংগাপুরের Nanyang Polytechnic Institute এবং ITEES এ ৩৭৬ জন প্রশিক্ষককে বিভিন্ন অকুপেশন যেমন-Application Development on web, Applied Civil Construction, UI Design সহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় কার্যকর বিভিন্ন অকুপেশনে ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষকের সংখ্যা ৫৪ জন।

পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরত এবং SEIP প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত Globalization এর কারণে বিশ্ব ব্যপী TVET Sector এ যে পরিবর্তন/সুবিধা/প্রতিবন্ধকতাগুলো রয়েছে সেগুলো সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে সে অনুযায়ী প্রস্তুত করার জন্য প্রশিক্ষককে বিভিন্ন ধরণের Innovative প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হয়। সেই Innovative প্রচেষ্টাগুলোকে TVET Sector এ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন খুবই জরুরী।



প্রশিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সেক্টর ভিত্তিক বিভিন্ন অকুপেশনে ২০২ জন প্রশিক্ষককে Master Trainer হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। তাদের পেশাগত দক্ষতাকে আরো উন্নয়নের লক্ষ্যে Brush Up Training প্রদান করা হয়েছে। এই ২০২ জন Master Trainer এর মাধ্যমে SEIP প্রকল্পের একটি Resource Pool গঠন করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত Master Trainer গণকে Brush Up প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও দক্ষ করে তোলা হয়েছে। তারা বিভিন্ন অকুপেশনে সম্পৃক্ত ৪৫০ জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। ফলে Peer Group-Teaching Learning-এ ধারণাকে কাজে লাগিয়ে SEIP প্রকল্প এক বিশাল Resource Pool গড়ে তোলা হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত মোট ১২৫ জন ব্যবস্থাপক/তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তাকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। SEIP প্রকল্প শুধু প্রশিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি TVET সেক্টরে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে আগামী দিনের দক্ষ TVET Leader হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোট ১০০ জন ব্যবস্থাপককে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাদেরকে TVET প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, বিশ্বের চলমান TVET শিক্ষা, সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে দুই সপ্তাহ ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে অর্জনসমূহের মধ্যে CBT&A Level-5 প্রশিক্ষণ অন্যতম। পৃথিবীর দক্ষতার মানচিত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরির সঙ্গে সম্পৃক্ত দেশগুলোতে CBT&A Level-5 এর সংখ্যা অনেক বেশী হলেও বাংলাদেশে এ সংখ্যা খুবই কম। SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে এই প্রথম কোন প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১০০ জন প্রশিক্ষককে CBT&A Level-5 প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৫০ জন প্রশিক্ষক এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ চলমান আছে। NSDA এর মাধ্যমে Assessment ও সনদ প্রদান করা হচ্ছে। CBT & A Level-5 এর প্রশিক্ষণটি আন্তর্জাতিক মানের হওয়ায় এবং এতে প্রশিক্ষককে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে নতুন নতুন Innovative Idea প্রয়োগ করে শ্রেণীকক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয় বিধায় প্রশিক্ষকদের আন্তর্জাতিক বিশ্বের TVET Sector এর চলমান জ্ঞান ও ইংরেজিতে ও IT এ দক্ষতা খুবই জরুরী। কিন্তু আমাদের প্রশিক্ষকগণ ইংরেজি/তথ্য প্রযুক্তিতে দুর্বলতা থাকায় এবং TVET Sector এর চলমান পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা কম থাকায় কৃতকার্যতার হার কম। এক্ষেত্রে আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণে প্রশিক্ষকদের ইংরেজি ও তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ জুলাই 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২৩' পালন করা হয়েছে। এ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'Skilling Teachers, Trainers and Youth for a Transformative Future'. দিবসটি উদযাপনের জন্য SEIP প্রকল্পের উদ্যোগে ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে অর্থ সচিব, অর্থ বিভাগ, Chairman NSDA সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর কর্মকর্তা এবং TVET Sector এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে নিয়ে একটি দিনব্যপী ওয়ার্কশপ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়। SEIP প্রকল্প থেকে ঢাকায় কর্মশালা আয়োজনের পাশাপাশি SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে ও উদ্যোগে সারাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে যেমন- BMET ও DTE এর আওতাধীন TTC/IMT/TSC এবং BRTC ও BITAC এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২৩' পালন করা হয়। দিবসটি যথাযথভাবে উদযাপন এবং TVET শিক্ষাকে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত অংশগ্রহণ, আলোচনা সভা, শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষক নির্বাচনসহ ব্যতিক্রমধর্মী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। TVET প্রশিক্ষকদের জন্য করণীয় বিষয়ে পৃথকভাবে পেপার উপস্থাপনার ব্যবস্থাও করা হয়।

এক নজরে প্রশিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়নে SEIP প্রকল্পের অর্জন:

- SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মোট ৯০০০ জন প্রশিক্ষক সম্পৃক্ত আছেন।
- সম্পৃক্ত প্রশিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রম বাজারের চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত মোট ৬,৪০০ জন প্রশিক্ষককে অকুপেশন ভিত্তিক ToT প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মহিলা প্রশিক্ষকের সংখ্যা ১,০২০ জন।
- Occupational Health & Safety (OHS) বিষয়ে ৯৮০ জন প্রশিক্ষককে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ১৩৬ জন এবং মহিলা প্রশিক্ষকের সংখ্যা ১৩৬ জন।
- প্রশিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সম্পৃক্ত ১৮৯৫ জন প্রশিক্ষক ও ৯১৫ জন এ্যাসেসরকে CBT&A Level-4 প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- বাংলাদেশে CBT&A Level-5 সম্পন্নকারী প্রশিক্ষকের অপ্রতুলতা থাকায় SEIP প্রকল্প থেকে ১০০ জন প্রশিক্ষককে CBT&A Level-5 প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- BITAC কে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষকদেরকে KOREA TECH (Korean University of Technology & Education), এ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য সিংগাপুরের Nanyang Polytechnic এবং ITEES এ ৩৭৬ জন প্রশিক্ষককে বিভিন্ন অকুপেশনে ToT প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মহিলা প্রশিক্ষকের সংখ্যা ৫৪ জন।
- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ২০২ জন প্রশিক্ষককে Master Trainer হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং তাদেরকে অকুপেশন ভিত্তিক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- মোট ৪৫০ জন প্রশিক্ষককে নির্বাচিত Master Trainer দ্বারা অকুপেশন ভিত্তিক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত মোট ১২৫ জন ব্যবস্থাপক/তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তাকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মোট ১০০ জন TVET ম্যানেজার /ব্যবস্থাপকের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন।
- SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে বিআরটিসি'র মাধ্যমে ১৪১০ জন ড্রাইভিং প্রশিক্ষককে নিবিড় প্রশিক্ষকের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছে যা নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত ও মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের গুনগত মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একসাথে এতজন ড্রাইভিং প্রশিক্ষক গড়ে তোলা ইতোপূর্বে সম্ভব হয় নাই।





বিভিন্ন শিল্পখাতের সাথে SEIP প্রকল্পের





ঐকতান

SEIP | যৌথ যাত্রা

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ও অভিবাসী কর্মীদের অধিকতর কল্যাণ ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি দপ্তর হিসেবে BMET বিশ্ব শ্রম বাজারে বিদ্যমান চাহিদার ভিত্তিতে যথাযথ দক্ষতার ভিত্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ও বিদেশগামী জনশক্তিকে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো প্রতি বছর ১২ লক্ষ বিদেশগামী কর্মীর ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে যার অধিকাংশই অদক্ষ কর্মী। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মূল ম্যান্ডেট বৈদেশিক কর্মসংস্থান হলেও SEIP তার প্রশিক্ষণের আওতায় দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজার নিয়ে যুগপৎ কাজ করছে। বিদেশে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের দক্ষ কর্মীর চাহিদা পুরণে বর্তমানে দেশের বিপুল সংখ্যক অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে BMET এর আওতাধীন ৯৫টি টিটিসি ও IMT এর মাধ্যমে স্থানীয় ও বিশ্ব বাজারে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানীর লক্ষ্যে প্রায় ১৯ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে ২০১৫ সালে বিএমইটি এর মাধ্যমে মাত্র কয়েকটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ শুরুহলেও বর্তমানের বাজারে বিদ্যমান চাহিদার ভিত্তিতে প্রায় ১৯ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণসহ বিশেষায়িত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।



SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে ২০১৫-২০২৩ সময়ে প্রায় ১৯ টি ট্রেডে BMET এর আওতাধীন ৯৫ টি টিটিসি/আইএমটি এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো হলো- Motor Driving with Basic Maintenance Course, Market Responsive Inclusive Skills Courses, Hotel Management Program, City & Guilds Certified Training Program, Heavy Equipment Operation Program ইত্যাদি। সর্বমোট ১,৭৬,২৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে ৭০% প্রশিক্ষণার্থীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩১ শতাংশ নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণের সকল ব্যয় SEIP প্রকল্প থেকে বহন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে যাতায়াত ভাতাসহ অন্যান্য অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। শুধু প্রশিক্ষণ প্রদান নয়, প্রশিক্ষণের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে SEIP প্রকল্প থেকে সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন টিটিসি-এ ৭১ টি প্রশিক্ষণ কার, ৩টি সেডান কার ও ৯টি সিমুলেটর সরবরাহ করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কার এবং সিমুলেটর এর মাধ্যমে দক্ষ চালক তৈরি করা হচ্ছে যারা দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। সকল টিটিসি এ প্রশিক্ষণের গুনগতমান নিশ্চিত করার জন্য SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

দেশের সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দেশে-বিদেশে দক্ষ ড্রাইভারের চাহিদা পুরণে SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন বিভিন্ন টিটিসি-এ Motor Driving with Basic Maintenance Course এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ পর্যন্ত ৩৯,২৪৩ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বিনামূল্যে প্রশিক্ষণসহ BRTA থেকে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া দুবাইস্থ দুবাই ট্যাক্সি কর্পোরেশনসহ সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশে প্রায় ১,০০০ প্রশিক্ষণার্থী ড্রাইভিং পেশায় চাকরি গ্রহণ করেছে। দেশের সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে এবং বিদেশে দক্ষ ড্রাইভারের চাহিদা পুরণে Motor Driving with Basic Maintenance Course উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

দেশে ও বিদেশে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি খাতে বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনবলের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। উক্ত চাহিদা পুরণে বর্তমানে বিএমইটির অধীন ১৭টি টিটিসিতে Hotel Management Program এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ১৬৫৯ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রোগ্রাম এর আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং তন্মধ্যে ৩৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী উচ্চ বেতনে দেশে ও বিদেশে তারকা মানের হোটেলে চাকুরি করছে। আন্তর্জাতিক সনদায়ন প্রতিষ্ঠান City & Guilds Program এর আওতায় বিএমইটির অধীন ৪টি টিটিসিতে ৩টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ৩টি কোর্সের মধ্যে সিলেট টিটিসিতে চলমান Food Preparation & Culinary Arts কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা লন্ডন, ডেনমার্কসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উচ্চ বেতনে চাকুরী করছে। SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে বিএমিইটির অধীন ৩টি টিটিসিতে (নীলফামারি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও বগুড়া) দেশে সর্বপ্রথম Heavy Equipment Operation Program এর আওতায় Road Roller, Forklift ও Crane পরিচালনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১০৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রশিক্ষণের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং তন্মধ্যে ৪৯৫ জন প্রশিক্ষণার্থী দেশে-বিদেশে চাকুরি করছে।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর Capacity Development/সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য BMET এর আওতাধীন ৯৫ টি টিটিসি/আইএমটি-কে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৬ হাজার প্রশিক্ষককে বিশেষ ধরনের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদেশে সিঙ্গাপুরেও প্রশিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে/হচ্ছে এবং দেশে ফিরে তারা শ্রেণিকক্ষে/ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রশিক্ষক ছাড়াও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএমইটি এর আওতাধীন ০৩ টি টিটিসি এ নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে এবং এ সকল টিটিসি এ আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শীঘ্রই Equipment সরবরাহ করা হবে।

SEIP প্রকল্প কর্তৃক Model TTC (Model Public Training Institute) নির্বাচন BMET এর আওতাধীন টিটিসিগুলোকে অনন্য মাত্রায় আসীন করেছে। ২০২২ সালের ১৭ মার্চ ADB এর President বিকে-টিটিসি, ঢাকা পরিদর্শনকালে SEIP-BMET'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গভীরভাবে প্রকাশ করেন। SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে ও সার্বিক সহযোগিতায় বিকে-টিটিসি, ঢাকা-কে সাধারণ মানের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি আন্তর্জাতিকমানের TVET প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে SEIP'র তত্ত্বাবধান ও পরামর্শে। শুধু তাই নয় বিকে-টিটিসি, ঢাকার এই অভিজ্ঞতা ও আধুনিকায়নকে সারা বাংলাদেশের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য SEIP প্রকল্পের আওতাধীন পাবলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা পাবলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে।

তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ী তরুণ-তরুণী জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য SEIP প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি SEIP প্রকল্পকে এক অনন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। আর এ অনন্য মাত্রায় BMET ও তার অবদান রেখেছে। বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া টিটিসির মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারে বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ব্যতিক্রমধর্মী এ প্রশিক্ষণ শুধু বিপদগামী তরুণ জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী জীবনের নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করেনি বরং তরুণদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার হার হ্রাসকরণে সাহায্য করবে। এ ধরণের উদ্যোগ যা দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে পরোক্ষভাবেও ভূমিকা পালন করবে। রাজশাহী টিটিসিতে ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

- BMET সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- মোট ১,৭৬,২৬০ জন তরুণ জনগোষ্ঠীকে শ্রম বাজারে চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৭০% জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ৩১% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে।
- TTC গুলোর সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছে।
- BMET'র আওতায় TTC'র প্রিন্সিপালগণ TVET ম্যানেজার থেকে TVET লিডারে উন্নীত হচ্ছেন।
- TTC-কে এলাকার দক্ষতার চাহিদা এবং শিল্প কল-কারখানার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়ায় আনা হয়েছে।
- TTC'র প্রিন্সিপালসহ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- TTC'র প্রিন্সিপাল ও প্রশিক্ষকদের নিয়ে SEIP কার্যালয়ে মুক্ত আলোচনা ও মত বিনিময় সভা অনুসৃত হয়েছে।
- BMET'র আওতাধীন টিটিসিগুলোর নিবিড় মনিটরিং এর ফলে সার্বিক মানোন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে।
- সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত ও দেশে এবং বিদেশে ব্যাপক চাহিদা থাকায় SEIP প্রকল্প কর্তৃক প্রায় ১ লক্ষ যুব জনগোষ্ঠীকে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। BMET এর মাধ্যমে ৪০ হাজার মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে Heavy Equipment Operation কোর্স সমাপ্ত করে অনেক প্রশিক্ষণার্থী বিদেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত আছে।
- SEIP প্রকল্পের সহযোগিতায় BMET এর ০৪টি টিটিসি এ City & Guilds কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদ প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষ করে সিলেট টিটিসি এ পরিচালিত Food Preparation & Culinary Arts-এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় ১০০% প্রশিক্ষণার্থী লন্ডনে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত আছে।
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে ও KOICA এর সহযোগিতায় BMET এর আওতাধীন ০৩টি টিটিসি (বিজি-টিটিসি, খুলনা টিটিসি, সিলেট টিটিসি) এর নির্মাণ কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর স্পেশালাইজড যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে।

দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার অঞ্চলভিত্তিক পরিচালনা ও দক্ষতার সাথে সমন্বয় সাধন SEIP-BMET একটি নতুন যৌথ যাত্রা তৈরি করেছে।

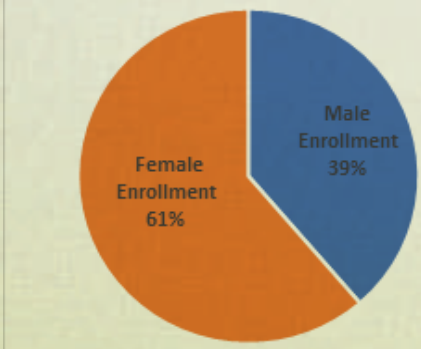
পোশাক খাতের দক্ষতা বৃদ্ধিতে BGMEA | SEIP এর যৌথযাত্রা

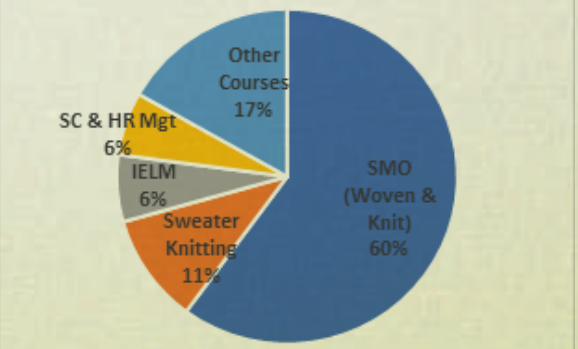
বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BGMEA) বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম শিল্প সমিতি। সূচনা লগ্ন হতে তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সুতায় বোনা সোনার দেশ, পঞ্চাশে বাংলাদেশ এই লক্ষ্যে ৪০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান সহ সাড়ে ৩ হাজার উদ্যোক্তার স্বপ্ন আর পরিশ্রমের বিনিময়ে শিল্পটি গড়ে উঠেছে। আশির দশক থেকে শুরু করে হাটি হাটি পা পা করে আজ মোট রপ্তানি আয়ের চৌরাশি শতাংশ আসছে এই পোশাক শিল্প থেকে যা মূল জিডিপিতে ১১ শতাংশ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড পোশাক শিল্পের বিকাশে SEIP এবং BGMEA যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গার্মেন্টস শিল্পে ভবিষ্যতে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিজিএমইএ এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ২০১৪ সাল হতে BGMEA-SEIP প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে তৈরি পোশাক শিল্পে ৭৫,৯১১ জন শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে যাদের মধ্যে ৫৭,৪০৪ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

BGMEA-SEIP প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি নুন্যতম ৬০ শতাংশ চাকুরির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া কমপক্ষে ৩০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিৎ করার পাশাপাশি অনগ্রসর শ্রেনীর প্রশিক্ষনার্থীদের অংশগ্রহণের নিমিত্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া থাকে। সম্পূর্ণ সরকারি খরচে প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ও আপ্যায়ন ভাতা এবং শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি অতি দরিদ্রদের জন্য প্রধান করা হয়ছে বিশেষ বৃত্তি।। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব ধারা টেকসই করার জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠ শিল্প খাত। তাই বাজার চাহিদার আলোকে দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ২০১৪ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার এবং BGMEA যৌথভাবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে আসছে। বিগত নয় বছরে (২০১৪-২০২৩) প্রায় ৮২,০২৩ জন প্রশিক্ষনার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে।

BGMEA-SEIP–এর প্রশিক্ষণ সারণী:

লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	এনরোলমেন্ট (সংখ্যা)	নারী প্রশিক্ষণার্থী (সংখ্যা)	সার্টিফিকেশন (সংখ্যা)	জব প্লেসমেন্ট (সংখ্যা)
৮৪,০৫৫	৮২,০২৩	৫০,৩১৪ (৬১.৩৪%)	৭৫,৯১১	৫৭,৪০৪ (৭৫.৬২%)





গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত, BGMEA জন্য মোট ৮৪০৫৫ প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এনরোলমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে মোট ৮২০২৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর যার মধ্যে মহিলা ৫০৩১৪ জন (৬১.৩৪ শতাংশ), সার্টিফিকেশন পেয়েছে ৭৫৯১১ জন এরবং ৫৭,৪০৪ জনকে প্রশিক্ষণার্থীকে (৭৫.৬২ শতাংশ) BGMEA-এর বিভিন্ন সদস্য সংস্থায় চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। BGMEA-SEIP ১৫০ টির বেশি সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তি মালিকানা এবং ফ্যাক্টরি সহ সারা বাংলাদেশে ৬৪ জেলায় ১৯ টির বেশি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। সর্বাধিক এনরোলমেন্ট হয়েছে Sewing Machine Operation কোর্সে (প্রায় ৬০ শতাংশ)। এছাড়াও Sweater Knitting (১১ শতাংশ), Social Compliance & HR Management (৬ শতাংশ), Industrial Engineering & Lean Management (৬ শতাংশ) কোর্সসমূহ অন্যতম। অধিকন্তু কোর্সসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে ৭৬০ জন প্রশিক্ষক এবং ১৪৩ জন এসেসরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

SEIP প্রকল্প যে স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে অপারেটর লেভেলে দক্ষ কর্মী তৈরীর পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা পর্যায়েও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ম্যানেজার আমরা তৈরিতে সহায়তা করা হয়েছে যার ফলে বিদেশি নির্ভরতা অনেকাংশে কমে আসবে। এই প্রকল্পের ফলে প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের অসহায়, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে তারা এখন পোশাক শিল্পে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। BGMEA-SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে , বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে অনেক তরুণ যুবক আমরা এই প্রকল্পের সহযোদ্ধা হতে পেরে খুব আনন্দিত ।





নীটওয়্যার খাতে দক্ষতা বৃদ্ধিতে BKMEA | SEIP এর যৌথযাত্রা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নিটওয়্যার শিল্পের অবদান অপরিসীম। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের নিটওয়্যার খাত ১০.৮৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধিসহ বিশ্ববাজারে ২৫.৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। বর্তমান বিশ্ববাজারে এই শিল্পে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। নিটওয়্যার খাতের উন্নয়নে ১৯৯৬ সাল থেকে কাজ করছে বিকেএমইএ । কালক্রমে সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি এতে যুক্ত হয়েছে পরিবেশবান্ধব ভাবনার প্রতিফলন। এর হাত ধরে দেশে গড়ে উঠেছে বিশ্বমানের পরিবেশবান্ধব কারখানা। বিকেএমইএ ২০১৫ সালের পহেলা মে থেকে SEIP প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীদারের ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। জনশক্তির উপর নির্ভরশীল বাংলাদেশের পোশাক খাত আন্তর্জাতিক ভাবে সামাজিক ও পরিবেশগত গ্রহণযোগ্য মান বজায় রেখে সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। গুরুত্বের বিচারে তৈরি পোশাক শিল্প এমন স্তরে উপনীত হয়েছে যে দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অনেকাংশেই আজ এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। পোশাক শিল্পে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিপুল পরিমাণে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা তৈরি হয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা পূরণ এবং পোশাক শিল্পে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং নতুন প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের লক্ষ্যে Bangladesh Knitwear Manufacturers & Exporters Association (BKMEA) বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আসছে। পোশাক কারখানাগুলোতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও দেশের অদক্ষ জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পোশাক শিল্পে কাজ করার উপযোগী করে বেকারত্ব হ্রাস করাই এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। এরই ধারাবাহিকতায় ৫ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে BKMEA এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মে ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলে। মোট তিন ধাপের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ৫৬,১৩১ যার মধ্যে প্রায় ৫৬,৭২১ প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষিত হয়েছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত প্রকল্পটির অধীনে iART -ঢাকা, iART-নারায়ণগঞ্জ, iART-চট্টগ্রাম, Worker's Training Institute (WTI)-নারায়ণগঞ্জ ও Worker's Training Institute (WTI)-কুমিল্লা মোট ৫টি প্রশিক্ষণ বিকেএমইএ'র নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং তালিকাভুক্ত ফ্যাক্টরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে BKMEA । নিম্নোল্লিখিত বিষয়ে ৩টি ক্যাটাগরিতে বিন্যস্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।





ক) স্নাতক পাশ প্রার্থিদের জন্য Management Training Program (New Entrants).

Management Training Program (New Entrants)		
SN	Name of Course	Duration
1	Apparel Merchandising	6 Months (4 months classroom training + 2 months Internship)
2	Social Compliance & Human Resource Management	
3	Industrial Engineering & Lean Manufacturing	
4	Production Planning & Supply Chain Management	
5	Industrial Fire Safety Management	

খ) গার্মেন্টস শিল্পে চাকরী করতে ইচ্ছুকদের জন্য Sewing Machine Operation (New Entrants).

New Entrants- Operator Training Program		
SN	Name of Course	Duration
1	Sewing Machine Operation (New Entrants)	2 Months

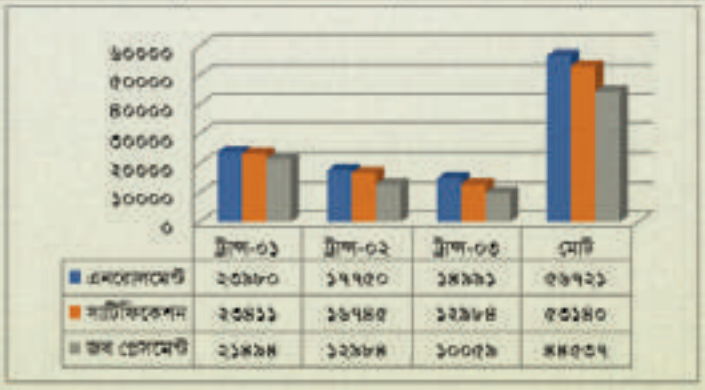
গ) গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত আছেন এরকম কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শ্রমিকদের জন্য Up-Skilling Training Program (for mid-level management & operator)

Up-Skilling Training Program		
SN	Name of Course	Duration
1	Mid-Level Management (Factory based)	1.5 Months
2	Customs Bond & Documentation (Own)	
3	Garments Quality Management for Worker (Factory)	
4	Social Compliance Norms for Worker (Factory Based)	

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ তথ্য নিম্নরূপ :

BKMEA-SEIP প্রশিক্ষণ সারণী

লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	তালিকাভুক্তি (সংখ্যা)	নারী প্রশিক্ষণার্থী (সংখ্যা)	সার্টিফিকেশন (সংখ্যা)	জব প্লেসমেন্ট (সংখ্যা)
৫৬,১৩১	৫৬,৭২১	৩১,৬৫২	৫৩,১৪০	৪৫,৯৬০



মে ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বিকেএমই'র লক্ষ্যমাত্রা সর্বমোট ৫৬,১৩১ জন প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা পূরণের বিপরীতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৫৬,৭২১ জন প্রশিক্ষণার্থী এনরোল হয়েছে যার মধ্যে ৩১,৬৫২ (৫৫.৮০%) জন নারী প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে, ৫৩,১৪০ জন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের মধ্যে ৪৫,৯৬০ (৮৬.৪৯%) জনকে বিকেএমই'র সদস্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরীভুক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীদেরকেও চাকরিভুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে।

বস্ত্র খাতের দক্ষতা বৃদ্ধিতে SEIP এর যৌথযাত্রা

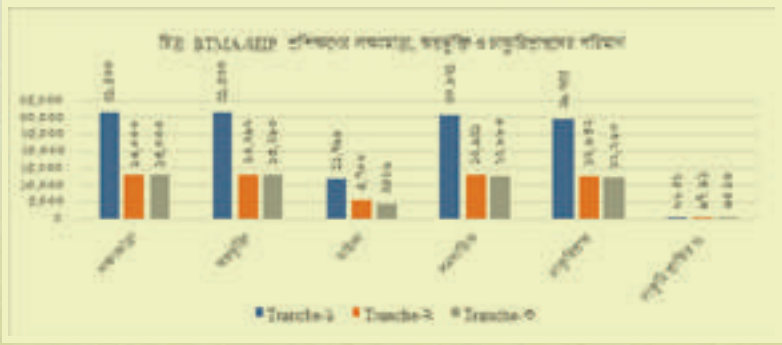
টেক্সটাইল বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন শিল্প। বর্তমানে টেক্সটাইল পণ্যের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির এক বড় চালিকা শক্তি হচ্ছে গার্মেন্টস শিল্প। আর চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্রের যোগান দিয়ে থাকে এই গার্মেন্টস। এই শিল্পের মূল উপাদান হচ্ছে কাপড়। এই কাপড় তৈরির কলা-কৌশলের পেছনে রয়েছে টেক্সটাইলের অবদান।

টেক্সটাইল এন্ড ক্লোদিং থেকে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৯২ শতাংশ । এই সেক্টর দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। ২০২২ সালে আরএমজি/টেক্সটাইল সেক্টরের ওপর বিআইডিএস এর গবেষণায় জানা যায় যে, তৈরি পোশাক শিল্পের মোট কর্মচারীর ৯.৫ শতাংশ কম দক্ষ, ২২.৮৬ কর্মচারী মাঝারিভাবে দক্ষ এবং ৬৭.৬৪ শতাংশ তাদের কাজ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ বা খুব দক্ষ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দক্ষতার বড় অভাব রয়েছে । যেমন: লকস্টিচ মেশিন অপারেটর, ফ্ল্যাটলক মেশিন অপারেটর ওভারলক মেশিন অপারেটর, প্রিন্টিং মেশিন অপারেটর, কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, চেইন স্টিচ মেশিন অপারেটর, এমব্রয়ডারি মেশিন অপারেটর, আয়রন ম্যান/মহিলা, কোয়ালিটি কন্ট্রোলার এবং আর্ম মেশিনের ফিড অপারেটর। বিস্তৃত বিভাগে, বেশিরভাগ জরিপকৃত সংস্থার প্রতিক্রিয়াগুলো সেলাই মেশিন অপারেটর বিভাগে দক্ষতার ব্যবধানের সর্বোচ্চ প্রবণতা নির্দেশ করে এবং গুণমানের বিভাগ, প্রিন্টিং মেশিন অপারেটর এবং এমব্রয়ডারি মেশিন অপারেটর বিভাগে। তৈরি পোশাক সেক্টরে নিয়োগকর্তাদের মতে, আগামী ৫-১০ বছরে তৈরি পোশাক সেক্টরে শ্রমের চাহিদা মাঝারিভাবে পাবে এবং এই শিল্পে ভবিষ্যত কর্মসংস্থান থাকবে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ।





গত দশকের শ্রমিক ও মিড লেভেল ম্যানেজার তৈরির লক্ষ্যে BTMA ২০১৫ সালে Skilled Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU) এর সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। Skills for Employment Investment Program (SEIP) এর আওতায় ৩টি Tranche(Tranche-১ Tranche-২ ও Tranche-২) এর প্রশিক্ষণে তারা অংশগ্রহণ করে। উক্ত Tranche-সমূহে ৫৭,৫০০ প্রশিক্ষাণার্থীদের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে তারা ৫৬,৬৪৫ জনকে ২০টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক সনদায়িত করে। তন্মধ্যে ৫৪,৬৩৬ জনের চাকুরির সংস্থান হয়েছে। চাকুরি প্রাপ্তির হার ৯৬.৫১ শতাংশ। উক্ত প্রশিক্ষণে নারীর উপস্থিতি ছিল ৩৮.৩০ শতাংশ। কোর্সসমূহ পরিচালনার জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ৭৪.৪২ কোটি টাকা। দেশের স্বনামধন্য টেক্সটাইল গ্রুপ এ প্রশিক্ষণের জন্য নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করে। সেই সাথে BTMA এর নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিটার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। নিম্নে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা, অন্তর্ভুক্তি ও চাকুরিপ্রাপ্তদের চিত্রে দেখানো হলো।



BTMA-SEIP কর্তৃক প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রকল্পে বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছে। এ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সেক্টরের প্রয়োজন অনুসারে মিলে কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে অকুপেশানগুলো নির্বাচন করে সিএস প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে টেক্সটাইল একাডেমিক এক্সপার্টদের মাধ্যমে কম্পিটেন্সি বেসড লার্নিং ম্যাটারিয়ালস প্রস্তুত করে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে করে একজন প্রশিক্ষণার্থী আড়াই মাসে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টেক্সটাইল মেশিনারিজ এবং উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তবমুখী জ্ঞান অর্জন করতে পারে।
- টেক্সটাইল সেক্টরে নতুনদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করায় শ্রমিকদের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে অনন্যাদের তুলনায় বেশি উৎপাদন পেয়েছে। টেক্সটাইল মিলে কাজ করার সময় গ্রাজুয়েটগণ নিজে নিরাপদ থাকার জন্য নিরাপত্তামুলক সরঞ্জাম ব্যবহার করার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্র নিরাপদ রেখে তাদের দায়িত্ব পালন করছে এবং সাথে সাথে তারা অপচয় রোধে অনেক অবদান রাখছে।
- শ্রমিকদের এই দায়িত্বশীলতার জন্য টেক্সটাইল মিলের উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ অতি দ্রুত অনন্যাদের তুলনায় তাদের বেতন বৃদ্ধি করেন এবং তাদের প্রমোশনের ব্যবস্থা করে করেন।
- তৃতীয় পর্বে নতুন চাকরি প্রার্থী ১২,২৬০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এই পর্বে নতুন করে ৬ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, এতে করে টেক্সটাইল মিলে কর্মরত মধ্যম পর্যায়ের ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করা হয় এবং কাজে আরও দক্ষতার সাথে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে আরও বেশি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে যাদের অনেকেরই পদোন্নতিসহ বেতন বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসাবে কাজ করছে।
- তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক ক্লাসের সমন্বয়ে বাস্তব ধর্মী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ স্ব-স্ব অকুপেশনের উপর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হন এবং পরবর্তীতে চাকরি পেতে এ প্রশিক্ষণ তাদের সহায়ক হিসাবে কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের টেক্সটাইল মিলেই এই দক্ষ ব্যক্তিদের চাকরির ব্যবস্থা করে থাকেন। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাম্প্রতিক মেশিনসমূহের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে টেক্সটাইল প্রোডাকশনে যুগোপযোগী উৎপাদনে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। যার ফলে মিল মালিকেরা তাদের টেক্সটাইলে এসইআইপি প্রশিক্ষণ করার জন্য অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং পরবর্তীতে এই প্রশিক্ষণের জন্য অনেক টেক্সটাইল মিল এনএসডিএর অধীনে নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে এবং আরও অনেকে নিবন্ধনের প্রক্রিয়ায় আছে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় খাত হল তৈরি পোশাক খাত আর এই খাতের উৎপাদনের মুল কাঁচা মাল হল সুতা এবং কাপড় যা টেক্সটাইল মিলে উৎপাদন হয়ে থাকে, এই সেক্টরে SEIP এর প্রশিক্ষণের অবদানকে মাথায় নিয়ে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ চলমান রাখলে টেক্সটাইল সেক্টরে আরও দক্ষ ব্যক্তি তৈরি করা সম্ভব এবং আরও বেশি উৎপাদন করে গার্মেন্টস সেক্টরে পোশাক তৈরিতে বিজিএমএর কাঁচামাল আমদানি হ্রাসে বড় অবদান রাখতে পারে। টেক্সটাইল সেক্টর জাতীয় উৎপাদনের ২৮.১ শতাংশ অবদান রাখছে এবং বৈদেশিক আয়ের ৯২ শতাংশ টেক্সটাইল সেক্টর হতে আসে। পরবর্তীতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের যে সম্ভাবনা রয়েছে তাতে অটোমেশনের মাধ্যমে উৎপাদনের যে প্রক্রিয়া হবে তাতে দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হবে তাই সকল প্রশিক্ষণার্থীদের অটোমেশন, তথ্যপ্রযুক্তি, উন্নতবিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নতুন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন এবং দক্ষতার চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে টেকসই প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

নির্মাণ খাতে দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে SEIP এর সাথে REHAB ও BACI'র যৌথযাত্রা

SEIP প্রকল্প কর্তৃক REHAB ও BACI মিলিতভাবে প্রায় আশি হাজার দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক তৈরি করেছে । বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে নির্মাণ শিল্প খাতের অগ্রগতি সাধনে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন SEIP প্রকল্পের অবদান অনস্বীকার্য। SEIP নির্মাণ শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এ শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে SEIP প্রকল্পের গৃহীত ও বাস্তবায়িত পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলাদেশে, নির্মাণ খাতে জিডিপিতে প্রায় ৭.৩ শতাংশের অবদান রয়েছে। অধিকাংশ নির্মাণ কার্যক্রম ব্যক্তিগত খাতে নির্ভর করে এবং মোট নির্মাণ ব্যয়ের ৬৫ শতাংশের জন্য প্রাইভেট বিল্ডিং দায়ী, তবে, ২০১৮ সালে নির্মাণ শ্রমিকদের মোট চাহিদা ৩.৩৪ মিলিয়ন থেকে ২০২০ সালে ৪.০৪ মিলিয়নে পৌঁছায় , যা ২০২৫ সালের শেষে ৫ মিলিয়নে পৌঁছাতে পারে। দক্ষ এবং অর্ধ-দক্ষ নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য প্রকল্পিত চাহিদার ৮৫ শতাংশ অংশ আসবে জাতীয় অর্থনীতি থেকে। এটি পোশাক খাতের পরে অকৃষি কর্মসংস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত।

নির্মাণ খাতের জন্য SEIP প্রকল্পের অবদান :
নির্মাণ খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য সরকার এবং বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। সরকারের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ও বেসরকারি প্রকল্পে বেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে নির্মাণ খাত আরও গতিশীল হতে পারে। পূর্বের তুলনায়, নির্মাণ খাত প্রযুক্তিগত দিকে অনেক উন্নতি পেয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি নির্মাণ খাতে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন। ভবিষ্যতে, নির্মাণ খাতে আরও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সম্ভাবনা রয়েছে। নির্মাণ খাতের জন্য SEIP প্রকল্পের অবদানঃ

১. নির্মাণ শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ।
২. নতুন প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করা।
৩. নির্মাণ খাতে প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য উৎসাহ প্রদান।

বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্প খাতের সক্ষমতাবৃদ্ধিসহ SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণ অবদান: SEIP নির্মাণ শিল্পখাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে BACI কে প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহায়ক উল্লেখযোগ্য পরিমানে আধুনিক ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/উপকরণ প্রদান করেছে যার চিত্র নিম্নরূপ:

টেবিল- ১: নির্মাণ শিল্প সংস্থা BACI কে যন্ত্রপাতি/উপকরণ প্রদানঃ

ক্রমিক	ট্রেড	মেশিনারিজ/ইকুইপমেন্ট
১	Masonry	Concrete Mixture Machine
২		Vibrator Machine
৩		Grinding Machine
৪	Electrical Installation and Maintenance	Auto-Star Delta Connection with Magnetic Conductor (3), Timer (1) Overload Relay MCCB, 3 Phase Induction Motor 5kw
৫		Auto-Forward Reverse Connection Magnetic Conductor (3) Timer (1) MCCB, 3 Phase Induction Motor 5kw Thermal Overload Relay
৬		Solar Panel-60w, Battery-12V, Solar Control Inverter-220V
৭		Earth Resistance Tester
৮		Induction Motor (3-Phase) 10 HP
৯	Steel Binding and Fabrication Equipment	Rod Bending Machine
১০		Grinding Machine

ক্রমিক	ট্রেড	মেশিনারিজ/ইকুইপমেন্ট
১১		Circular Saw Machine
১২		Rod Bending Machine
১৩		Grinding Machine
১৪	Plumbing	Groove Cutting Machine
১৫		Hole Cutting Machine
১৬		Auto Thread Cutting Machine
১৭		Sensor Type Pillar Cock
১৮		Water Pump
১৯		Panel Shower Set
২০		Groove Cutting Machine
২১		Hole Cutting Machine
২২	Aluminum Fabrication	Circular Saw Machine

উৎস: PIU, BACI-SEIP প্রকল্প

নির্মাণ শিল্পখাতে SEIP প্রকল্প এর ভৌত অবকঠামো, কারিগরি, প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং মেশিনারিজ সহযোগিতা:

নির্মাণ শিল্প খাতে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে SEIP প্রকল্প বেসরকারি নির্মান শিল্প সংস্থা BACI-কে মেশিনারিজ/ইকুইপমেন্ট সরবরাহ এবং প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে Skill Development Institute (SDI) নির্মাণে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা করছে। SEIP প্রকল্প কর্তৃক বেসরকারি নির্মান শিল্প সংস্থা BACI-কে সরবরাহকৃত মেশিনারিজ/ইকুইপমেন্ট প্রদানের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে নির্মাণ শিল্পখাতে প্রশিক্ষণকে সমৃদ্ধ করেছে।

নির্মাণ শিল্প খাতে SEIP প্রকল্প কর্তৃক BACI ও REHAB কে আর্থিক সহযোগিতা:

SEIP প্রকল্প হতে BACI-কে ১৬৩,১৭,০৩,২৮৫ টাকা এবং REHAB-কে ৭২,১১,২৭,০৬৪ টাকা মোট ২৬৯,৮৩,৯৪,৩৮৯ টাকার প্রশিক্ষণ অনুদান প্রদানের চুক্তি হয় যার বিপরীতে ২২৮,২৮,৪২,৮৬৯ টাকা ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে প্রশিক্ষণান্তে মূল্যায়ন পূর্বক সনদ প্রদানসহ এসব প্রশিক্ষিত জনশক্তিকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে কর্মজীবনে প্রবেশে SEIP গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে যা নিম্নের চিত্র হতে পরিলক্ষিত হয়।

টেবিল ৪: নির্মাণ শিল্পে SEIP-REHAB ও SEIP-BACI এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তি চিত্র:

Entity/ Association	Target	Total Enrolled	% of Enrolled	Female Enrolled	% of Enrolled	Total Certified	Female Certified	Total Employed	% of Employed	Female Employed	% of Female Employed
BACI	60335	59726	99.00%	8155	13.70%	58,656	8085	45525	77.60%	5035	62.28%
REHAB	21000	21206	101.00%	5158	24.30%	20763	5111	17102	82.40%	3322	65.00%
Total	**81335**	**80932**	**99.50%**	**13313**	**16.45%**	**79419**	**13196**	**62627**	**78.86%**	**8357**	**63.33%**

উৎস: TMS, SEIP প্রকল্প

নির্মাণ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন ভবন, সেতু, রাস্তা, ফ্লাইওভার, পাওয়ার সেন্টার ইত্যাদি রয়েছে, যা প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড়িত। এই খাত দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি নির্মাণ খাতের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমবাজারের চাহিদাসম্পন্ন তথা Market Responsive Skilled Manpower তৈরি ও সরবরাহের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্প সংস্থাসমূহের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলেছে SEIP প্রকল্প।

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষতা অর্জনের জন্য

Association of Export Oriented Shipbuilding Industries of Bangladesh | SEIP এর যৌথ পথ চলা

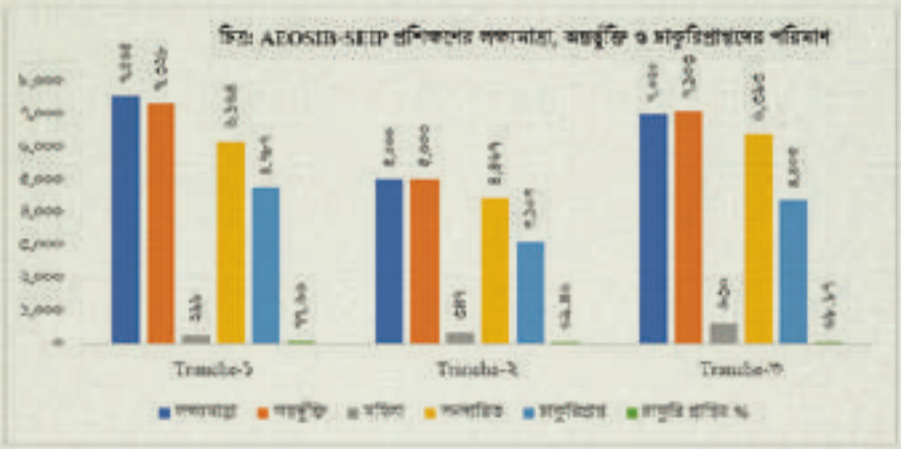
বাংলাদেশ গত এক দশকে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি দেশ। অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাহাজ নির্মাণ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে জাহাজ নির্মাণ শিল্প থেকে বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা আয় করে। এ পর্যন্ত প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের জাহাজ রপ্তানি হয়েছে যা ২০২৬ সালে দাঁড়াবে ৬৫০ মিলিয়ন ডলারে। যদি প্রতিবন্ধকতা দূর করে সম্ভাবনা কাজে লাগানো যায় তাহলে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে ২০৪০ সালে এই শিল্প থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব। জাহাজ নির্মাণ শিল্প ব্লু-ইকোনমির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং এর উন্নয়ন ছাড়া ব্লু-ইকোনমি সঠিকভাবে বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়।

২০০৪ সাল থেকে জাহাজ নির্মাণ শিল্প একটি ক্রমবর্ধমান গতিতে চলমান থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ের সাথে এটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দক্ষ জনবলের অভাব জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিকাশে অন্তরায়। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাহাজ নির্মাণ শিল্পে কর্মরত ১০,০০০ জনের কম দক্ষকর্মী রয়েছে যেখানে প্রকৃত বাজারের চাহিদা ২৫,০০০ কর্মশক্তির বেশি। এই Sector wise Approaches (SWA) এর মাধ্যমে শূন্যতা পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় Asian Development Bank (ADB) এর সহযোগিতায় এই খাতকে শক্তিশালী করতে সম্মত হয়। Skills for Employment Investment Program (SEIP) শিরোনামে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করে। বাংলাদেশ সরকার এই শিল্প খাতকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা ও শ্রম ঘন্টা হ্রাস করে GDP -তে বিশেষ ভূমিকা রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করে। AEOSIB-SEIP এর মাধ্যমে শুরু করে জাহাজ শিল্পে দক্ষ জনশক্তি তৈরি।

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে যুবকদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য Association of Export Oriented Shipbuilding Industries of Bangladesh (AEOSIB) অর্থ বিভাগের Skilled Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU) এর সাথে ২০১৬ সালে চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুযায়ী AEOSIB ৭১.৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি কোর্সে (Welding & Fabrication, Electrical & Navigation Equipment Installation, Machine Tools Operation (MTO), Ship Piping, Ship Machinery Installation, Marine Diesel Engine Artificer, Ship Painting) প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করে। সংগঠনটি ৩টি tranche-এ মোট ১৭,০২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। সনদায়নের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন কাজ করেছে নিজস্ব এসেসর , অন্যদিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন DNV-GL, Bureau Veritas ও জাতীয় BTEB/NSDA এর এসেসরগণ। সনদায়িত গ্রাজুয়েটদের মধ্যে ১২,২৯৩ জন চাকুরি পেয়েছেন। চাকুরি প্রাপ্তির হার ৭২.২০ শতাংশ।



নিম্নের চিত্রে বর্ণিত সফলতা দেখানো হলো:



AEOSIB ২০১৫-২০২৩ সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সফলতা অর্জন করেছে তা নিম্নরূপ:

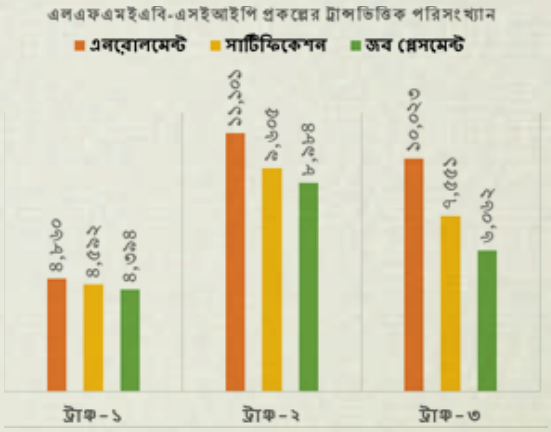
- ১৯,৫৮৫ জন যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে AEOSIB অর্থ বিভাগের SDCMU এর সাথে ২০১৫-২০২৩ সময়ে ৩টি Tranche-এ যুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে চুক্তির সংশোধন করে চুক্তির মেয়াদের মধ্যেই প্রশিক্ষণ শেষ করেছে।
- SDCMU ইন্ডাস্ট্রি এসোসিয়েশন AEOSIB সহযোগে প্রতি কোর্সের জন্য সংশ্লিষ্ট competence Stadard ও CBLM তৈরি করেছে। DNV-GL, Bureau Veritas ছাড়াও ৩৫৪ জন প্রশিক্ষক ও ৪১ জন এসেসর প্রশিক্ষণার্থীদের মানসম্মতভাবে এসেস করেছেন ও করছেন।
- সেক্টর থেকে বিভিন্ন ট্রেড চিহ্নিত করা হয়েছে। কোন ট্রেডে কতজন দক্ষ লোকবল প্রয়োজন হবে সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রি এসোসিয়েশনই তা নির্ধারণ করেছে।
- দেশে ও বিদেশে চাকরি প্রাপ্তির হার ৭২ শতাংশ ।
- জাহাজ শিল্প নারীবান্ধব না হলেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে নারী প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। Tranche-১ এর নারীর প্রবেশ ছিল মাত্র ৪.০৬ শতাংশ। Tranche-২ ও Tranche-৩-তে তাদের অংশগ্রহণ যথাক্রমে ৬.৯৪ শতাংশ ও ৮.৯৭ শতাংশ। এই ঘাটতি নারী বান্ধব না হওয়া সত্ত্বেও এটি নিশ্চই নারীর অংশগ্রণের একটি মাইলফলক। গ্রাজুয়েশন শেষে নারীদের চাকুরি করতে কিছুটা অনীহা থাকলেও পরবর্তীতে তা বদলে যাবে।
- AEOSIB এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ২৩১ এর অধিক যুবক মধ্যপ্রাচ্য, সিঙ্গাপুর, জাপান ইত্যাদি দেশে চাকুরি গ্রহণ করেছেন। তারা প্রতি মাসে ৪০,০০০-১,০০,০০০ টাকা বেতন পাচ্ছেন। প্রবাসী গ্রাজুয়েটদের প্রেরিত অর্থ তাদের পরিবার ও দেশের অর্থনীতিতে প্রভুত অবদান রাখছে।
- দেশের অভ্যন্তরেও জাহাজ শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। মাদার ও লাইটার ভ্যাসেল তৈরি ও মেরামতের জন্য প্রচুর দক্ষ লোকবল সংস্থান করছে AEOSIB যা এ খাতে আমদানি কমাতে সহগযোগিতা করছে এবং রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

বিশ্ব বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ বাণিজ্য সংঘটিত হয় সমুদ্র পথে। শিপইয়ার্ড ও শিপবিল্ডিং খাতের প্রতিবন্ধকতা, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষা চালিয়েছে বাংলাদেশ। প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারলেই, আগামীতে শিপবিল্ডিং সেক্টর হবে দেশের অন্যতম রপ্তানি খাত। ২০২২ সালে SEIP- এর অর্থায়নে পরিচালিত BIDS এর গবেষণায় এ খাতের প্রবৃদ্ধির বিষয় বলা হয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে জাহাজ নির্মাণ শিল্প ২০২৩ সালের মধ্যে সমস্ত পেশা বিভাগে প্রায় ২১ শতাংশ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এটি প্রত্যাশিত যে, এই শিল্পটি ২০২৫ সালে বর্তমান পর্যায় থেকে ৫২ শতাংশ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং একই সংখ্যা ২০৩০ সালে প্রায় ৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অপ্রতিরোধ্য সম্ভাবনা নির্দেশ করে। অটোমেশন কাজ সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করবে না। অটোমেশন সত্ত্বেও কাজের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশের কাতারে বাংলাদেশকে আসীন করার ক্ষেত্রে জাহাজ শিল্পে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে AEOSIB ভূমিকা রাখবে।

চামড়া ও পাদুকা শিল্পের জন্য SEIP প্রকল্পের যৌথযাত্রা

লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প কারখানাগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতিষ্ঠান। তৈরি পোশাক শিল্পের পরেই এদেশের সম্ভবনাময় খাত হল চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে এই খাতে উচ্চমূল্য সংযোজন এবং বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানি হয়ে থাকে, যা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বৈশ্বিক বাজারের মাত্র ০.৫ শতাংশ। বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থেকে এই খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য দরকার উচ্চ উৎপাদনশীল দক্ষ শ্রমশক্তি ও ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা। এই প্রেক্ষাপটে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) ও এলএফএমইএবি এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ২০১৬ সালের মে মাস থেকে LFMEAB-SEIP প্রকল্প যাত্রা শুরু করে।

এই প্রকল্প ২০১৬ থেকে শুরু করে ২০২৩ পর্যন্ত মোট তিনটি ট্রাঞ্চ (Tranche) বা পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম দুইটি ট্রাঞ্চ সফলভাবে সম্পন্ন করে LFMEAB-SEIP প্রকল্পের ট্রাঞ্চ-৩ এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ট্রাঞ্চ-১ (মে, ২০১৬ - ডিসেম্বর, ২০১৭) এ ৪,৮৬০ জন, ট্রাঞ্চ-২ (জানুয়ারি, ২০১৮- ডিসেম্বর, ২০২১) এ ১১,১০১ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছে। চলমান ট্রাঞ্চ-৩ (জানুয়ারি,২০২২-ডিসেম্বর,২০২৩) এ ১০,০২৩ জন ভর্তি হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ট্রাঞ্চ-১ এ প্রাথমিক ভাবে সেক্টরের একমাত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র "সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর লেদার স্কিল বাংলাদেশ লিমিটেড (COEL)" ও ০৬টি শিল্প কারখানা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়।



LFMEAB-SEIP প্রকল্প ৫২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, যার মধ্যে বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে ৩২ টি কেন্দ্রে। শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমশক্তির ঘাটতি পূরণের জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে দুই ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও কাজ করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের জন্য "নিউ এন্ট্রেন্ট (New entrant)" এবং কারখানায় কর্মরত কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য "আপস্কিল (Upskill)"। প্রশিক্ষণে মহিলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্প কারখানার চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি কোর্সের জন্য বিশ্বমানের কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (CS) ও কম্পিটেন্সি বেসড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (CBLM) প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও দক্ষ প্রশিক্ষক ও অ্যাসেসর তৈরির মাধ্যমে এই প্রকল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে কম্পিটেন্সি বেসড ট্রেনিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট (CBT&A) কাঠামো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে দক্ষতা যাচাই করে উত্তীর্ণ প্রায় ৯০% প্রার্থীদের চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এই প্রকল্প চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

LFMEAB-SEIP প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্য :

- SEIP প্রকল্প এখন পর্যন্ত চামড়া ও পাদুকা শিল্পে ২৫,৯৮৪ জনের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করেছে। এর মধ্যে প্রায় ২০,০০০ জন দক্ষ শ্রমশক্তিকে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের বিভিন্ন কারখানায় চাকুরি প্রদান করেছে যা এই শিল্পে দক্ষ শ্রমশক্তির ঘাটতি পূরণে সহায়তা করছে।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ৩০% হলেও তিনটি ট্রাঞ্চে নিবন্ধিত মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ৫৯.৭৭%, যা নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও সকলের অন্তর্ভূক্তিমূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৯০ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ৭৮ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যাক্তি ও ২২,২১১ জন দরিদ্র প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- SEIP প্রকল্প মোট ৫২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে কাজ করেছে। এর মধ্যে ২টি স্বতন্ত্র এবং ৫০টি শিল্প কারখানা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বর্তমানে ৩০টি শিল্প কারখানা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে । এই প্রকল্প কারখানার মধ্যে প্রশিক্ষণের পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।
- প্রকল্পের সবচেয়ে বড় অবদান এর মাধ্যমে একটি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এলএফএমইএবি ক্যাড ক্যাম সেল তৈরি হয়েছে। এই সেলে দুটি অত্যাধুনিক কোর্সের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন, কম্পিউটার, সফটওয়্যারসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
- চামড়াজাত পণ্য ও পদুকা শিল্পের অনেক কারখানা তাদের নতুন শ্রমশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ অনভিজ্ঞ কর্মীদের থেকে এলএফএমইএবি-এসইআইপি প্রকল্পের গ্রাজুয়েটদের অগ্রাধিকার প্রদান করছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন কর্মী শুধুমাত্র উৎপাদনের কারিগরি জ্ঞান ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বেশ কিছু বিষয় যেমনঃ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS), দলগত পরিবেশে কাজ করা, যোগাযোগের দক্ষতা, কর্মক্ষেত্রে সাধারণ ছোট ছোট সমস্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জন করতে পারছে।
- শিল্পখাতের চাহিদা অনুযায়ী ১৪টি কোর্সের জন্য কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (CS) ও ১০টি কম্পিটেন্সি বেসড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (CBLM) প্রস্তুত করা হয়েছে যা পরবর্তিতে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।
- এই প্রকল্প চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পে ১৭১ জন দক্ষ প্রশিক্ষক ও ৩০ জন অ্যাসেসর তৈরি করেছে, যারা ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যহত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- এছাড়াও ১৯ জন প্রশিক্ষক ও ০৮ জন অ্যাসেসর জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) অধীনে উচ্চতর প্রশিক্ষণ (লেভেল-৪) গ্রহণ করেছে ।

LFMEAB-SEIP প্রকল্পের চ্যালেঞ্জসমূহ :

- বর্তমানে চতূর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন ধরণের অটোমেটেড মেশিন চালনা, ইনোভেটিভ আইডিয়া ও ডিজাইন, এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মত বিষয়গুলো শিল্পখাতে প্রবেশ করছে। ফলে নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা এবং সেই লক্ষ্যে এসইআইপি-এর মত যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের এই ধারা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। একইসাথে প্রশিক্ষকদের নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করতে তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের বেশিরভাগই সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী। প্রশিক্ষণের ভাতার চেয়ে জীবন-যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের একটি অংশ কিছুদিন প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকুরী সন্ধান শুরু করে এবং চাকুরী পেলে প্রশিক্ষণ ছেড়ে চলে যায়। ফলে প্রশিক্ষণে ঝরে পরা (Drop out) শিক্ষার্থীর হার বাড়ছে, যদিও তারা প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে চাকুরী করছে।
- তৈরি পোশাক শিল্পের সাথে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের কর্মীদের মধ্যে বেতন কাঠামোর বৈষম্য রয়েছে যা সামনে আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মীদের বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রাখতে হলে এই সেক্টরের কর্মীদের উৎপাদনশীলতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। ফলে শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন কোর্স আপডেট অথবা নতুন কোর্স চালু রাখতে হবে।

SEIP প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত BIDS'র গবেষণায় দেখা গেছে অল্প সময়ের জন্য বৈশ্বিক কারণে চামড়া ও পাদুকা শিল্পে নেতিবাচক গ্রোথ দিতে পারে। চামড়ার মূল্য বেশি হওয়ায় চামড়ার বিকল্প জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিষয়গুলো নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতে প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে স্থায়ী কোন অবকাঠামাও নেই। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জেলাগুলো থেকে কাজের সন্ধানে বিভিন্ন শিল্প এলাকায় (যেমন: সাভার, গাজীপুর, চট্টগ্রাম) লোকবল আসে। সমাজের পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হলে দেশের বিভিন্ন শিল্প এলাকাগুলোতে আবাসন সুবিধাসহ স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। এর ফলে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে দক্ষ করে গড়ে তোলা যাবে। শিল্পখাতভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা জরুরি। এই শিল্পে মধ্যম পর্যায়ের কর্মীদের দক্ষতার ঘটতি (Skill gap) সনাক্ত করে আপস্কিল ট্রেনিং আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

আইসিটি খাতের উন্নয়নে BASIS | SEIP এর যৌথযাত্রা

বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত। ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রমের মাধ্যমে তথ্য, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ খাতে বাংলাদেশে একটি বিপ্লব ঘটে গেছে। গত ১৩ বছরে ২০ লাখ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে আইসিটি সেক্টরে। দেশে সাড়ে ৬ লাখ আইসিটি ফ্রিল্যান্সার সাড়ে ৩ লাখ ই-কমার্স ও হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে আইসিটি সেক্টরে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮৭.৪৮ মিলিয়নেরও বেশি সিম কার্ড ব্যবহারকারী রয়েছে যাদের ৪০ শতাংশ মোবাইল আর্থিক পরিষেবা অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এটি আইসিটি শিল্পকে তার সক্রিয় চেইন-ইম্যাক্টের মাধ্যমে জিডিপিতে একটি আনুমানিক ১৩ শতাংশ পরোক্ষ অবদান তৈরি করতে সক্ষম করেছে যা EdTech, FinTech, InsurTech, Cybersecurity, HealthTech, Frontier Tech থেকে Digital Commerce এবং আরও অনেক কিছুতে ছড়িয়ে পড়ে। এই সাফল্যের গল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ দ্বারা অনুঘটক শ্রম উৎপাদনশীলতা এবং মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির একটি প্রমাণ। বর্তমানে এই সেক্টর থেকে দেশের আয় ১.৫ বিলিয়ন এবং ২০২৫ সালের মাঝে এটিকে ৫ বিলিয়নে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

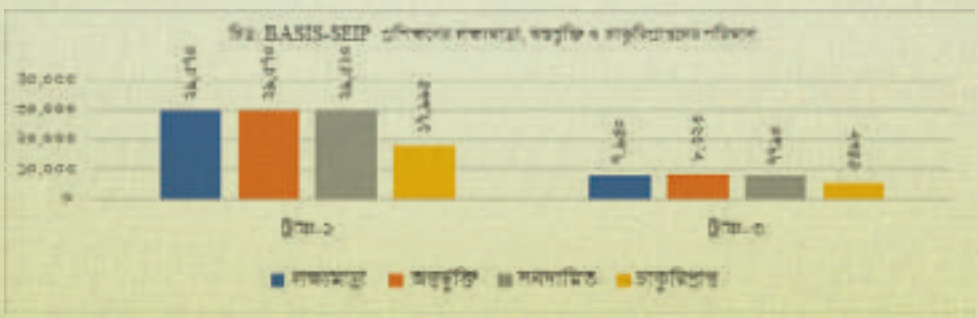
২০২২ সালে SEIP- এর অর্থায়নে পরিচালিত BIDS এর গবেষণায় এ খাতের প্রবৃদ্ধির বিষয় বলা হয়েছে যে, এই সেক্টরটি ২০২০ সালে প্রায় ০.২২ মিলিয়ন আইটি পেশাদার নিয়োগ করে যা ২০২৫ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। Game developer, data scientist, IoT professional, mobile app developer, software developer, applications developer, system administrator এর চাহিদা সর্বাপেক্ষা বেশি হবে। system administrator এর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

আইসিটি সেক্টরে উন্নয়নের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশের যাত্রায় বড় ভূমিকা রেখেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের অধ্যায় পেরিয়ে দেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে । রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী স্মার্ট ও উন্নত বাংলাদেশ গড়তে আইসিটি সেক্টর হবে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। ভিশনের অধীনে সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ ঘোষণার লক্ষ্য ছিল মাথাপিছু আয় ২,৭৬৫ থেকে ২০৪১ সালের মধ্যে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা।





এই মুহূর্তে আমাদের ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য অনুমান একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির প্রত্যাশা করে যা ২০৪১ সাল নাগাদ ৫০ বিলিয়নে পৌঁছানোর প্রত্যাশিত। এ লক্ষ্যেকে সামনে নিয়েই ২০১৫ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সাথে প্রশিক্ষণে যুক্ত হয় Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS)। BASIS-SEIP দুটি ট্রাঞ্চে ৩৭,৩৬০ জনকে ১৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষিত করেছে। তন্মধ্যে ২৪,৬৪৪ জনের চাকুরি হয়েছে। চাকুরি প্রাপ্তির হার ৭১.৭৬ শতাংশ। চাকুরির প্রাপ্তদের মধ্যে ১৫ শতাংশ ছিলেন নারী প্রশিক্ষণার্থী। এই প্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা আইসিটি খাতে চাকুরি করছেন, অনেকে স্ব-কর্মসংস্থানে ঝুঁকেছেন এবং অন্যদিকে আইসিটি ফ্রিল্যান্সিং পেশা বেছে নিয়েছেন। প্রোগ্রামটি আইটি সেক্টরে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে যা আইসিটি শিল্পের ধারাবাহিক সম্প্রসারণে সহযোগিতা করেছে। নিম্নের চিত্রে প্রশিক্ষণসহ অর্জন দেখানো হলো।



বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টর উন্নয়নে BASIS-SEIP প্রকল্পের সাফল্য নিম্নরূপ:

BASIS তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান BITM এর ঢাকাস্থ ও চট্টগ্রামের ৯টি ল্যাব স্থাপনের যাবতীয় ব্যয়ভার SEIP বহন করেছে। উক্ত ল্যাবের যাবতীয় কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্টাবিলাইজার, মাল্টিমিডিয়াসহ অন্যান্য ইক্যুপমেন্ট সরবরাহ করে ল্যাবের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ট্র্যাঞ্চ-১ –এ প্রশিক্ষণের জন্য কোর্সের সংখ্যা ছিল ১৩টি। এর সাথে আরো ৮টি কোর্স যুক্ত করে ৩য় ট্রাঞ্চে মোট কোর্সের সংখ্যা ১৯-এ উন্নীত করা হয়। পরিবর্তিত সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ট্র্যাঞ্চ-১ –এ যে সকল কোর্স প্রয়োজন নেই সেগুলোকে বাদ দিয়ে নতুন নতুন কোর্স (Certified Programmer in Python, Cloud Service Management using Amazon Web Services, Network Administration using Cisco, Project Management-Professional, Information System Security Management, Big Data, Data Analytics & Data Science, Software Testing (ISTQB 2018 Foundation), Software Design & Architecture) চালু করা হয়েছে। নতুনদের জন্য কোর্স সংরক্ষণের পাশাপাশি কর্মরত গ্রাজুয়েটদের জন্য আপ-স্কিলিং কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নতুন নতুন কোর্স ৩য় ট্রাঞ্চে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে প্রয়োজনীয় সিএস তৈরি করা হয়েছে। প্রশিক্ষকগেণকে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ১০ জন প্রশিক্ষক সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

১ম ও ৩য় ট্রাঞ্চে মোট ৩৭,৫২০ জনের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে BASIS SDCMU এর সাথে চুক্তি করে। তন্মধ্যে ৩৭,৩৩৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৪,৬৪৪ জনকে আইটিসহ বিভিন্ন খাতে চাকুরি নিশ্চিত করা হয়েছে।

গত ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে একটি জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়। ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এবং সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বেসিস-এসইআইপি প্রোজেক্ট-এর প্রায় ১৫০০ জন গ্রাজুয়েট প্রশিক্ষণার্থী উক্ত ফেয়ারে উপস্থিত ছিলেন। নিয়োগকর্তাগণ দিনশেষে প্রায় ৫২৩টি শূন্য পদের বিপরীতে ৩০০টি পদ পূরণের মতো যোগ্য প্রার্থীর তথ্যাদি সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। এ জব ফেয়ারের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানে ২ শতাধিক প্রার্থীর চাকরি হয়েছে ।

বাংলাদেশের জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২৫) দেশটিকে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং ব্যবসার আউট সোর্সিংয়ের জন্য একটি আইসিটি গন্তব্য হিসাবে ব্র্যান্ড করতে উৎসাহিত করেছে। আইসিটি অবকাঠামো এবং আইসিটি-ভিত্তিক পরিষেবাগুলির বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করাও এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। একই সময়ে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এই যাত্রা শুরু করেছে। ডিজিটাল বিপ্লব একটি শেষ বিন্দু নয়; কিন্তু একটি চলমান প্রক্রিয়া। রূপান্তরের এই ব্যাপক তরঙ্গ শুধু শিক্ষার উন্নতিই করবে না, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং আয় বাড়াবে। কিন্তু বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক কূটনীতি, ভূ-রাজনৈতিক অগ্রগতি এবং বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতার এক নতুন যুগে নিয়ে যাবে। আইসিটি খাতে অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিবেশ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও আইসিটি খাতে দক্ষ জনশক্তি অর্জনের তৈরির বিকল্প নেই। কৃষি, শিল্প ও সেবা প্রতিক্ষেত্রের সুষম উন্নয়নে অনুঘটক হিসাবে আইসিটি অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত।



তথ্য প্রযুক্তি খাতে

BACCO SEIP এর যৌথযাত্রা

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (BACCO) SEIP-এর মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি অংশীদার এবং উভয়ই মূলত আউটপুট-১ অর্থাৎ বাজার প্রতিক্রিয়াশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিপিও এবং আইটি/টেলকো সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। BACCO বিপিও/আউটসোর্সিং শিল্পের জন্য নিবেদিত একক ও কেন্দ্রীয় বাণিজ্য সংস্থা, যেটি ২০২৫ সালের মধ্যে বিপিও শিল্পখাতে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব আয় তৈরি ও বিপিও ক্ষেত্রে ১ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের "স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১" লক্ষ্য অর্জনে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনদের সঙ্গে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পটি (BACCO) 'র সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষ কর্মী সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আরো শক্তিশালী করে তুলতে ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসাবে, (BACCO) এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মূল গ্রহণযোগ্যতা মানদণ্ড নির্ধারণ করে এবং সম্পূর্ন কর্মসূচির সামগ্রিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অন্তত পক্ষে ৬০% প্রত্যয়িত স্নাতক শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে। শিক্ষিত তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপিও/আইটিইএস খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর [৪০%] অংশগ্রহণ।





তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে নিয়োজিত উচ্চ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর [স্নাতক ও ডিপ্লোমাধারী] কর্মজীবনের আয় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৩৭০টি বিপিও/কনট্যাক্ট সেন্টার রয়েছে যেসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে প্রায় ১৩০,০০০ জন কর্মী, এসইআইপি প্রকল্পের আগে বিপিও/কনট্যাক্ট সেন্টারের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫০টি, যেখানে কর্মের সংস্থান হয়েছিলো ৬০,০০০ কর্মীর। কনট্যাক্ট সেন্টারগুলোর মধ্যে ৭০-৭৫ শতাংশ ভয়েস এবং বাকি ২৫-৩০ শতাংশ নন-ভয়েস আউটসোর্সিং পরিষেবা প্রদান করে, তারা প্রধানত অ্যাকাউন্টিং, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং আইন ক্ষেত্রসমূহে নলেজ প্রসেস আউটসোর্সিং (কেপিও) পরিসেবা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কন্ট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (BACCO) দাবি করে, এই বিপিও সেবাসমূহের প্রতিষ্ঠানগুলো সাম্প্রতিক সময়ে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।

BACCO ২০টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত করেছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের নিজস্ব ট্রেনিং ল্যাব, প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দ। এবং এরই মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে SEIP প্রজেক্টের অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। একই সাথে বাক্কো প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্মিলিত ভাবে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স সম্পর্কিত স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন করে, যার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে চাকরির ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার উন্নতির সুযোগ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, যাতে করে কমপক্ষে ৬০% শিক্ষানবীশ চাকরীর সুযোগ পায় এবং একই কর্মক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন মাস অবস্থান করে। একই সঙ্গে BACCO একটি ডাটাবেজ প্রক্রিয়া করেছে, যেখানে রয়েছে প্রশিক্ষকদের নিয়োগ কারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা। এছাড়াও মানব সম্পদ বিভাগের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, চাকরির সুযোগ চিহ্নিতকরণ, নিয়োগ সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রস্তুতকরণ এবং সর্বশেষ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের ফলাফল এবং দক্ষতা নির্ধারণ করে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিতরণ করা হয় যাতে করে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের জন্য সঠিক কর্মী খুঁজে পায়।

SEIP- BACCO প্রশিক্ষণ সারণীঃ

লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	তালিকাভুক্তি (সংখ্যা)	নারী প্রশিক্ষণার্থী (সংখ্যা)	সার্টিফিকেশন (সংখ্যা)	জব প্লেসমেন্ট (সংখ্যা)
২৮০০০	২৭৭৮৫	১১২০১	২৫৮০০	১৬৫০২

৭ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত, বাক্কোর জন্য মোট ২৭৭৮৫ প্রশিক্ষণার্থীর তালিকাভুক্তির লক্ষ্যের বিপরীতে, মোট ২৮০০০ প্রশিক্ষণার্থী অংশীদার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নথিভুক্ত হয়েছিল, (যার মধ্যে ১১২০১ [৪০%] মহিলা), ২৫,৮০০ প্রশিক্ষণার্থী প্রত্যয়িত হয়েছিল। প্রত্যয়িত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১৬,৫০২ জনকে BACCO'র সদস্য সংস্থায় (প্রত্যয়িত স্নাতকদের ৬৪.০৫%) চাকরিতে স্থান দেওয়া হয়েছিল।

এই SEIP প্রোগ্রামের সূচনা থেকে BACCO একটি "সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন বিপিও (CoEB)" প্রতিষ্ঠা করেছে, যার মাধ্যমে বিপিও শিল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য সুবিধা এবং নির্দেশিকা প্রদান করা হয়। CoEB এর অধীনে, বাক্কো NSDA দ্বারা অনুমোদিত ৭টি বিপিও সেক্টর কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (CS) তৈরি করেছে [৫ টি প্রশিক্ষণ যারা নতুনভাবে এই শিল্পে তাদের ক্যারিয়ার গড়তে চান এবং ২ টি প্রশিক্ষণ আপ-স্কিলের জন্য], বিপিও শিল্পে দক্ষ জনশক্তির অভাব পূরণে এই কোর্সগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । বাক্কো ৩২৩ জন শিল্প অনুমোদিত প্রশিক্ষক, ৫০ জন শিল্প অনুমোদিত মূল্যায়নকারী, ২৫ জন মাস্টার প্রশিক্ষক এবং ৪৬০ জন মিড-লেভেল ম্যানেজারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চালনা করার জন্য এবং আমাদের বিপিও শিল্পগুলির বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলকতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষিত করেছে।

হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতের জন্য SEIP এর যৌথযাত্রা

গত ১৪ বছরে বাংলাদেশের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.৭ শতাংশের বেশি অর্জন হয়েছে। সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে। ফলস্বরূপ বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে ও আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের উন্নত দেশ হবার লক্ষ্য নিয়ে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। জিডিপিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যান্য সেক্টরের মত হালকা প্রকৌশল (Light Engineering) শিল্প দেশের শিল্পায়নে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

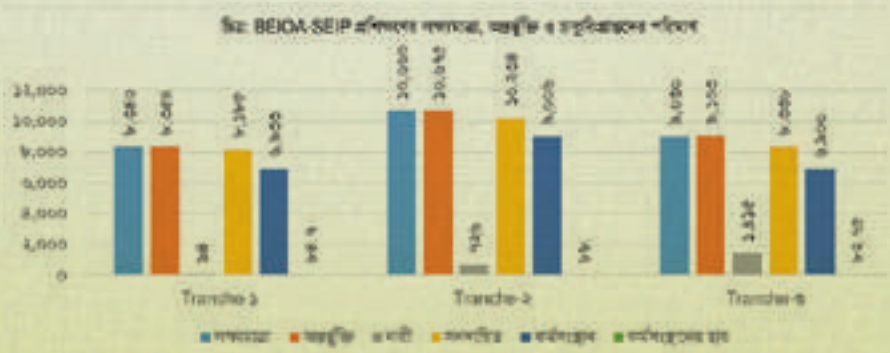
Bangladesh Engineering Industry Owners Association (BEIOA) এর প্রাক্কলন অনুযায়ী দেশের ৩৭টি শিল্প ক্লাস্টারে ৫০,০০০ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ রয়েছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) এর তথ্য মতে, হালকা প্রকৌশল খাতে প্রায় ৬,০০,০০০ কর্মী সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। দেশের অর্থনীতি ও শিল্প বিকাশে হালকা প্রকৌশল খাতের অবদান বিবেচনা করে এ খাতের টেকসই ও ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ খাতকে গতিশীল করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হালকা প্রকৌশল পণ্যকে "২০২০ সালকে পণ্য বর্ষ" হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। বর্তমান জাতীয় রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ এ হালকা শিল্পকে উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় শিল্পনীতি-২০২২ এ হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতকে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ২০২২ সালে একটি পৃথক লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করে।

BEIOA বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের সহিত অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে বিগত ৫ এপ্রিল ২০১৫ হতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানে সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। SEIP প্রকল্পের আওতায় ৩টি ধাপে (Tranche) এ পর্যন্ত মোট ২৮,১৩২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য, BEIOA নিজস্ব ৩টি সেন্টার ও ২৬টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সারাদেশে সর্বমোট ২৪টি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ক্লাস্টারে Electrical Installation and Maintenance, CAD-CAM Design and CNC Machine operation, Refrigeration and Air Conditioning, Machine Shop Practice, Welding, Certificate Course in PLC, Master Craftsmanship কোর্সের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।





BEIOA-SEIP প্রকল্পের আওতায় ৩টি ধাপে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ৭৬.৮৫ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
নিম্নে চার্টে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন দেখানো হলো:



বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশল শিল্প সেক্টরের উন্নয়নে SEIP প্রকল্পের সাফল্য নিম্নরূপ:

- দেশের ৩৭টি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারের মধ্যে ২৪টি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও কুড়িগ্রাম এবং খাগড়াছড়ির মতো প্রত্যন্ত জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যকরণের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।
- নারী, আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, সারাদেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষভাবে ফোকাস করে যুবকদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে যুবকদের অর্জিত দক্ষতা ও নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হালকা প্রকৌশল শিল্পের উৎপাদনশীলতা এবং গুণমান উন্নত করা হয়েছে।
- মানসম্পন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অংশীদার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (পিটিআই) সক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে।
- চাকুরি সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত চাকুরি মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে একটি চাকুরি মেলা আয়োজন করে। উক্ত মেলায় ২০টি স্বনামধন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ৩০৩ জন BEIOA-SEIP গ্রাজুয়েট অংশগ্রহণ করে। ম্যাচমেকিং শেষে ১৬৮ জন গ্রাজুয়েট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাৎক্ষণিকভাবে নিয়োগ লাভ করেন।
- EPZ এবং SEZ এ প্রতিষ্ঠিত শিল্পের চাহিদা এবং বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বর্ধিত হয়েছে।
- স্থানীয়ভাবে তৈরি পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় হালকা প্রকৌশল পণ্যের আমদানি প্রতিস্থাপনে অবদান রাখছে।
- BEIOA–এর PIU -তে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে করে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- হালকা প্রকৌশল পণ্য দেশেরে রপ্তানি আয়ের বহুমুখীকরণে অবদান রাখছে। EPB-এর তথ্য অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে, হালকা প্রকৌশল খাতের পণ্য রপ্তানি প্রায় ৫০.৪% বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯৫.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরে ৫২৯ মার্কিন মিলিয়ন ডলার ছিল।

SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সক্ষমতা অর্জন উপযোগী কার্যকর প্রশিক্ষণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, পণ্যের মান উন্নতকরণ ও পণ্য বহুমূখীকরণের মাধ্যমে হালকা প্রকৌশল (Light Engineering) শিল্পের শক্তিশালী ভীত তৈরি করে যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে একদিকে যেমন দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে শিল্প-কলকারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। উল্লেখ্য, SEIP প্রকল্পের চাকুরিপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে বাইওয়ার আওতায় ৩টি প্রশিক্ষণ সেন্টার স্থাপনে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সরবাহের মাধ্যমে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহয়তা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২.৩ মিলিয়ন যুবক শ্রম বাজারে প্রবেশ করছে। এ ক্ষেত্রে হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত দক্ষতার অভাবে এখাতে যুবকদের কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতের কাঙ্খিত বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে না। সুতরাং হালকা প্রকৌশল খাতের উন্নয়নে SEIP প্রকল্পের অবদান বিবেচনা এবং দক্ষ মানব সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার নিরিখে এ খাতের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রাখা জরুরি।



স্পেশালাইজড নার্সিং প্রশিক্ষণে

SEIP | Kumudini CARES যৌথযাত্রা

গত এক দশক বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য সেবার প্রায় সব ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। গত ৫ বছরে মাতৃমৃত্যুর হার (এমএমআর) প্রায় ১২% হ্রাস পেয়েছে এবং পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার ২৬% হ্রাস পেয়েছে। এই সাফল্যের পিছনে ডাক্তারদের পাশাপাশি নার্সদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তা স্বত্ত্বেও স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলো জাতীয় বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য প্রতিশ্রুতি ক্ষেত্র ক্রমে পিছিয়ে রয়েছে। স্বল্প সংখ্যক বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে একটি বৃহত্তম জনসংখ্যার স্বাস্থ্য প্রদানের চেষ্টা অব্যাহত আছে যেখানে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে।

বৈশ্বিক মানদণ্ডের বিপরীতে প্রতি ১০,০০০ জন মানুষের জন্য মাত্র ৮.৩ জন ডাক্তার, নার্স এবং মিডওয়াইফের প্রাপ্যতার কথা জানা যায়। কিন্তু দেশে নার্সের ঘাটতি এবং স্পেশালাইজড নার্সদের সংখ্যা কম। ডাক্তার, নার্স এবং মেডিকেল টেকনিশিয়ানদের অনুপাত সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ ০১: ০৩: ০৫ হলেও উল্লেখযোগ্যভাবে বাংলাদেশে এখনো তা পৌঁছাতে পারেনি। দেশের নার্স ও ডাক্তারদের অনুপাত সবচেয়ে কম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১৪ সাল থেকে বিভিন্ন খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর সাথে একটি মাল্টি-ট্র্যাঞ্চ ফাইন্যান্সিং ফ্রেমওয়ার্ক অ্যারেঞ্জমেন্ট (এমএফএফ) এর অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা খাতে দক্ষ জনবল তৈরি করার ক্ষেত্রে SEIP-কুমুদিনী প্রশিক্ষণ যাত্রা শুরু করে।

দেশে স্বাস্থ্যসেবায় কুমুদিনীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ১৯৪৪ সালে ২০ শয্যা নিয়ে কুমুদিনী হাসপাতালের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে কুমুদিনী হাসাপাতাল ১০৫০টি শয্যাবিশিষ্ট । ১৯৭৩ সালে মির্জাপুরে শুরু হয় নার্সিং ইনস্টিটিউট। পরবর্তীতে নার্সিং কলেজে বিএসসি ইন নার্সিং, ডিপ্লোম ইন নার্সিং, জুনিয়র মিডওয়াইফারি কোর্স শুরু হয়। উল্লেখ্য, বেসরকারি পর্যায়ে একমাত্র কুমুদিনীই এমএসসি ইন নার্সিং শুরু করেছে। SEIP প্রকল্পে স্বাস্থ্য সেবা খাতে টেকসই উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্পের আওতায় কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ২০২২ সাল থেকে কুমুদিনী নার্সিং কলেজের অধীনে ৬টি স্পেশালাইজড নার্সিং কোর্স পরিচালনা করছে। এই কোর্সগুলি হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন পেডিয়াট্রিক, রেনাল, কার্ডিয়াক, ট্রমা, ক্রিটিক্যাল ও অনকোলজি নার্সিং। প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু কোর্স-এর সিএস, সিবিএলএম ছিল না। কুমুদিনী সেইপ-এর সাথে কোরিয়ার ইউয়েনসাই ইউনিভার্সিটির সহয়োগিতায় ডিপ্লোমা ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার, ট্রমা ও অনকোলজি নার্সিং কোর্সের সিএস ও সিবিএলএম প্রণয়নের কাজ করেছে।



এই প্রকল্পের আওতায় যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্পেশালাইজড নার্স হচ্ছেন তারা সরাসরি রোগীর যত্ন প্রদান করে ডাক্তার ও অন্যান্য নার্স এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে কাজ করে রোগীর যত্নের মান উন্নত করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম। এ ধরনের নার্সরা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে এবং অন্যান্য নার্সিং কর্মীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারে। উন্নতদেশে ৭০ বা তার বেশি ধরনের স্পেশালাইজড নার্সিং রয়েছে।

SEIP
Skills for Employment Investment Program

SEIP-KWT প্রকল্প ছয়টি বিশেষায়িত নার্সিং কোর্স-এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে যা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রিটিক্যাল কেয়ার নার্সিং	:	গুরুতর, মুমূর্ষু অসুস্থ বা আহত এবং নিবিড় পরিচর্যা এবং যত্নের প্রয়োজন এমন রোগীদের সাথে কাজ করে।
অনকোলজি নার্সিং	:	ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের ডাক্তারদের পরামর্শ অনুসারে চিকিৎসা সেবা প্রদানে সাহায্য করে ।
পেডিয়াট্রিক নার্সিং	:	বিভিন্ন বয়সী শিশুদের চিকিৎসায় ডাক্তারদের পরামর্শ অনুসারে সাহায্য করে এবং তাদের যত্ন নেয়। শিশুর পরিবারের সদস্যদের বিশেষত মা ও বাবাকে শিশুদের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ বিষয়ে সচেতন করে।
রেনাল নার্সিং	:	কিডনি অকার্যকর হলে বিকল্প উপায়ে তার রক্ত পরিষোধনে ডায়ালাইসিসের মত প্রয়োজনীয় বিষয়ে এ ধরনের নার্সরা দক্ষ হয়ে থাকে।
কার্ডিয়াক নার্সিং	:	হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দক্ষ হয়ে থাকে।
ট্রমা নার্সিং	:	ট্রমা দুর্ঘটনায় বা বিভিন্নভাবে আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দক্ষ হয়ে থাকে।



দেশে কিছু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্ব স্ব ক্ষেত্রে রেনাল, কার্ডিয়াক, পেডিয়াট্রিক ও ট্রমা নার্সিং-এর ওপর স্বল্প সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে। অন্যদিকে, SEIP প্রকল্পের আওতায় কুমুদিনী নার্সিং কলেজ একই সাথে ৬টি বিশেয়ায়িত নার্সিং কোর্স পরিচালনা করছে যেখানে মোট প্রশিক্ষনার্থী সংখ্যা ১২০ জন (প্রতি ব্যাচে ২০ জন)। এছাড়া দেশে প্রথমবারের মত ডিপ্লোমা ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার নার্সিং এবং ডিপ্লোমা ইন অনকোলজি নার্সিং কোর্স এই প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ একই সাথে ৬টি বিশেষায়িত নার্সিং কোর্স পরিচালনার পাশাপাশি ১২০ জন রেজিস্টার্ড নার্স স্পেশালাইজড নার্সিং কোর্স করার সুযোগ পাচ্ছে যা এক কথায় অনন্য।

কুমুদিনী বিভিন্ন চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সাথে কুমুদিনীর সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি রয়েছে। ২০২২ সালে ট্রান্স-২ তে ৫টি স্পেশালাইজড নার্সিং কোর্সের টার্গেট ছিল ১০০ জন, কুমুদিনী সফলভাবে ৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যাদের শতভাগ, অর্থাৎ ৯৪ জনই বিএনএমসি কতৃক পরিচালিত সমাপনী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করেছে। জবপ্লেসমেন্টের টার্গেট ছিল কমপক্ষে ৫৬ জন (৬০%) এবং এক্ষেত্রে অর্জন ৭৭ জন (৮২%)। দেশের বেসরকারী হাসপাতাল বিশেষ করে এভার কেয়ার, স্কয়ার, আজগর আলী, বিআরবি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ইউনাইটেড, বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও কুমুদিনীর নিজস্ব হাসপাতালে স্পেশালাইজড নার্সগণ সুনামের সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। স্পেশালাইজড নার্সিং কোর্স সম্পন্ন করে একই কোর্সে তিনজন প্রশিক্ষণার্থী লেকচারার পদে যোগদান করেছে। অনেকে কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থায় (আইএনজিও) স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করছে। স্পেশালাইজড নার্সিং প্রশিক্ষণার্থীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্যকুমুদিনী ম্যাপেল পিপলস, কানাডা এসএ ট্রেডিং, মুন্সি এন্টারপ্রাইজ এবং আহমেদ অ্যান্ড কোং-এর মতো স্থানীয় এবং বিদেশী কোমপানীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে

দেশে স্পেশালাইজড নার্সদের যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণে কুমুদিনী সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত স্পেশালাইজড নার্সদের দেশে ও বিদেশে শতভাগ কর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে যা উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের পাশাপাশি বেকার সমস্যা দূর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কেয়ারগিভিং: স্বাস্থ্যসেবায় SEIP-এর যৌথযাত্রা

জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে রোগী, শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ, বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যত্ন করার পেশার চাহিদা দিন দিন দ্রুত বাড়ছে, স্বাস্থ্যসেবা খাতে যাকে আমরা কেয়ারগিভিং বলে জানি। অনেক পরিবারেই বয়স্ক বাবা-মা, শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও অটিস্টিক বাচ্চা থাকে। যাদের দেখভাল করার জন্য লোক থাকে না। কারণ অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই চাকুরী করেন অথবা ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকেন। বয়স্ক বাবা-মা, শিশু, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও অটিস্টিক বাচ্চাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও দেখভাল করার জন্য একজন কেয়াগিভার প্রয়োজন হয়। যারা তাদের সাথে একান্তভাবে মিশে ও সঙ্গ দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা দেন। এ সকল প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভারদের বিদেশেও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এছাড়া ক্লিনিক ও হাসপাতালে এবং বাসায় থাকা জটিল রোগীর জন্য পেশেন্ট সার্ভিস এটেনডেন্ট এর যথেষ্ট চাহিদা আছে। SEIP প্রকল্প এ চাহিদার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে কুমুদিনী ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (PKSF) সহযোগিতায় কেয়ারগিভিং কোর্স চালু করেছে।

গত এক দশক বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য সেবার প্রায় সব ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গড় আয়ু ২০০০ সালে ৬৫.০৫ বছর থেকে ২০২০ সালে ৭২.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের গড় আয়ু ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশকে ছাড়িয়ে গেছে, ফলে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। আবার, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের একটি বড় সম্পদ হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ কর্মক্ষম, যাদের বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছর। জনমিতিক পরিসংখ্যান অনুসারে ২০৪২ সাল হতে বাংলাদেশে বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সেক্ষেত্রে, কেয়ারগিভারদের প্রয়োজনীয়তা নিবিড়ভাবে পরিলক্ষিত হবে।

অপরদিকে, বিশ্বজুড়ে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। উন্নত বিশ্বের কয়েকটি দেশ যেমন জাপান, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, রোমানিয়া, গ্রীস, এমিরেটস্ এবং কাতারে কেয়ারগিভারের চাহিদা প্রচুর। বাংলাদেশ সরকারের তাই একটি বিশেষ লক্ষ্য হলো স্বাস্থ্যখাতের এই বিশেষ পেশায় আরো পেশাদার ব্যক্তি রপ্তানি করা। ভারত এবং ফিলিপাইন বিভিন্ন দেশে কেয়ারগিভার রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজারের শীর্ষস্থানীয়। এই দেশগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশকে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা কর্মী প্রস্তুতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে দক্ষতার ব্যবধান কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে SEIP প্রকল্প সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কেয়ারগিভারেদের একটি পুল তৈরি করার বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে নেমেছে। SEIP এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভারগণ একসময় স্থানীয় এবং বিশ্ব বাজার উভয়ক্ষেত্রের চাহিদাই পূরণ করবে।

SEIP প্রকল্পের এই প্রচেষ্টায় কুমুদিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ সারথী। কুমুদিনী বাংলাদেশে দীর্ঘ ৯০ বছর যাবৎ সুনামের সাথে আপামর জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। SEIP প্রকল্পের আয়তায় কুমুদিনী ২০২২ সালে কেয়ারগিভারদের প্রশিক্ষণ শুরু করেছে। এক্ষেত্রে কুমুদিনীর লক্ষ্য ছিল ১৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থাপনায় ৬-মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা। কুমুদিনী শতভাগ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে, যাদের সবাই NSDA মূল্যায়নে দক্ষ হয়ে উঠেছে। এই ১৬০ জনের মধ্যে ১১৯ (৭৪%) জন চাকুরী পেয়েছেন। এই বছর, কেয়ারগিভার প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হলো ২২০ জন প্রশিক্ষণার্থী, যা ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হওয়ার পথে রয়েছে।

কুমুদিনী আমেরিকান কেয়ারগিভার অ্যাসোসিয়েশনের (এসিএ) একমাত্র বাংলাদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি। ২০২২ সালে মেধার ভিত্তিতে কেয়ারগিভিং কোর্সের প্রতিটি ব্যাচ থেকে ০৫ জন প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হয় এবং ১৫জন ACA এর মাধ্যমে অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স করার সুযোগ পান। ১৫ জন পরীক্ষার্থীর সবাই এই কোর্সে উত্তীর্ণ হতে সফল হয়েছে। এই সার্টিফিকেটটি দেশের বাইরে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মূল্যায়িত হয়। ২০২৩ সালে প্রকল্পের ৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে কেয়ারগিভারদের চাহিদা ও দক্ষতার কারণে তারা সম্মানজনক বেতন-ভাতাদি পেয়ে থাকে। ২০২২ সালে ১১৯ জন কেয়ারগিভারদের ৭৩ জন (৬১%) বিভিন্ন হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলিতে রোগীর পরিষেবা পরিচর্যাকারী হিসাবে কাজ করছেন, এছাড়া আরো ২৯ জন (২৪%) প্রবীণ ব্যক্তি, রোগী এবং শিশুদের জন্য হোম হেলথ কেয়ার পরিষেবার কাজ করছেন এবং আরো ১৭ জন (১৫%) বিভিন্ন কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক/এসেসর হিসাবে কাজ করছেন। এই প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভারগণ NSDA-এর এসেসর হিসেবেও কাজ করছেন।

জাপানিজ চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠান MIRAI-TNRA এর চাহিদা অনুসারে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মির্জাপুর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র থেকে ২৩ জন প্রশিক্ষণার্থী জাপানিজ ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে এবং তাদের ছয়মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর তাদের জাপানে কেয়ারগিভিং বিষয়ে কর্মসংস্থান হবে।

অপরদিকে, পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে SEIP প্রকল্পের Tranche-3 এর আওতায় ২০২২ সাল থেকে কেয়ারগিভিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৮০০ জন কেয়ারগিভার তৈরীর লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ পর্যন্ত ১২৮৭ জন কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণের লেভেল-২ সফলভাবে সমাপ্ত করেছে এবং প্রশিক্ষণার্থীরা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) থেকে সনদায়ন লাভ করেছে। ৩ মাস ব্যাপী পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি আবাসিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ইংরেজি/জাপানি ভাষা দক্ষতা প্রশিক্ষণ , ইন্টার্নশীপ এবং প্রশিক্ষণ শেষে সফল প্রশিক্ষণার্থীদের ৫০০০/- টাকা মূল্যের মেডিক্যাল টুলস কিট বক্স প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ১৭২ জন ইতোমধ্যে দেশের স্বনামধন্য হাসপাতাল, হোম সার্ভিস ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে নিয়োজিত রয়েছে এবং এক্ষেত্রে জবপ্লেসমেন্টের হার ৬৫.৫%।

ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে SEIP প্রকল্পের উদ্যোগে কুমুদিনী ও পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে দক্ষ কেয়ারগিভার তৈরি করা হচ্ছে, যারা স্থানীয় ও বিদেশি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে SEIP প্রকল্প তাই দক্ষতা বৃদ্ধি ও সম্মানজনক বেতনের পাশাপাশি মানসম্মত সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে কেয়ারগিভিং পেশাকে মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই রূপে গড়ে তোলায় অসামান্য অবদান রাখছে।





অপরদিকে, পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে SEIP প্রকল্পের Tranche-3 এর আওতায় ২০২২ সাল থেকে কেয়ারগিভিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৮০০ জন কেয়ারগিভার তৈরীর লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ পর্যন্ত ১২৮৭ জন কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণের লেভেল-২ সফলভাবে সমাপ্ত করেছে এবং প্রশিক্ষণার্থীরা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) থেকে সনদায়ন লাভ করেছে। ৩মাস ব্যাপী পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি আবাসিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ইংরেজি/জাপানি ভাষা দক্ষতা প্রশিক্ষণ , ইন্টার্নশীপ এবং প্রশিক্ষণ শেষে সফল প্রশিক্ষণার্থীদের ৫০০০/- টাকা মূল্যের মেডিক্যাল টুলস কিট বক্স প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ১৭২ জন ইতোমধ্যে দেশের স্বনামধন্য হাসপাতাল, হোম সার্ভিস ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে নিয়োজিত রয়েছে এবং এক্ষেত্রে জবপ্লেসমেন্টের হার ৬৫.৫%।

ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে SEIP প্রকল্পের উদ্যোগে কুমুদিনী ও পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে দক্ষ কেয়ারগিভার তৈরি করা হচ্ছে, যারা স্থানীয় ও বিদেশি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে SEIP প্রকল্প তাই দক্ষতা বৃদ্ধি ও সম্মানজনক বেতনের পাশাপাশি মানসম্মত সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে কেয়ারগিভিং পেশাকে মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই রূপে গড়ে তোলায় অসামান্য অবদান রাখছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তি খাতে SEIP | IDCOL এর যৌথযাত্রা

নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তি (Renewable Energy) হলো শক্তির এমন এক উৎস যা বারংবার কিংবা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুনরায় ব্যবহার করা যায় এবং এর ফলে শক্তির উৎসটি নিঃশেষ হয়ে যায় না। বিশ্বে নবায়নযোগ্য শক্তির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ মানুষের বিদ্যুতের চাহিদার ৮৫ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে পূরণ করা হবে। অধিকাংশ দেশ তাদের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে নবায়যোগ্য শক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। নবায়নযোগ্য শক্তি সমূহ পরিবেশবান্ধব এবং কার্বন নিঃসরণ মুক্ত। আর এই জাতীয় শক্তিগুলো আমরা সাধারণত সুর্যরশ্মি, বাতাস, বৃষ্টি এবং জিওথার্মাল হিট থেকে পেয়ে থাকি। এই শক্তিগুলো বর্তমানে চারটি সেক্টর- বিদ্যৎ উৎপান, বাতাস এবং ওয়াটার হিটিং এবং কুলিং, Transportation and Off-Grid Energy Service- এ ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৭.৭ মিলিয়ন চাকরি এই নবায়নযোগ্য শক্তির জন্য তৈরি হয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তির মূল উৎস হলো সূর্যের আলো তাই বলা হয়ে থাকে যে আগামী ১ বিলিয়ন বছর পর্যন্ত নবায়নয়োগ্য শক্তির কোনো কমতি হবে না। বর্তমানে ৪৪ মিলিয়ন বাসায় বায়োগ্যাস দিয়ে রান্নার কাজ হচ্ছে, অন্যদিকে প্রায় ১৬৬ মিলিয়ন বাসায় ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যায়োম্যাস কুকস্টোভ। এছাড়াও বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশের ২০% এর বেশি লোক এখন প্রতিদিন নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে থাকে।

স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) প্রকল্প বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের ওপর একটি সমীক্ষা চালায়। এই সেক্টরে সম্ভাব্য সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে, গবেষণায় বিভিন্ন ট্রেডে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীটি ট্রান্স-৩ এর অধীনে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে, বাংলাদেশের মোট বিদ্যুতের একটি অংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপন্ন হয়। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে, ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ২০০৯ সাল থেকে একটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি কার্যকর রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের এগিয়ে আসে। SEIP প্রকল্প নবায়নযোগ্য শক্তির উপর একটি সাব-সেক্টর বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এবং নবায়নযোগ্য শক্তি সেক্টরে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তুলে ধরে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের (IDCOL) মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তির ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৬ নভেম্বর ২০২২ -এ IDCOL-এর সাথে SEIP প্রকল্পের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে ৪২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সালের মধ্যে চারটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সাতটি কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপ্ত হলে ষাট শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা পাবে। এই প্রশিক্ষণ উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

অগ্রগতিঃ
লক্ষ্যমাত্রা, ৪২৫, ভর্তি হয়েছে ১২৩ জন, মহিলা প্রশিক্ষণার্থী-৬ জন

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণে SEIP | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর যৌথযাত্রা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) প্রকল্পের সক্রিয়ভাবে চলমান দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) একটি সহযোগী অংশীদার প্রতিষ্ঠান। PKSF ধারাবাহিকভাবে SEIP এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ট্র্যাঞ্চ-১,২ এবং ৩-এ একটি প্রতিশ্রুতিশীল অংশীদার হিসাবে কাজ করেছে। SEIP প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে PKSF বিভিন্ন শ্রেনির মানুষের জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্যের নিরসন করছে। ইতিমধ্যে PKSF SEIP প্রকল্পের আওতায় ৪০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (PWD), ৬০০ এতিম এবং অবহেলিত যুব সমাজ (OAY), ১৮০০ কেয়ারগিভার এবং সুবিধাবঞ্চিতজন গোষ্ঠীর ২০০০ ব্যক্তির জন্য বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। SEIP-এর সহায়তায় তারা সম্প্রতি দুটি নির্বাচিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ট্রান্সজেন্ডারদেরও প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

PKSF স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সুবিধার্থে দক্ষতা উন্নয়ন সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ ইউনিট (SDCMU) এর সাথে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করেছে। ২১ ডিসেম্বর, ২০২১-এ, ৪০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে (PWD) প্রশিক্ষণের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে, ১৩ জানুয়ারী, ২০২২-এ, ৬০০ এতিম এবং অবহেলিত যুবকদের (OAY) জন্য প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য একটি দ্বিতীয় চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবশেষে, ১৭ ফেব্রুয়ারী,২০২২-এ, তৃতীয় চুক্তিটি ১৮০০ কেয়ারগিভারদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এই উদ্যোগগুলি প্রকল্পের ট্র্যাঞ্চ- ৩ -এর অধীনে হবে। এই চুক্তি স্মূহের লক্ষ্য ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ২৮০০ প্রশিক্ষণার্থীর বিশেষ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা।



ছবি: বগুড়ায় টিএমএসএস'এ তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ

PKSF-SEIP কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগ - এর আওতাধীন Skills Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন SEIP প্রকল্পের Tranche-3 এর আওতায় ২০২২ সাল থেকে পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে Caregiving প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ১৮০০ জন কেয়ারগিভার তৈরীর লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ পর্যন্ত ১২৮৭ জন কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণের লেভেল-২ সফলভাবে সমাপ্ত করেছে এবং প্রশিক্ষণার্থীরা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) থেকে সনদায়ন লাভ করেছে। প্রশিক্ষণটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। ৩মাস ব্যাপী পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি আবাসিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ইংরেজি/জাপানি ভাষা দক্ষতা প্রশিক্ষণ, ইন্টার্নশীপ এবং প্রশিক্ষণ শেষে সফল প্রশিক্ষণার্থীদের ৫০০০/- টাকা মূল্যের মেডিক্যাল টুলস কিট বক্স প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ৭৭৪ জন ইতোমধ্যে দেশের স্বনামধন্য হাসপাতাল, হোম সার্ভিস ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে নিয়োজিত রয়েছে এবং জবপ্লেসমেন্ট হার ৬০.১৪%।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের (PwD) প্রশিক্ষণ

প্রতিবন্ধিরা সমাজের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এরা সবথেকে পিছিয়ে রয়েছে। অসচ্ছল পরিবারের সদস্যরা সকল ক্ষেত্রে আরও বেশি মানবেতর থাকেন। ৪০০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে Fashion Garments, IT Support Service, Mobile Phone Servicing ট্রেডে অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। পরিবারের বোঝা হিসেবে বিবেচিত এসকল পিছিয়ে থাকা প্রতিবন্ধিরা এখন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জীবন বদলে দেয়ার স্বপ্ন দেখছেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধিতা জয় করে এ সকলবিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবরা এখন অনেক দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। প্রকল্পের আওতায় অদ্য পর্যন্ত ৩৭৩ জনের সনদায়ন হয়েছে এবং ২৪৪ জন কাজে নিয়োজিত আছে।

ট্রান্সজেন্ডারদের প্রশিক্ষণঃ

ট্রান্সজেন্ডাররা পরিবার ও সমাজের নিকট সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদেরকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা রয়েছে। এরা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে দলবদ্ধভাবে মানুষের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে। দেশের পিছিয়ে পড়া এসকল ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীকে নিয়ে অর্ন্তভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে SEIP প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান টিএমএসএস, বগুড়া-এর মাধ্যমে ৫০ জন ট্রান্সজেন্ডারকে ৩ মাস মেয়াদি 'ফ্যাশন গার্মেন্টস' ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলাই এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিলো। প্রশিক্ষিতদের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৪ জন ট্রান্সজেন্ডার তাদের প্রথাগত পেশা পরিবর্তন করে কর্মে নিয়োজিত হয়েছে। প্রশিক্ষিত ট্রান্সজেন্ডারদের একজন টিএমএসএস-এ 'ফ্যাশন গার্মেন্টস' ট্রেডের প্রশিক্ষক হিসেবে চাকুরি করছে।

অনাথ এবং পরিত্যক্ত যুবকদের প্রশিক্ষণঃ

SEIP অনাথ এবং পরিত্যক্ত যুবক (OAY)'দের সক্ষমতা বিকাশে সুযোগ প্রদানের জন্য PKSF এর সাথে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। SEIP দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের এতিম, পরিত্যক্ত, সৎসন্তান, চরম দারিদ্রে নিপতিত, পথশিশু, তালাকপ্রাপ্ত পিতামাতার সন্তান, নিখোঁজ ও পিতামাতার যত্নহীন এসব অনাথ এবং পরিত্যক্ত যুবকদের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত করেছে। সামগ্রিকভাবে, প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা ও ক্ষমতার বিকাশে প্রভাব ফেলছে এবং কর্মস্সংস্থান নিশ্চিতের মাধ্যমে তাদের জাতীয় মানব সম্পদে পরিণত করেছে।

SEIP-PKSF এর প্রশিক্ষণ যাত্রার সুফলঃ

- অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করেছে।
- প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় কাজ করতে পারে।
- ট্রান্স জেন্ডারদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।
- এতিম ও বিপথগামী তরুণদের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আশার সঞ্চার করে দক্ষ কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করেছে।
- দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবহেলিত ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করেছে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সংবেদনশীলতা সৃষ্টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
- বিজনেস প্লানে আত্মকর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব প্রদান করায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। নারীদের আর্থ-সামাজি অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
- PKSF'র আর্থিক ব্যবস্থাপনায় SEIP'র TMS এবং FINMAN ভাল ভূমিকা রেখেছে।

পাট শিল্পে দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে SEIP এর যৌথযাত্রা

পাট বাংলাদেশের গোল্ডেন ফাইবার বা সোনালী আঁশ হিসাবে সুপরিচিত। পাট গাছ থেকে প্রাপ্ত একটি প্রাকৃতিক আঁশ যা বায়োডিগ্রেডেবল বলে পরিবেশবান্ধব পাটজাত দ্রব্য যেমন: সুতা, দড়ি, কার্পেট, কাপড়, বস্তার মতো ঐতিহ্যবাহী পণ্য রপ্তানী করে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পাটজাত পণ্য রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু সাম্প্রতিক এ শিল্পটি কৃত্তিম আঁশের সাথে প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে নানা সমস্যায় নিপতীত হয় । পাট শিল্পের বিরাজমান সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও পাটখাতকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সরকারি সিদ্ধান্তে ১লা জুলাই ২০২০ তারিখ থেকে বিজেএমসি'র আওতাধীন মিলসমূহের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করে শ্রমিকদের চাকুরী গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের আওতায় অবসায়ন করা হয়। এতে অনেক দক্ষ শ্রমিক চাকুরীচ্যুত হন । পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি) এর আওতাধীন বন্ধ ঘোষিত মিলসমূহ ইজারা ভিত্তিতে বেসরকারি মালিকানায় চালু করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পাটের ইতি গৌরব ফিরিয়ে আনা এবং বিজেএমসি বন্ধের কারণে অবসায়নকৃত অপেক্ষাকৃত তরুণ (১৮-৪০ বছর) শ্রমিকদের পাশাপাশি কর্মহীন যুবকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য SEIP প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবসায়নকৃত পাটকলের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের নির্দেশনা দিয়েছেন। এ উদ্যোগের আরেকটি লক্ষ্য হলো বেসরকারি মিলসমূহে এসব প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDGs) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাট খাতের শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং মূল স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি এর অধীনে পাঁচটি উচ্চ-চাহিদা কোর্স চিহ্নিত করা হয়েছে।

SEIP প্রকল্পের Tranche-3 এর আওতায় পাট শিল্পে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র আওতাধীন বন্ধ মিলসমূহের ইজারা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি মালিকানায় চালু করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মিল বন্ধের কারণে অবসায়নকৃত শ্রমিকদের পাশাপাশি কর্মহীন যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিজেএমএ ও এর আওতাধীন বেসরকারি মিল প্রধানগণের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বিজেএমসি এবং বিজেএমএ'র সাথে কয়েক দফা আলোচনা করে কর্মপরিকল্পনা সম্বলিত Business Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, পিকেএসএফ এবং বিডব্লিউসিসিআই'র SEIP'র সাথে সমন্বিত যাত্রা

অফুরন্ত বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সম্ভাবনার দেশ-বাংলাদেশ। এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রয়াস। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্রোতধারায় জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে শিক্ষিত বেকার তরুণ সমাজ। উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে যুব-প্রজন্মকে অর্থনৈতিক ধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব হলে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বিকাশ ও প্রসারের মাধ্যমে তা অর্থনীতিতে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আমাদের তরুণ প্রজন্মের রয়েছে উদ্যোক্তা হওয়ার মতো মেধা, উৎকর্ষতা, প্রশিক্ষণ এবং ঝুঁকি নেয়ার অদম্য সাহস, কিন্তু প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা, আর্থিক সক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অনেকেই ইচ্ছা সত্ত্বেও উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। ফলে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার মতো প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অনুকূল পরিবেশ তৈরির বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ চলমান আছে। SEIP প্রকল্প এক্ষত্রে তরুণ উদ্যোক্তা তৈরিতে উল্লখেযোগ্য ভূমকিা পালন করছে



উদ্যোক্তাদরে ওপর পরচিালতি বভিন্নি সমীক্ষায় দখো গছে তারা কোনরকম প্রশক্ষিণ, অভজ্ঞিতা ও দক্ষতা ছাড়া নজিস্ব উদ্যোগে ব্যবসা শুরু করনে। কিন্তু অল্প সময়রে মধ্যে নানারকম চ্যালঞ্জেরে মুখে পড়নে অর্থাৎ শুরুতইে আত্মর্কমসংস্থান এবং র্অথনতৈকি উন্নয়নে সৃষ্টি হয় নানারকম ঝুঁকি উৎপাদনমুখী র্কমকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে দেশীয় শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও কুটরি শল্পি র্কমসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দারিদ্র দূরীকরণ, আঞ্চলকি বৈষম্য দূরীকরণ এবং স্থানীয় সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গুরুত্বর্পূণ অবদান রাখতে পারে।

উদ্যোগ শব্দটি ফরাসি শব্দ Entreprenerd থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ শুরু করা, দায়িত্ব গ্রহণ করা। উদ্যোগ ধারণাটির অন্যতম প্রবর্তক রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ জোসেফ এ সুমপিটার এর মতে, এটি সনাতন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে ব্যবসা পদ্ধতি বা পণ্য ও সেবাকে সমৃদ্ধ করেছে। Innovation theory of profit তত্ত্বানুযায়ী উদ্যোগের কাজ হলো এক ধরণের Innovation - idea নিয়ে একটি যাত্রা শুরু করা। অপর অর্থনীতিবিদ Frank Knights' মতে অনিশ্চিয়তার মধ্যেও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃজন, পরিচালনা এবং বহুমাত্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পণ্য/সেবা উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফা উৎপাদনই মূলত উদ্যোক্তার কাজ।

একজন উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যঃ

- স্বপ্নবান এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ;
- বাজারে পণ্য/সেবা বিষয়ে নতুন ভাবনা ভাবতে পারেন;
- স্থানীয় সমস্যার সৃজনশীল সমাধান দিতে সক্ষম;
- ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম ও কর্মনিষ্ঠ;
- নেতৃত্বগুণ থাকতে হবে, যোগাযোগে পারদর্শি হতে হবে;
- ব্যবসার লক্ষ্য নির্ধারণ;
- ব্যবসা পরিচালনায় সক্ষমতা;
- বাজার ও সমাজের পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা;

উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নিম্নোক্ত বিষয় সাহায্য করেঃ

- বাস্তবসম্মত ব্যবসা পরিচালনা প্রস্তুতকরণ;
- উদ্যোগ বিষয়ক যথাযথ জ্ঞানার্জন;
- স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং উদ্যোগের মাধ্যমে টেকসই সমাধান;
- ব্যবসায়িক হিসাব সংরক্ষণ;
- বাজার চাহিদার সাথে পণ্য বা সেবার সম্পর্ক স্থাপন;
- নেটওয়ার্কিং; এবং
- ভবিষ্যতে সাথে সংযোগ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যকারী উদ্যোগের ফলে প্রান্তিক উদ্যোক্তার উন্নয়ন

SEIP-এর কার্যক্রমরে ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে ২২টি তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে এসএমই খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও বিদ্যমান প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়, ব্যাংকিং, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েটধারী নতুন উদ্যোক্তা অথবা স্বল্প দক্ষ উদ্যোক্তাদেরকে ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী আর্থিক ও বিবিধ প্রকারের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের মতো ক্রমবিকাশমান অর্থনীতিতে আয় বৈষম্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সম্পদের সুষম বন্টন ও টেকসই উন্নয়নে এসএমই খাত অত্যন্ত জরুরী।

> "উদ্ভাবনীমূলক ব্যবসায়িক উদ্যোগের উৎস হিসেবে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বহুমাত্রিক রূপ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অনন্য মাধ্যম হিসেবে এসএমই খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের তরুণ উদ্যমী উদ্যোক্তাদের এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াসে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড সোস্যাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এবং SEIP প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রোগ্রাম' অনবদ্য ভূমিকা পালন করতে পারে" ।
>
> বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মানিত গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার

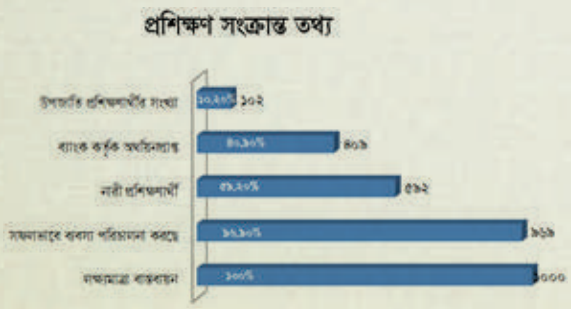
SEIP এবং Bangladesh Bank এর "এর সমন্বিত উদ্যোগের আওতায় ২২ টি তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে দেশব্যাপী ১৬টি জেলায় ৩২টি সেন্টারে "উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রোগ্রাম" বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৪০টি ব্যাচে সর্বমোট ১০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৯৬৯ জন (প্রায় ৯৭%) উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট নতুন উদ্যোক্তা অথবা স্বল্প দক্ষ উদ্যোক্তাদেরকে ব্যবসা পরিচালনা, ব্যাংকিং, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা নৈতিকতা বিষয়ক জ্ঞান সমৃদ্ধকরণসহ একটি দীর্ঘমেয়াদি একটি আনুষ্ঠানিক ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়নে মেন্টরশীপ সহায়তা প্রদানের ফলে প্রায় ৯৭% প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছেন যা কর্মসংস্থান সৃজন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী অর্থায়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Innovation, Creativity & Entrepreneurship (ICE) Center এর মাধ্যমে পরামর্শ সেবা ও বিবিধ প্রকারের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। সাম্প্রতিক কালে নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিরূপ অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিবিধ পদক্ষেপসমূহের মধ্যে SEIP এর উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির পরিকল্পনা অত্যন্ত কার্যকর হিসেবে উদ্যোক্তাসহ অন্যান্য অংশীজনের নিকট প্রশংসিত হয়েছে।





এ প্রকল্পের আওতায় "উদ্যোগ সফলতায় ১০০ ঘন্টা" শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে যা প্রান্তিক পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের কাছে উপকারী এবং ব্যাংকারদের কাছে সিএমএসএমই অর্থায়নে সহায়ক হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২২ তারিখে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দের উপস্থিতিতে সম্মানিত গভর্নর জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার কর্তৃক পুস্তিকাটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের মাঝে প্রায় ৬০% নারী প্রশিক্ষণার্থী অর্থাৎ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া তিনটি পার্বত্য জেলায় মোট ১০২ জনকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রোগ্রামে যুক্ত করায় সমৃদ্ধ নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে।
সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে SEIP Trench-3 প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রোগ্রামের বহুমুখী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয়ে উৎসাহিতকরণ, বেকারত্ব দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃজন, উদ্যোক্তাদের মাঝে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন, ব্যবসায় স্থিতিশীলতা আনয়ন, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, অন্যান্য অংশীজনদের সাথে সংযোগ স্থাপন, DU-ICE Center এর পরামর্শ সেবার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তা সৃজনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানসহ এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয়েছে।





দেশব্যাপী কর্মসংস্থান সৃজন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে উদ্যোক্তা উন্নয়নের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে Entrepreneurship Development and Financing Program (EDFP) বাস্তবায়নকল্পে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা নয়ি পরর্বতীতে ববিচেনা করা যতেে পার

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সাথে ছিল

উদ্যোক্তা উন্নয়নে নারী ব্যবসায়ী উন্নয়ন এবং নারী কর্মী সৃজনের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে। ১ম পর্যায়ের কাজ অত্যন্ত সফলতার সাথে শেষ করায় বর্তমানে ট্রান্স - ৩ এর আওতায় ২০২০ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটি ১৩টি জেলায় (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, টাঙ্গাইল,বগুড়া, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, যশোর, নরসিংদী, গাজীপুর ও রংপুর) ৫টি ট্রেডে ('বিউটিফিকেশন এবং এন্টারপ্রেইনারশীপ ডেভেলপমেন্ট, 'ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এবং এন্টারপ্রেইনারশীপ ডেভেলপমেন্ট ও 'ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন এবং এন্টারপ্রেইনারশীপ ডেভেলপমেন্ট, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এবং এন্টারপ্রেইনারশীপ ডেভেলপমেন্ট এবং আইটি ফ্রিল্যাসিং এবং এন্টারপ্রেইনারশীপ ডেভেলপমেন্ট) মোট ৫৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছ্। ইতোমধ্যে ২০৪ টি ব্যাচে ২৫ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং ১০ জন শারিরীক প্রতিবন্ধীসহ মোট ৫০০৪ জন নারীর বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উদ্যোক্তা উন্নয়নের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটিকেও। বিউটিফিকেশন কোর্সের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীকে কর্মদক্ষ করে সম্মানজনক পেশা নির্বাচনের জন্য এই প্রশিক্ষণটি ভ,মিকা রাখতে পারবে। রাজশাহী টিটিসি-তে এই যে, ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির সদস্যগণ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। প্রয়োজনীয় দক্ষতা অভাবে ভিক্ষাবৃত্তির মতো আদি পেশা তারা সাধারণত: বেছে নেয়। কিন্তু SEIP এর প্রশিক্ষণ তাদের জীবনে আশার আলো জাগিয়েছে প্রশিক্ষণ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে সহায়ক হয়ে উঠছে। সমাজের আর দশজন মানুষের চোখে নাড়া দিয়েছে এই গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, আর প্রয়োজন কর্মসংস্থান সৃজন। মোট ৫০০৪ জন নারীর জ্ঞান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ শেষে ৩৩৮ জন বৃহৎ পরিসরে নারী উদ্যোক্তা, ৩৬৯১ জনের আত্মকর্মসংস্থান এবং ৫৪ জনের মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গড়ে কর্মসংস্থানের হার ৮১.৫৯%। নারী উদ্যোক্তাদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে গাজীপুর জেলায় আবাসিক সুবিধা সম্বলিত দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীরা যেন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে সেজন্যই এ আবাসিক হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এই আবাসন সুবিধা প্রান্তকি অঞ্চলের নারীদরে উদ্যোক্তা তরৈরি প্রশক্ষিণ গ্রহণে সহায়ক হয়ে উঠবে।

উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ছিল

পিকেএসএফ SEIP প্রকল্পের আওতায় ২০১৫ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত তিনটি ধাপে ৩৮,৬১৪ জন যুব'কে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২৬,৮৮৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে, এর মধ্যে ৮,১৮২ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে। মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে ৩০.৪৩% আত্মকর্মসংস্থান অর্থাৎ উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশের সক্ষমতা অর্জন করেছে।

উল্লেখ্য যে, বিগত ২০২০ সালে The Nielsen Company (Bangladesh) Limited "SEIP-PKSF প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের আত্মকর্মসংস্থান" বিষয়ক একটি জরিপ/গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত জরিপ/গবেষণার তথ্য অনুযায়ী PKSF-SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে যারা উদ্যোক্তা হয়েছে, তাদের যেসকল বিষয়ে চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন অর্জিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছেঃ

- পুরুষের (৮৭.১%) তুলনায় নারীদের (৯৮%) উদ্যোক্তা হওয়ার সংখ্যা বেশি;
- ৯১% উদ্যোক্তাদের মতামত তাদের পরিবারের সদস্যদের নিকট অতীতের তুলনায় (প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগে) গুরুত্বপূর্ণ বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। ৯৩.১% উদ্যোক্তা বিশ্বাস করেন যে, তাদের সামাজিক সম্মান অতীতের তুলনায় বেড়েছে;
- উদ্যোক্তাদের আবাসন অবস্থার উন্নতি হয়েছে; ইটের ঘর নির্মাণ ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে এছাড়াও তাদের পরিবারে স্যানিটেশন অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এখন ৫২.৭% পরিবারের আধুনিক টয়লেট সুবিধা রয়েছে (ফ্ল্যাশসহ কমোড, ফ্ল্যাশ ছাড়া প্যান) যা প্রশিক্ষণে যোগদানের আগে ৪০.৮% ছিল;
- চিকিৎসা ব্যয় পরিবারে অতীতের (৭৪৭ টাকার) তুলনায় ৫৯.৭ % বৃদ্ধি হয়েছে যা চিকিৎসার গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের মত ক্রমবিকাশমান অর্থনীতিতে আয় বৈষম্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি স্থানীয়ভাবে অর্থনীতি চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অপরিসীম। SEIP প্রকল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য যে প্রতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছে তার ফলাফল খুব শীঘ্রই দৃশ্যমান হয়ে উঠবে।

SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণের আওতায় দক্ষতা পর্যালোচনা



SEIP তৈরি করছে অর্ধলক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান

বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে এবং অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। বর্তমান সরকার দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করেছে এবং বিদ্যুৎ সুবিধার এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নবজাগরণ সৃষ্টি হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে বিদ্যুৎ ছাড়া যেমন শিল্পকারখানা কল্পনা করা যায় না, তেমনি কৃষিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রযুক্তির আবির্ভাবের ফলে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে বহুগুণ। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, উৎপাদন ও ব্যবহারের তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক দিক বর্তমান সময়ে খুবই প্রাসঙ্গিক তা হলো ইলেকট্রিশিয়ান বা বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী। বিদ্যুৎ যত উপকারী বন্ধুই হোক না কেন, এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাও কিন্তু ব্যাপক। একটু এদিক সেদিক হলেই ঘটতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা। অগ্নিকান্ড থেকে শুরু করে জীবননাশের মতো ক্ষতিকর ঘটনার ঝুঁকিও কম নয়। তাই বৈদ্যুতিক সংযোগ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের কাজটি করতে হয় অত্যন্ত সাবধানতার সাথে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানগণ।

বিদ্যুৎ বিভাগের লক্ষ্য হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন (সূত্রঃ ২০২২-২০২৩) অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ১৫২ টি, সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,৬৪৮ (মে: ও:), মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কি.ও.ঘন্টা) ৬০২ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ), বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ, বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১০০% এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ২৮,৩১৯.৭২ কোটি টাকা এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য ধরা হয়েছে ৩৪,৮১৯ কোটি টাকা।

(সূত্রঃ https://powerdivision.gov.bd/site/view/annual_reports/Annual-Report).বাংলাদেশে দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে এবং এই ব্যাপক চাহিদার কারণ হিসেবে শিল্পায়ন, ব্যাপক নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জীবনযাপনের মান বৃদ্ধি এবং এমনকি কৃষি খাতের আধুনিকায়নকে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাছাড়া দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে নির্মাণ, উৎপাদন, টেলিযোগাযোগ এবং নবায়নযোগ্য শক্তির মতো খাতে বাংলাদেশে দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের চাহিদা বাড়ছে।

দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান হওয়া সহজ কথা নয়। একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান হতে গেলে যথাযথ প্রশিক্ষনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমাদের দেশে যেমন ক্রমান্বয়ে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ছে, তেমনি রয়েছে কর্মক্ষম বয়সী অসংখ্য বেকার। তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে সহজে ইলেকট্রিশিয়ান হওয়া কর্মসংস্থানের দিক থেকে একটি ভাল বিকল্প। অল্প লেখাপড়া জানা তরুণ-তরুণীরা তাই ব্যাপকহারে এ পেশার দিকে ঝুঁকছেন। তবে আর্থ-সামাজিক উন্নতির সাথে সাথে দেশ-বিদেশে বিদ্যুতের ব্যবহার যে হারে বাড়ছে সে অনুপাতে দক্ষ ইলেক্ট্রিশিয়ানের সংখ্যা এখনো অপ্রতুল।

বাংলাদেশের বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা ও কর্মশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটি বৈদ্যুতিক খাত সহ বিভিন্ন শিল্পের চাহিদা মেটাতে ব্যক্তিদের প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ করছে। SEIP প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল দক্ষতার ঘাটতি পূরণ করা এবং চাকরির বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার সাথে ব্যক্তিদের প্রস্তুত করা। ইলেকট্রিকাল ইন্সটলেশান এন্ড মেইন্টেন্যান্স কোর্সের পরিপ্রেক্ষিতে, SEIP-এর লক্ষ্য একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা যা বৈদ্যুতিক শিল্পের বৃদ্ধি এবং বিকাশে কার্যকরভাবে অবদান রাখতে পারে।

ইলেকট্রিকাল ইন্সটলেশান এন্ড মেইন্টেন্যান্স বলতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন এবং পরিচালনা করা বোঝানো হয়। একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের দায়িত্ব ও কার্যাবলিগুলো নিম্নরূপ-

বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সিস্টেম ইনস্টল করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ইনস্টলেশন করা, পুরনো সিস্টেম মেরামত করা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সিস্টেমের রুটিন মেইন্টেন্যান্স করা, বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেটিং করা, বৈদ্যুতিক সিস্টেম পরীক্ষা করা।

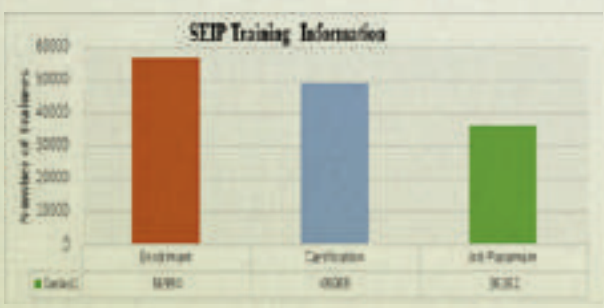
বিদ্যমান ওয়্যারিং সিস্টেমের আপগ্রেড করা, বৈদ্যুতিক ডিভাইসের সমস্যা সমাধান করা এবং বৈদ্যুতিক ডিভাইসের ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

SEIP প্রকল্প দেশের বেকার ও মাঝারী মানের দক্ষ জনশক্তিকে ১৩০ টিরও বেশি রকম পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদান করার উদ্দেশ্যে কাজ করছে, এগুলোর মধ্যে ইলেকট্রিকাল ইন্সটলেশান এন্ড মেইন্টেন্যান্স অন্যতম। SEIP প্রকল্পের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিকাল ইন্সটলেশান এন্ড মেইন্টেন্যান্স এর উপর ৩ থেকে ৬ মাসের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই

পর্যন্ত SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৫৬,৯৯০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে ৪৯,০৬৯ জন (সূত্র: TMS, SEIP) ইলেকট্রিকাল ইন্সটলেশান এন্ড মেইন্টেন্যান্স এর উপর সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে ৩৬,১৯২ জন গ্র্যাজুয়েড (সূত্র: TMS, SEIP) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করনসহ এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে এই প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।



SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৬,৯৯০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৫,৫০২ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ইলেকট্রিকাল ইন্সটলেশান এন্ড মেইন্টেন্যান্স কোর্সে ভর্তি হয় এবং ৪৮৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে ২৪৪৯ জন গ্র্যাজুয়েড (সূত্র: TMS, SEIP) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষণার্থী যেন শিল্প কারখানার চাহিদা অনুযায়ী সঠিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেজন্য SEIP মান সম্পন্ন কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ডও তৈরী করেছে। প্রশিক্ষণ শেষে একজন প্রশিক্ষণার্থী বৈদ্যুতিক নীতি, কোড, বৈদ্যুতিক সিস্টেম স্থাপন এবং পরিচালনা করার ব্যবহারিক কৌশলগুলি এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং ইন্ডাস্ট্রির চাহিদরি সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য SEIP কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ডটি নিয়মিত আপডেট করে থাকে।



একজন দক্ষ ইলেক্ট্রিশিয়ানের দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সেক্টরে এবং শিল্পে চাকরির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। SEIP এর ইলেকট্রিকাল ইন্সটলেশান এন্ড মেইন্টেন্যান্স কোর্সে প্রশিক্ষণ নিয়ে এই পর্যন্ত ৩৬,১৯২ জন গ্র্যাজুয়েড (সূত্রঃ TMS, SEIP, ২৪.০৬.২৩) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। তাদের কাজের জায়গাগুলো হচ্ছেঃ

• নির্মাণ শিল্প: নতুন বিল্ডিং প্রকল্পের জন্য নির্মাণ খাতে প্রায়ই ইলেকট্রিশিয়ানের প্রয়োজন হয়। তারা আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প ভবনগুলিতে বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন, ওয়্যারিং এবং বৈদ্যুতিক সিস্টেম সেটআপে কাজ করে।

• বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী সংস্থা: অনেক ইলেকট্রিশিয়ান বিশেষ বৈদ্যুতিক চুক্তি সংস্থাগুলির জন্য কাজ করে যেগুলি বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিষেবা সরবরাহ করে। এই সংস্থাগুলি আবাসিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প গ্রাহকদের পরিষেবা প্রদান করতে পারে।

• উৎপাদন এবং শিল্প সুবিধা: শিল্প কারখানা এবং উতপাদন সুবিধাগুলির জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য ইলেকট্রিশিয়ানদের প্রয়োজন।

• সরকারি এবং পাবলিক সেক্টর: ইলেকট্রিশিয়ানরা সরকারি সংস্থা, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পাবলিক ইউটিলিটি এবং পরিবহন বিভাগে চাকরির সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন। তারা পাবলিক বিল্ডিং, অবকাঠামো প্রকল্প, বা ইউটিলিটি পরিষেবাগুলিতে বৈদ্যুতিক সিস্টেমে কাজ করতে পারে।

• ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি: ইলেকট্রিশিয়ানদের ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বা সংস্থার দ্বারা বিভিন্ন অফিস ভবন, হাসপাতাল, স্কুল এবং শপিং সেন্টারগুলির বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিচালনা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

• নবায়নযোগ্য শক্তি সেক্টর: ইলেকট্রিশিয়ানদের নবায়নযোগ্য শক্তি সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজের সুযোগ রয়েছে যেমন সৌর প্যানেল ইনস্টলেশন, বায়ু টারবাইন রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।

• স্ব-কর্মসংস্থান এবং ফ্রিল্যান্সিং: কিছু ইলেকট্রিশিয়ান তাদের নিজস্ব বৈদ্যুতিক চুক্তির ব্যবসা শুরু করতে বা ফ্রিল্যান্সার হিসাবে কাজ করতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি ইলেকট্রিশিয়ানদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই লক্ষ্যে SEIP প্রকল্পের সাথে যুক্তরাজ্যভিত্তিক City and Guilds- এর সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আওতায় জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (BMET) অধিনস্থ ০৬ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইলেকট্রিকাল এর উপর ০৬ মাসের ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক মানের সনদায়ন কোর্স । এই পর্যন্ত কোর্সটিতে ২,১৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়েছে যার মধ্যে ১৮৫১ জন সফলভাবে কোসটি সম্পূর্ণ করেছে এবং ৭৫৫ জন গ্র্যাজুয়েড (সূত্রঃ TMS, SEIP, ১২.০৬.২৩) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশী ইলেকট্রিশিয়ানদের জন্য কিছু জনপ্রিয় গন্তব্যের মধ্যে রয়েছেঃ-

• মধ্যপ্রাচ্যের দেশ: সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), কাতার, কুয়েত এবং বাহরাইনের মতো দেশগুলিতে নির্মাণ এবং

অবকাঠামো খাতে দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের উচ্চ চাহিদা রয়েছে। SEIP প্রকল্পের City and Guilds এর প্রশিক্ষণ নিয়ে এই পর্যন্ত আনুমানিক ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে।

• মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর: এই দেশগুলি নির্মাণ শিল্পে ইলেকট্রিশিয়ানদের জন্য কাজের সুযোগ দেয়, যার মধ্যে রয়েছে বিল্ডিং প্রকল্প, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং অবকাঠামো উন্নয়ন।

• অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড: এই দেশগুলিতে দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের অভাব রয়েছে এবং নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবকাঠামো প্রকল্পগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

• ইউরোপীয় দেশ: বাংলাদেশ থেকে ইলেকট্রিশিয়ানরা যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইতালির মতো দেশে বিশেষ করে নির্মাণ ও শিল্প খাতে চাকরির সম্ভাবনা খুঁজে পেতে পারেন।

• কানাডা: কানাডায় দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের চাহিদা রয়েছে এবং নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পে সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ইলেকট্রিশিয়ানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে নির্মাণ, বাণিজ্যিক এবং আবাসিক খাতে চাকরির সুযোগ অন্বেষণ করতে পারে।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ইলেকট্রিশিয়ানদের চাহিদা বিভিন্ন কারণে আরো বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে:

অবকাঠামো উন্নয়ন: বাংলাদেশ আবাসিক ভবন, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স, শিল্প পার্ক এবং পরিবহন নেটওয়ার্ক নির্মাণ সহ দ্রুত অবকাঠামোগত উন্নয়নের সম্মুখীন হচ্ছে। ইলেকট্রিশিয়ানরা এই অবকাঠামো প্রকল্পগুলির বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বৈদ্যুতিক সিস্টেমের দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করে। বর্তমানে অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার ১০টি মেগা প্রকল্প [পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঢাকা মেট্রো রেল, কর্ণফুলী টানেল, মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু (পদ্মা রেল সংযোগ), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পসহ সরকারের বৃহৎ ও মেগা প্রকল্প] হাতে নিয়েছে যেখানে দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের অনেক চাহিদা রয়েছে।

নগরায়ন এবং রিয়েল এস্টেটে উন্নয়ন: দেশের শহুরে অঞ্চলগুলি প্রসারিত হচ্ছে, যার ফলে আবাসিক এবং বাণিজ্যিক সম্পত্তিগুলিতে বৈদ্যুতিক পরিষেবার চাহিদা বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট সেক্টরে ওয়্যারিং, বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইলেকট্রিশিয়ানদের প্রয়োজন হবে।

শিল্প প্রবৃদ্ধি: বাংলাদেশের শিল্প খাত বিস্তৃত হচ্ছে, উৎপাদন, টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং আরও অনেক কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করছে। এই শিল্পগুলিতে বৈদ্যুতিক সিস্টেম, যন্ত্রপাতি এবং অটোমেশন সরঞ্জামগুলি ইনস্টল এবং বজায় রাখার জন্য ইলেকট্রিশিয়ানদের চাহিদা থাকবে।

নবায়নযোগ্য শক্তির উদ্যোগ: বাংলাদেশ সৌরশক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের ওপর জোর দিয়ে আসছে। ইলেকট্রিশিয়ানরা সৌর প্যানেল এবং সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক সিস্টেমের ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, যা দেশের পরিচ্ছন্ন শক্তি লক্ষ্যে অবদান রাখবে।
প্রযুক্তিগত অগ্রগতি: প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির সাথে, ইলেকট্রিশিয়ানদের নতুন বৈদ্যুতিক সিস্টেম, স্মার্ট প্রযুক্তি এবং অটোমেশনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। তারা আইওটি ডিভাইস, এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং বুদ্ধিমান বিল্ডিং সমাধান সহ উন্নত বৈদ্যুতিক সিস্টেমগুলিকে একীভূত এবং বজায় রাখার সাথে জড়িত থাকবে।
নিরাপত্তা এবং কমপ্লায়েন্স : বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক মান এবং আইনের সাথে কমপ্লায়েন্স উপর ক্রমবর্ধমান জোর দেওয়া হচ্ছে। ইলেকট্রিশিয়ানরা বৈদ্যুতিক সিস্টেমের নিরাপদ ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে, দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং সুরক্ষা প্রোটোকলগুলির সাথে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।
SEIP-এর পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতায় দেখা যায় বাংলাদেশের বৈদ্যুতিক খাতে বেশ কিছু স্কিল গ্যাপ রয়েছে। এই গ্যাপগুলি কর্মশক্তির দক্ষতা এবং শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতার মধ্যে অমিল থেকে তৈরি হয়। এই সেক্টরের কিছু মৌলিক স্কিল গ্যাপ হচ্ছেঃ

• প্রযুক্তিগত দক্ষতা: বাংলাদেশের অনেক ইলেকট্রিশিয়ানের আধুনিক বৈদ্যুতিক সিস্টেম এবং নতুন প্রযুক্তি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং দক্ষতার অভাব রয়েছে।

• নতুন প্রযুক্তি: ইন্ডাস্ট্রিগুলো বর্তমানে অটোমেশন, স্মার্ট সিস্টেম এবং নবায়নযোগ্য শক্তির মতো উন্নত প্রযুক্তির সাথে ইলেকট্রিশিয়ানদের সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে।

• সফট স্কিল: ইলেকট্রিশিয়ানদের ক্লায়েন্ট, সহকর্মী এবং ঠিকাদারদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কার্যকর যোগাযোগ, টিমওয়ার্ক, সমস্যা সমাধান এবং গ্রাহক পরিষেবা দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে।

• ক্রমাগত শিক্ষা এবং আপগ্রেডেশন: বৈদ্যুতিক শিল্প ক্রমাগত নতুন প্রযুক্তি, প্রবিধান এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের উদ্ভবের সাথে বিকশিত হলেও ইলেকট্রিশিয়ানরা সাম্প্রতিক অগ্রগতি এবং নতুন প্রযুক্তিগুলোর সাথে আপডেট থাকার জন্য আপস্কিলিংয়ের বিষয়ে উদাসীন থাকে।

বাংলাদেশের বৈদ্যুতিক খাতে স্কিল গ্যাপ হ্রাস করার জন্য SEIP প্রকল্প ০৯ টি স্টেকহোল্ডারদের (BMET, DTE, BITAC, REHAB, BACI, AEOSIB, BEIOA, PKSF, Kumudini) নিয়ে

ইলেকট্রিকাল ইন্সটলেশান এন্ড মেইন্টেন্যান্স এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এই বিষয়ে স্কিল গ্যাপ কমানোর জন্য SEIP প্রকল্প নিম্নোক্ত কৌশলগুলো গ্রহণ করেছে:

• প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ উন্নয়ন: ব্যাপক এবং শিল্প-প্রাসঙ্গিক বৈদ্যুতিক দক্ষতা প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে পাঠ্যক্রম আপডেট করা, নতুন প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা এবং বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমস্যা সমাধানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

• শিক্ষানবিশ কর্মসূচি: শিক্ষানবিশ কর্মসূচী পরিচালনা করা যা একজন প্রশিক্ষণার্থীকে বাস্তব কর্মপরিবেশ সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে । এটি প্রশিক্ষণার্থীকে একজন অভিজ্ঞ ইলেকট্রিশিয়ানের তত্ত্বধায়নে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সুযোগ করে দেয়।

• পেশাগত উন্নয়ন: কর্মশালা, সেমিনার এবং পেশাদার উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বৈদ্যুতিক কর্মীদের ক্রমাগত শেখার এবং আপস্কিলিংয়ের জন্য উৎসাহিত করা। তাদের জন্য নতুন প্রযুক্তি, নিরাপত্তা অনুশীলন এবং শিল্পের মান সম্পর্কে আপডেট থাকার সুযোগ প্রদান করা।

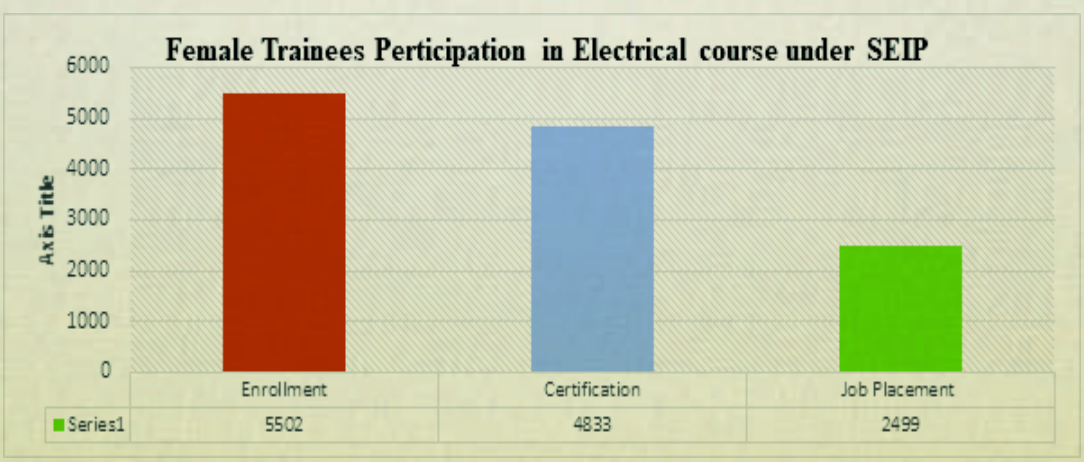
• ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া সহযোগিতা: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের মধ্যে শক্তিশালী সহযোগিতা বৃদ্ধি করে কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের সম্পৃক্ত করা, ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ইন্টার্নশিপ প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি শিল্পের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করার জন্য অংশীদারিত্ব স্থাপন করা।

• সার্টিফিকেশন এবং স্বীকৃতি: ইলেকট্রিশিয়ানদের দক্ষতা এবং জ্ঞানকে বৈধতা দেয় এমন শিল্প-স্বীকৃত সার্টিফিকেশন এবং স্বীকৃতির প্রচার করা । ইলেকট্রিশিয়ানদের তাদের নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতা বাড়াতে এই সার্টিফিকেশনগুলি অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা।

• মেন্টরশিপ এবং নলেজ শেয়ারিং: অভিজ্ঞ ইলেকট্রিশিয়ানদের প্রয়োজন শিক্ষানবিশদের সাথে তাদের দক্ষতা শেয়ার করতে উৎসাহিত করা। এটি মূল্যবান জ্ঞান এবং ব্যবহারিক দক্ষতা স্থানান্তর করতে সাহায্য করতে পারে, অভিজ্ঞতার গ্যাপ পূরণ করতে পারে।

• শিল্প সহযোগিতা এবং সর্বোত্তম অনুশীলন: শিল্পের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সহযোগিতাকে উতসাহিত করা, যেমন বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অ্যাসোসিয়েশন এবং ট্রেড ইউনিয়ন, সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য, দক্ষতা বিকাশের প্রচার করতে এবং শিল্প-ব্যাপী মান প্রতিষ্ঠা করতে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইলেকট্রিকাল ইন্সটলেশান এন্ড মেইন্টেন্যান্স কোর্সটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে দক্ষ পেশাদারদের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে উচ্চ নগরায়ণ এবং শিল্প সম্প্রসারণের ফলে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং অটোমেশনের কারণে শিল্পে ইলেকট্রিকাল ইন্সটলেশান এন্ড মেইন্টেন্যান্স এর প্রভাব বাড়ছে, তাই এই কাজে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবলের অনেক প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগসৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদাবৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। SEIP প্রকল্পটি মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, এবং সক্রিয়ভাবে চাকরি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে ইলেকট্রিকাল ইন্সটলেশান এন্ড মেইন্টেন্যান্স কোর্সের শিক্ষার্থীরা দেশের উন্নয়নে সহায়তা করতে এবং শিল্পের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।



SEIP বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের দক্ষ সুইং অপারেটরের ঘাটতি পূরণের অন্যতম মাধ্যম

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারী দেশ। "Made in Bangladesh" ট্যাগটি বাংলাদেশি জনগণের জন্য গর্বের এবং সম্মানের। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ আসে আরএমজি সেক্টর থেকে, বিগত আর্থিক বছরে (২০২১-২২) এই সেক্টর থেকে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিলো প্রায় ৪২.৬১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশের মোট জিডিপির শতকরা ৯ ভাগ আরএমজি সেক্টরের অবদান। বাংলাদেশে প্রায় ৫০০০টি পোশাক কারখানা রয়েছে যার মধ্যে বিজিএমইএ এর সদস্যভুক্ত কারখানার সংখ্যা প্রায় ৪০০০টি। দেশের তৈরি পোশাক শিল্প (RMG) প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে এবং এর শতকরা ৮৫ ভাগ মহিলা কর্মী।

SEIP প্রকল্প RMG সেক্টরের উপর বিশেষ ফোকাস রেখে প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান প্রদান করছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের কর্মশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, RMG সেক্টরে উৎপাদনশীলতা ও গুণমান বাড়ছে এবং এই সেক্টরে প্রযুক্তির ব্যবহার সহজতর হচ্ছে।

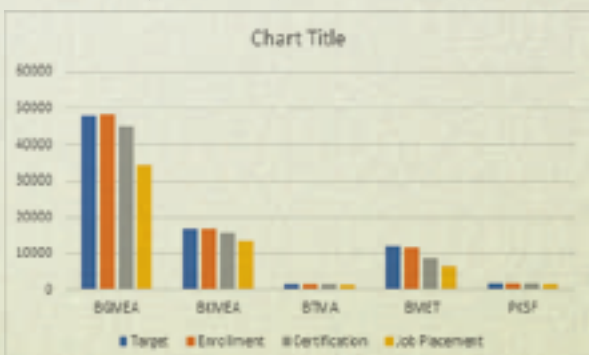


SEIP প্রকল্পের ১২ টি সেক্টরের মধ্যে রেডিমেড গার্মেন্টস (RMG) একটি উল্লেখযোগ্য সেক্টর। SEIP প্রকল্পের ১৩০ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের অধিকাংশই গার্মেন্টস সেক্টরের সাথে জড়িত, যাদের মধ্যে সুইং মেশিন অপারেশন (SMO) অন্যতম। এই পর্যন্ত SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০,১৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সুইং মেশিন অপারেশন (SMO) কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। SEIP প্রকল্প RMG সেক্টরের চাহিদা অনুসারে এবং গার্মেন্টসে কর্মরত বিভিন্ন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ব্যাক্তিদের সমন্বয়ে এই শিল্পের উপযোগী সুইং মেশিন অপারেশন কোর্সের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তথা কমপিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (CS), কমপিটেন্সি বেসড লার্নিং মেটেরিয়াল (CBLM) এবং এসেসমেন্ট গাইড (AG) তৈরি করেছে। এসব CS, CBLM এবং AG ব্যবহার করে এই প্রকল্প প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রশিক্ষণ শেষে সনদায়িত প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন গার্মেন্টসে সন্মানজনক কর্মসংস্থান পেতে সহায়তা প্রদান করে।

SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারারস এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারস এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমএটি), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিটিই), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অধীনে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টারে সুইং মেশিন অপারেশন (SMO) কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



SEIP প্রকল্পের ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (TMS) পর্যালোচনা করে দেখা যায় (১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত), BGMEA, BKMEA, BTMA and PKSF এর মাধ্যমে ৮০,১৩০ জনকে সফলভাবে সুইং মেশিন অপারেশন (SMO) কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৭১,৪৪১ (৮৯%) জন নারী। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৭৩,১১৩ জন প্রশিক্ষণার্থী সনদায়িত হয়েছে, যাদের মধ্যে ৬৫,১২৬ জন নারী। সনদায়িত ৫৭,৩২৬ (৭৭%) জন প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন গার্মেন্টসে সুইং অপারেটর পেশায় নিয়োজিত হয়েছে এদের মধ্যে ৫১,১৫০ জন নারী। SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই বিভিন্ন গার্মেন্টস শিল্পে কাঙ্ক্ষিত চাকরি পেয়েছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কেউ কেউ নিজে ছোট ছোট গার্মেন্টস তথা টেইলার্স স্থাপন করে অত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন এবং বিদেশী দেশগুলো যেমনঃ কাতার, জর্ডান, মালয়েশিয়া গিয়ে তাদের গার্মেন্টসে কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে এবং দেশের রেমিটেন্স প্রবাহে অবদান রাখছেন।



চিত্রঃ SEIP এর অধীনে BGMEA, BKMEA, BTMA, BMET এবং PKSF প্রশিক্ষণ পরিসংখ্যান।

বিভিন্ন গার্মেন্টসে কর্মরত সুইং অপারেটরদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে এবং অ্যাডভান্সড টেকনোলোজির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য SEIP প্রকল্প অ্যাডভান্সড সুইং সুইং মেশিন অপারেশন (মাল্টি টাস্কিং) কোর্স চালু করেছে। এই কোর্সটি সুইং অপারেটরদেরকে চতুর্থ শিল্প বিপল্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে তুলবে।

এছাড়াও গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত ব্যবস্থাপকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্কিলগ্যাপ দূর করার লক্ষে SEIP প্রকল্প বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল সংশ্লিষ্ট অ্যাডভান্স কোর্স চালু করেছে। দেশে এখনো গার্মেন্টসের বিভিন্ন বিভাগে মধ্যম ও উচ্চ পর্যায়ে ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করছেন বিদেশীরা অথচ শিক্ষিত তরুনরা প্রয়োজ্য দক্ষতা না থাকায় বেকার থেকে যাচ্ছে। SEIP মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপক তৈরির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কোর্স চালু করেছে:

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	বিশ্ববিদ্যালয়
১.	পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ইনিশিয়েটিভ ম্যানেজমেন্ট	[illegible]
২.	পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল	[illegible]
৩.	পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস টেকনোলজি	[illegible]

সম্প্রতি SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS) গার্মেন্টস সেক্টরের উপর একটি গবেষণা করেছে এবং তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিলো 'বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রম বাজার এবং দক্ষতার ব্যবধান বিশ্লেষণ'। তাদের গবেষণায় গার্মেন্টস সেক্টরে দক্ষ জনগোষ্ঠির ঘাটতি, গার্মেন্টসে কর্মরত লোকদের স্কিল গ্যাপ এবং এই শিল্পের ভবিষ্যত প্রয়োজনীয়তা এবং SEIP ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

SEIP প্রশিক্ষণ বাংলাদেশের রেডিমেড গার্মেন্টস (RMG) সেক্টরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। এই প্রভাবগুলি বিস্তারিত নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

দক্ষ কর্মশক্তির বিকাশঃ SEIP এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী RMG সেক্টরের কর্মী এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন New Entant এই প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে, শ্রমিকরা প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করেছে এবং RMG সেক্টরের বিভিন্ন আধুনিক উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে। এছাড়া বিভিন্ন Up Skilling প্রশিক্ষণ কোর্সের RMG সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকরা এবং ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ম্যানেজার এবং মিড-লেভেল ম্যানেজারদের সামগ্রিক দক্ষতার উন্নত হচ্ছে।

শ্রমিকদের অপ্রতুলতা দূরীকরণঃ গার্মেন্টস একটি শ্রমঘন শিল্প। এই শিল্প পরিচালনার জন্য অনেক দক্ষ মানব শক্তির প্রয়োজন হয়। যার ফলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প অনেক সময়ই দক্ষ সুইং অপারেটর, সুইং টেকনিশিয়ান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজার, প্রোডাকশন ম্যানেজার, কোয়ালিটি কন্ট্রোলার, জ্যাকার্ড প্রোগ্রামার, প্যার্টান টেকনিশিয়ান, সোয়েটার মেশিন অপারেটর ও ওয়াশিং টেকনিশিয়ানের ঘাটতিতে ভুগে থাকে। SEIP অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরণের দক্ষতার ঘাটতি পূরণ করছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিঃ SEIP দ্বারা প্রদত্ত প্রশিক্ষণের ফলে RMG সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সকল শ্রমিক ও কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তারা তাদের কাজগুলি সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে শিখেছে, যার ফলে কাজের গুণমান বাড়ছে এবং কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গুণগতমানের উন্নয়নঃ RMG সেক্টরে স্ট্যান্ডার্ড মেনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং অনুশীলন করছে। পোশাক কারখানা পরিদর্শন, পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক মান মেনে চলার ক্ষেত্রে SEIP শ্রমিক এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এর ফলে পণ্যের গুণমান উন্নত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের আরএমজি রপ্তানির জন্য বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতায় ভালো করছে।

উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারঃ SEIP এর প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি (যেমন: অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রোডাকশন প্লানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড লিন ম্যানুফ্যাকচারিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট, সোস্যাল কমপ্ল্যায়েন্স এন্ড এইচ আর ম্যানেজমেন্ট, এডভান্সড সুইং মেশিন অপারেশন, জ্যাকার্ড প্রোগ্রামিং, এডভান্সড প্যার্টান মেকিং উইথ ক্যাড, কম্পিউটারাইজড সোয়েটার মেশিন অপারেশন, ওয়াশিং টেকনোলজি ইত্যাদি) RMG সেক্টরে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে SEIP আধুনিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, যার ফলে শ্রমিক এবং কর্মকর্তাদের তাদের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং আরও দক্ষতার সাথে কাজ করতে সক্ষম হয়।

নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিঃ SEIP তার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে RMG সেক্টরে নতুন কর্মসংস্থান লাভে সহায়তা করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেকার ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলছে এবং বিভিন্ন গার্মেন্টসে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করছে। SEIP প্রকল্পের ম্যাধমে এই পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১,৪৪,৫৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন গার্মেন্টসে সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। শিল্প প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ SEIP প্রশিক্ষণ বিশ্ববাজারে RMG সেক্টরের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়িয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিক এবং কর্মকর্তাদের অর্জিত উন্নত দক্ষতা, গুনগত মান এবং উৎপাদনশীলতার কারনে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আকৃষ্ট করছে এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাড়িয়েছে।

বিদেশী কর্মীদের উপর নির্ভরতা হ্রাস করাঃ দেশের গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণের মতানুসারে অনেক ক্ষেত্রেই দেশীয় লোকবলের অদক্ষতার কারণে বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ দিতে হচ্ছে। এসব বিদেশি কর্মীরা বাংলাদেশ থেকে প্রচুর টাকা আয় করে তাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। এই সকল বিদেশী কর্মীদের উপর নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে SEIP প্রকল্প অর্ন্তজাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা প্রদানঃ SEIP বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স এন্ড ফায়ার সেফটি কোর্সটি পরিচালনা করে আসছে। এই কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত লোকজন কারখানার কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখছে এবং বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করছে। SEIP প্রশিক্ষণ বাংলাদেশের আরএমজি সেক্টরে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যা গার্মেন্টস শিল্পের প্রসার, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিশ্ব বাজার প্রতিযোগিতায় অবদান রাখছে এবং শ্রমিক এবং কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়নে অবদান রাখছে। সর্বোপরি, SEIP প্রকল্প বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের দক্ষ কর্মশক্তির ঘাটতি পূরণের ব্যাপকভাবে কাজ করছে।

SEIP প্রকল্পের গ্রাফিক ডিজাইনঃ ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সম্ভাবনার অপার দুয়ার

জীবনে চলার পথে চারপাশে অনেক কিছুই আমাদের নজর কাড়ে, মনে প্রশান্তি যোগায়। কলমের খোঁচায় যেমন লেখনী ফুটে উঠে, তেমনি রঙ তুলির ছোঁয়ায় ফুটে মন ভোলানো ডিজাইন। যুগের পরিবর্তনে সবকিছুই এখন হাতের নাগালে চলে এসেছে, সেই সাথে গ্রাফিক্স ডিজাইনারের চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান বাজার চাহিদা অনুযায়ী গ্রাফিক্স ডিজাইনারের কাজের চাহিদা অনেক বেশি। গ্রাফিক্স ডিজাইন এমন একটি বিষয় যেখানে আপনি প্রতিনিয়ত শিখবেন এবং নিত্য নতুন আইডিয়া পাবেন। এই সেক্টরের প্রতিটি কাজই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন আর নতুনত্বে ভরপুর। যা আপনাকে সৃজনশীলভাবে দক্ষ হতে সাহায্য করবে। Graphic শব্দটির অর্থ চিত্র বা রেখা, আর Design অর্থ নকশা। অর্থাৎ নকশাকৃত চিত্র। সহজ ভাষায়, তথ্য প্রকাশের জন্য চিত্র দ্বারা নকশা তৈরির প্রক্রিয়াকে গ্রাফিক ডিজাইন বলে। গ্রাফিক ডিজাইন হলো এমন প্রক্রিয়া যেখানে আমরা ধারণা, শিল্প (Art), দক্ষতা (Skills) এবং Software ব্যবহার করে ছবি (Pictures), শব্দ (Words), পাঠ (Text) এবং ধারণার মিশ্রণ (Combine) করে একটি আলাদা এবং নতুন ছবি তৈরি করি। গ্রাফিক ডিজাইন কোর্স হল এমন শিক্ষামূলক ও দক্ষতা অর্জনমূলক প্রোগ্রাম যা শিক্ষার্থীদেরকে ভিজ্যুয়াল যোগাযোগের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান দিয়ে সাজানো হয়েছে। গ্রাফিক ডিজাইনের নীতি, টাইপোগ্রাফি, ব্র্যান্ডিং, চিত্রণ, ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা ডিজাইন এবং ডিজিটাল ইমেজিং সহ বিস্তৃত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে, শিল্প-মানের সফটওয়্যার সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে এবং সৃজনশীলতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বৃদ্ধি করে। গ্রাফিক ডিজাইনের এর মাধ্যমে ফ্যাশন ডিজাইন, টেক্সটাইল ডিজাইন, ইন্টেরিওর ডিজাইন, এডমেকিং, ব্রান্ডিং, প্রমোশন, লোগো, কার্টুন মেকিং, ইন্টারেক্টিভ মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, ওয়েব মিডিয়া, ফটোগ্রাফি, গেম ডিজাইন,ফাইন আর্ট, ইনফরমেশন মিডিয়া, মোবাইল এ্যাপপ ডিজাইন ইত্যাদি অসংখ্য সেক্টরে কাজ করা সম্ভব।



গ্রাফিক ডিজাইন এর ব্যাবহার বা পরিধি তিন ভাবে বিভক্ত:



গ্রাফিক ডিজাইনের সফটওয়্যার:

- Dia
- gPick
- GIMP
- Inkscape
- Scribus
- FontForge
- Photoscape
- SweetHome
- PhotoFiltre
- PaintToolSAI
- XnView
- FotoMix
- PhotoPos Pro
- PaintToolSAI
- CorelDRAW
- LogoDesign Studio
- FreshPaint
- GoogleSketchUp

একজন গ্রাফিক ডিজাইনার এর যা যা জানা প্রয়োজন:



অটোমেশন এর যুগে ক্রমান্বয়ে আমাদের কাজ অটোমেটিক রোবটের হাতে চলে যাচ্ছে। নিশ্চিতভাবে গ্রাফিক্স ডিজাইনের জন্য এখনও সৃজনশীলতা এবং মানুষের চিন্তাভাবনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারন রোবট শুধুমাত্র কমান্ড এবং ফিক্সড ডাটার উপর নির্ভর হয়ে কাজ করে। কিন্তু নতুন চিন্তা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এর জন্য এখনও মানুষকেই চিন্তা ভাবনা করতে হয় এবং সেটা ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারের কাজের পরিধি শুধুমাত্র স্টুডিওতে সীমাবদ্ধ নয় বরং তার মূল্যায়ন সবত্র। যে কোন ব্যাবসার প্রচার প্রচারনায় গ্রাফিক্স ডিজাইনের প্রয়োজন অপরিসীম। গ্রাফিক্স ডিজাইনারের চাকুরি পাশাপাশি ফ্রীল্যান্সার হিসেবে অন্যপ্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে।অটোমেশন এর যুগে ক্রমান্বয়ে আমাদের কাজ অটোমেটিক রোবটের হাতে চলে যাচ্ছে। নিশ্চিতভাবে গ্রাফিক্স ডিজাইনের জন্য এখনও সৃজনশীলতা এবং মানুষের চিন্তাভাবনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারন রোবট শুধুমাত্র কমান্ড এবং ফিক্সড ডাটার উপর নির্ভর হয়ে কাজ করে। কিন্তু নতুন চিন্তা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এর জন্য এখনও মানুষকেই চিন্তা ভাবনা করতে হয় এবং সেটা ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারের কাজের পরিধি শুধুমাত্র স্টুডিওতে সীমাবদ্ধ নয় বরং তার মূল্যায়ন সবত্র। যে কোন ব্যাবসার প্রচার প্রচারনায় গ্রাফিক্স ডিজাইনের প্রয়োজন অপরিসীম। গ্রাফিক্স ডিজাইনারের চাকুরি পাশাপাশি ফ্রীল্যান্সার হিসেবে অন্যপ্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে।

অটোমেশন এর যুগে ক্রমান্বয়ে আমাদের কাজ অটোমেটিক রোবটের হাতে চলে যাচ্ছে। নিশ্চিতভাবে গ্রাফিক্স ডিজাইনের জন্য এখনও সৃজনশীলতা এবং মানুষের চিন্তাভাবনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারন রোবট শুধুমাত্র কমান্ড এবং ফিক্সড ডাটার উপর নির্ভর হয়ে কাজ করে। কিন্তু নতুন চিন্তা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এর জন্য এখনও মানুষকেই চিন্তা ভাবনা করতে হয় এবং সেটা ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারের কাজের পরিধি শুধুমাত্র স্টুডিওতে সীমাবদ্ধ নয় বরং তার মূল্যায়ন সবত্র। যে কোন ব্যাবসার প্রচার প্রচারনায় গ্রাফিক্স ডিজাইনের প্রয়োজন অপরিসীম। গ্রাফিক্স ডিজাইনারের চাকুরি পাশাপাশি ফ্রীল্যান্সার হিসেবে অন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। একজন গ্রাফিক ডিজাইনার এর যে যে দক্ষতা প্রয়োজনঃ

- গ্রাহকের ব্যবসার ধরন সম্পর্কে জানা, পণ্য এবং প ণ্যে র প্রতিযোগী এবং বাজার ও ক্রেতার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ।



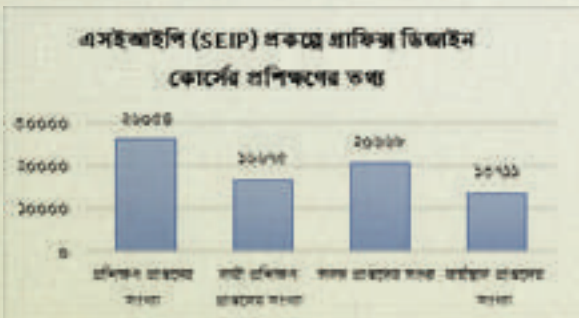
• ডিজাইন আইডিয়া বের করার জন্য প্রয়োজনীও স্কেচ তৈরি করার দক্ষতা।
• নতুনত্ব ও অভিনব প্রডাক্ট এর ডিজাইন তৈরি ও বর্তমান ব্যবসা সম্পর্কে গবেষণা করার ক্ষমতা ।
• পণ্যের কোন ত্রুটি থাকলে তা ভিজুয়াল ক্রিয়েটিভিটির দক্ষতা দিয়ে সমস্যা সমাধানের মেধা।



• প্রডাকশন টেকনিক জানার পাশাপাশি প্রিন্ট মিডিয়া এবং ডিজিটাল মিডিয়া সম্পর্কে গভীর জ্ঞান।

• মিডিয়ার কাজের সাথে জড়িত অন্যান্যদের সাথে স্বচ্ছ যোগাযোগ থাকতে হবে।

• কাজের সময় বাজেট এবং সময়ের ধরা বাধা নিয়মকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।



২০১৪ সালে দক্ষতার ব্যবধান মেটাতে এবং বাংলাদেশে কর্মসংস্থান উন্নীত করার প্রয়াসে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সেইপ (Skills for Employment Investment Program) প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) দ্বারা অর্থায়নের মাধমে পরিচালিত হচ্ছে। সেইপ (SEIP) এর মূল লক্ষ্য বাংলাদেশে কর্মশক্তির দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। এই প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল বাংলাদেশের শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতার ঘাটতি পূরণ করা। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৃষ্ট দক্ষ লোকবল বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করছে। এই প্রকল্প নারী, যুবক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ দুর্বল এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধমে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের ক্ষমতায়ন হয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে এবং সর্বোপরি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। SEIP প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হল, শিল্প বিনিয়োগকারীদের সাথে দৃঢ় অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা যাতে এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি শিল্পের চাহিদা পূরণ করে এবং প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কঠোর পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সেইপ (SEIP) নিশ্চিত করে যে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কার্যকর, প্রাসঙ্গিক এবং বাজারের চাহিদা পূরণ করে। এটি বাংলাদেশে দক্ষতার ব্যবধান মেটানো এবং দেশে কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, চাকরির নিয়োগ এবং সমাজে পিছিয়ে পড়া নারীগোষ্টিকে প্রাধান্য সহ সেইপ (SEIP) অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং বেকারত্বের হার কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিল্পের প্রয়োজনের সাথে প্রশিক্ষণের উদ্যোগকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সেইপ (SEIP) একটি দক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরিতে অবদান রাখে যা গ্রাফিক ডিজাইন শিল্প সহ বিভিন্ন সেক্টরের চাহিদা পূরণ করে। গ্রাফিক ডিজাইনের মতো চাকরি সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এমন সেক্টরগুলিতে SEIP প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। বিশেষ এই কোর্সটির মাধমে কর্মসংস্থানের উন্নতির মাধ্যমে বেকারত্বের হার কমাতে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।SEIP এর গ্রাফিক ডিজাইন কোর্স শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতাকে বিকাশ করে। গ্রাফিক ডিজাইনারদের তাদের শৈল্পিক ক্ষমতা অন্বেষণ, বিভিন্ন ডিজাইনের কৌশল নিয়ে পরীক্ষা এবং একটি অনন্য ডিজাইনের নান্দনিক বিকাশের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। এখানে প্রযুক্তিগত দক্ষতাই শেখায় না বরং উদ্ভাবনী চিন্তাকেও উৎসাহিত করে, যা শিক্ষার্থীদের নতুন এবং আসল নকশা সমাধান নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। সেইপ এর গ্রাফিক ডিজাইন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধা সমূহঃ

• ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান

• ইন্ডাস্ট্রি বেইজড কারিকুলাম সরবরাহ-
- Competency Standard (CS) এবং
- Competency Based Learning Material (CBLM)

• নারী, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান

• বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণকালীন ভাতা প্রদান

• প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

এছাড়া SEIP দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষকদের দক্ষ করতে সহযোগিতা করে থাকে।

SEIP প্রকল্প অনেকগুলি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে Graphic Design কোর্স পরিচালনা করে থাকে। তার মধ্যে Bangladesh Association of Software and Information (BASIS), Bureau of Manpower Employment & Training (BMET), Directorate of Technical Education (DTE), Bangladesh Bank SME (BBSME), Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF) and Kumudini Welfare Trust of Bengal Limited (Kumudini) কর্তৃক পরিচালিত Public and Private প্রতিষ্ঠানগুলিতে SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে Graphic Design Course পরিচালিত হচ্ছে। SEIP প্রকল্পের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত ২৬,০৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থী Graphic Design বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য সেইপ (SEIP) প্রকল্পের বিভিন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৬,৬৭৫ জন নারী শিক্ষার্থী এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে তাদের ভিতর থেকে ১৩,৭১১ জন প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কর্মরত আছে।

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারী সমাজ শিক্ষাগত যোগ্যতায়, বৃত্তিমূলক দক্ষতায় এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নে এখনও বেশ পিছিয়ে আছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে তাদের ধারনা এখনও খুব বেশি নয়। অধিকাংশ শিক্ষিত যুব মহিলা কম্পিউটারে দক্ষতা তথা তথ্য প্রযুক্তিগত সুবিধা থেকে বঞ্চিত। SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মহতী উদ্যোগের আওতায় বহুবিধ পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর করে উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করাই এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

•প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত এবং ৬৪ জেলায় এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪ জেলায় “গ্রাফিক্স ডিজাইন” কোর্সে ১৬,৬৭৪ জন নারী শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, সনদ প্রদান এবং কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করা হয় ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশকে 'স্মার্ট বাংলাদেশে' পরিণত করার প্রধান হাতিয়ার হবে ডিজিটাল সংযোগ। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজের জন্যে ডিজিটাল সংযোগ মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।" মুদ্রণ ও গ্রাফিক ডিজাইন একটি জাতিকে জড়তা, অস্পষ্টতা ও কুসংস্কার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পে দক্ষ গ্রাফিক্স ডিজাইনারদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলায় গ্রাফিক ডিজাইন কোর্সটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রাফিক্স ডিজাইন এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, বিপণন, প্রকাশনা, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং ই-কমার্সের মতো সেক্টরের প্রসারের সাথে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রচার এবং দৃশ্যত আকর্ষক সামগ্রী তৈরি করা যায়। এই কোর্সটি শিখে উদ্যোক্তা এবং ফ্রিল্যান্স হিসেবে ক্যারিয়ার গঠন করতে পারেন। এছাড়া এই কোর্সটি মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা এবং জ্ঞান গ্রাফিক্স ডিজাইনারদের পরিষেবা বাজারজাত, ক্লায়েন্টদের সাথে সহযোগিতা এবং সৃজনশীল শিল্পে সফল উদ্যোগ স্থাপন করতে সক্ষম।

বিভিন্ন শিল্পে দক্ষ ডিজাইনারদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশে গ্রাফিক ডিজাইন কোর্স অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। গ্রাফিক ডিজাইনের গুরুত্ব যেমন বাড়ে, তেমনি এই শৃঙ্খলায় মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ শুধুমাত্র ব্যক্তিদের জন্যই লাভবান হবে না বরং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও অবদান রাখবে।

ড্রাইভিং শিখে দক্ষ যুব সমাজ

অর্থ বিভাগের আওতাধীন Skills for Employment Investment Program বা SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশের অর্ধ-শিক্ষিত, দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীকে মোটর ড্রাইভিং এ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে দূর করার জন্য নারীদেরকেও এ প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন সেক্টরের ভিশন হিসেবে ২০৪১ সালের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। ২০২৫ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার প্রতি লাখে ১৩.০ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা- ১১.২ এ ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সবার জন্য প্রবেশগম্য এবং টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা বিনির্মাণের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। দেশে ও বিদেশে বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে দক্ষ মোটর ড্রাইভারদের ব্যপক চাহিদা থাকায় এবং দেশে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণ ও সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ দক্ষ চালক তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। BMET (Bureau of Manpower Employment and Training), BRTC (Bangladesh Road Transport Corporation), TTTI (Trust Technical Training Institute) এর মাধ্যমে ১ লক্ষ চালক তৈরী করার জন্য SEIP প্রকল্প থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৯৩,৬৩১ জনকে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে ভর্তি করা হয়েছে এবং ৬৪,৭৬৩ জনকে প্রশিক্ষণসহ BRTA থেকে SEIP প্রকল্পের উদ্যোগে এবং অর্থায়নে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

BUET এর Accident Research Institute (ARI) কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে, দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো এবং প্রশিক্ষণবিহীন/লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভার কর্তৃক অন্যমনস্কভাবে গাড়ি চালনার কারণেই মূলত বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক বেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সড়ক নিরাপত্তা ও দক্ষ ড্রাইভার না থাকায় প্রতিদিনই অসংখ্য প্রাণ ঝরে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রায় প্রতিদিনই সড়ক দূর্ঘটনায় তরুণ প্রাণ ঝরে যাচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে বেশির ভাগ মৃত্যু অর্থাৎ প্রায় ৭০% মৃত্যু ঘটে সড়ক দুর্ঘটনায় এবং সড়ক দুর্ঘটনায় ২১-৩৫ বছর বয়সী জনসংখ্যাই বেশি। সড়ক দুর্ঘটনার কারণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

একসময় ড্রাইভিং পেশাকে সমাজে সম্মানের চোখে দেখা হতো না। একেবারেই সমাজের প্রান্তিক, দরিদ্র ও অর্ধ-নিরক্ষর জনগোষ্ঠী জীবনের তাগিদে ড্রাইভিংকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে সড়ক নিরাপত্তা এবং গাড়ি চালানোর আইনকানুন বিষয়ে তাদের কোন ধারণা ছিল না। অনেকটা অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে এবং ঠেকে ঠেকে শেখার মাধ্যমে তারা এ পেশায় নিয়োজিত থাকে। ফলে প্রায়ই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে এবং গাড়ি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও কারিগরি জ্ঞান না থাকায় তারা ভালোভাবে গাড়ি চালাতে পারে না। অনেকে গাড়ি ভালো চালাতে পারলেও বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার জন্য কোথায় যোগাযোগ করতে হবে সেটাও তারা জানে না। ফলে দালালের শিকার হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করে তারা গাড়ি চালায়। বংশ পরম্পরায় তাদের ছেলেরাও এ পেশা গ্রহণ করে এবং একই প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স সংগ্রহ করে। মেয়েদের এ পেশায় খুব একটা দেখা যায়না। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা ড্রাইভিং পেশায় আসতে চায়না। গাড়ি চালানো শেখা মোটেও কঠিন কিছু নয়। যথাযথ প্রশিক্ষণ পেলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষ যে কেউ সহজেই এটা রপ্ত করতে পারে। ভালোভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারলে এবং বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে সহজেই দেশে-বিদেশে ভালো বেতনে ড্রাইভারের চাকুরী পাওয়া যায়। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) এ যোগাযোগ করতে হয়।

সরকার অবশ্য এখন সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এবং মাদকসেবী ড্রাইভার চিহ্নিত করার জন্য ডোপ টেস্ট চালু করেছে। Skills for Employment Investment Program বা SEIP প্রকল্প যুবসমাজকে স্বল্প সময়ে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে BRTA-এর ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সহজে লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে চাকরির ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরীতে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। SEIP সারাদেশের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় অটোমোবাইল ও ড্রাইভিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। SEIP প্রকল্পের এ উদ্যোগের সাথে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন: BMET, BRTC, DTE ও TTTI । বেকার, অস্বচ্ছল ও অনগ্রসর তরুণ-তরুণীদের ড্রাইভিং বা গাড়িচালনা প্রশিক্ষণটি (চার মাস মেয়াদী মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স কোর্সটি) ইতোমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বহু তরুণ-তরুণী এ কোর্সটি সম্পন্ন করে কর্মজীবনে প্রবেশ করে শুধু নিজের নয়, পরিবারের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

সারা বাংলাদেশের সকল জেলায় SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে ও সার্বিক সহযোগিতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৯৫টি টিটিসি এ এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর আওতাধীন ৩৬টি টিএসসি এ মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ চলমান আছে। এছাড়া বিআরটিসি এর আওতাধীন ২৪টি প্রতিষ্ঠানে এবং ট্রাস্ট টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ চলমান আছে।



SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু ৪ মাস মেয়াদি গাড়ি চালনার প্রশিক্ষণ দিয়েই থেমে নেই। বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের জন্য এ প্রশিক্ষণের আওতায় ইংরেজি এবং আরবি ভাষা শেখানোরও যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ গাড়িসহ প্রশিক্ষণার্থীদের পোশাক প্রদান করা হয়। প্রতিদিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আসা-যাওয়া এবং নাস্তার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা প্রদান করা হয়। বিআরটিএ থেকে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য লাইসেন্স ফিসহ ডোপ টেস্ট ফি এবং অন্যান্য খরচ SEIP প্রকল্প থেকে বহন করা হয়। সেই সাথে জব প্লেসমেন্ট সেলের মাধ্যমে চাকুরি পাইয়ে দিতেও সহায়তা প্রদান করা হয়। পুরুষদের পাশাপাশি বর্তমানে নারীরাও ড্রাইভিং পেশায় এগিয়ে আসছে। বিভিন্ন এনজিও, উন্নয়ন সংস্থা এবং কোম্পানিতেও ভালো বেতনে চাকরি পাচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীদের কেউ কেউ দেখা যায় উবার চালাচ্ছে। পাশাপাশি কেউ আবার মোটর গাড়ি মেরামতের ওয়ার্কশপ দিয়ে বসেছে।

SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণ ও দক্ষ চালক তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর আওতাধীন বিভিন্ন টিটিসি-এ ৭১টি প্রশিক্ষণ কার (Double Cabin Pickup), ০৯টি সিমুলেটর এবং ৩টি টিটিসি-এ ১টি করে মোট ৩টি সেডান কার প্রশিক্ষণ কাজের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে । এছাড়া কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (DTE) এর আওতাধীন ২৪টি টিএসসি-এ ২৪টি প্রশিক্ষণ কার (Double Cabin Pickup), বিআরটিসি-এ ২৭টি সেন্টারে ২৭টি প্রশিক্ষণ কার (Double Cabin Pickup) এবং Trust Technical Training Institute-এ ৪টি প্রশিক্ষণ কার (Double Cabin Pickup) সরবরাহ করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কার এবং সিমুলেটর এর মাধ্যমে দক্ষ চালক তৈরী করা হচ্ছে যারা দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। BMET এর আওতাধীন নতুন ৩৪টি TTC-এ মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে মোট ৯৫টি TTC/IMT-এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।

SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত এবং দক্ষ ড্রাইভার তৈরী করার উদ্দেশ্যে ৪ মাস মেয়াদি (৩৬০ ঘন্টা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিআরটিএ থেকে SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডোপ টেস্টের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে প্রশিক্ষণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডোপ টেস্ট বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়াও প্রতিদিন তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আসা-যাওয়া ও নাস্তা বাবদ ১৫০/- টাকা হারে প্রদান করা হচ্ছে। বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ উপকরণ ও পোশাক সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া ইংরেজি ও আরবি ভাষার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং সিমুলেটরের মাধ্যমে তাদেরকে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যাতে তারা প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ পেতে পারে। দুবাই ও সাউদিয়া টেক্সি কর্পোরেশন এ SEIP থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অনেক দক্ষ ড্রাইভার চাকুরীর সুযোগ পেয়েছেন এবং এখনও পাচ্ছেন।
SEIP প্রকল্প থেকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য দু'জন করে প্রশিক্ষক (প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক টিটিসি/প্রতিষ্ঠানে SEIP প্রকল্প থেকে ১২৯টি ট্রেনিং কার ও ০৯টি সিমুলেটর সরবরাহ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বেতন/ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। SEIP প্রকল্প থেকে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রশিক্ষণের নাম ও মেয়াদকাল	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	সরবরাহকৃত Equipment এর বিবরণ
Motor Driving with Basic Maintenance (4 Months- 360 Hours)	BMET	৯৫টি টিটিসি/ আইএমটি	৭১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ০৩টি সেডান কার, ০৯টি সিমুলেটর
	DTE	২৪টি টিএসসি	২৪টি ডাবল কেবিন পিকআপ
	BRTC	২৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২৭টি ডাবল কেবিন পিকআপ
	TTTI	১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪টি ডাবল কেবিন পিকআপ

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে মাত্র ৩০০ জন মোটর ড্রাইভার ইন্সট্রাক্টর ছিলো। SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে BRTC এর মাধ্যমে ১৪১০ জন ড্রাইভারকে Intensive প্রশিক্ষণ প্রদান করে ভারি লাইসেন্সধারী ড্রাইভার এবং মোটর ড্রাইভার ইন্সট্রাক্টর হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে যা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম এবং SEIP প্রকল্পের একটি অনবদ্য অর্জন।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার বিআরটিসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অপারেশন ম্যানেজার জনাব জাহাঙ্গীর আলম জানান, তাদের প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৮০টি ক্লাস রয়েছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিকই শেখানো হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের অবগত ও সচেতন করানো হয় ট্রাফিক নিয়মকানুনের ব্যাপারে। প্রতিটি ক্লাসে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণের জন্য যাতায়াত ও টিফিন বাবদ ১৫০ টাকা করে বরাদ্দ রয়েছে। অর্থাৎ, প্রশিক্ষণার্থীরা যে কেবল বিনাখরচে ড্রাইভিং শিখছে তা-ই নয়, তারা এককালীন প্রায় ১২,০০০ টাকাও পাচ্ছে। এছাড়া কোর্স শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সার্টিফিকেট এবং ফ্রি ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির সুবিধা তো রয়েছেই।

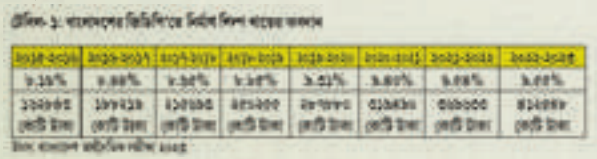
জাহাঙ্গীর আলম যথার্থই বলেন, "কাউকে আপনি টাকা দিলে সেটা খরচ হয়ে যাবে, কিন্তু শিক্ষা দিলে, দক্ষতা দিলে সেটা খরচ হয় না। সেটা তার জীবনের জন্য ভালো, তার পরিবারের জন্য ভালো। সে স্বাবলম্বী হচ্ছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বেকার ছেলেমেয়েরা স্বাবলম্বী হলে পুরো বাংলাদেশই ইনশাআল্লাহ একসময় স্বাবলম্বী হয়ে যাবে।"



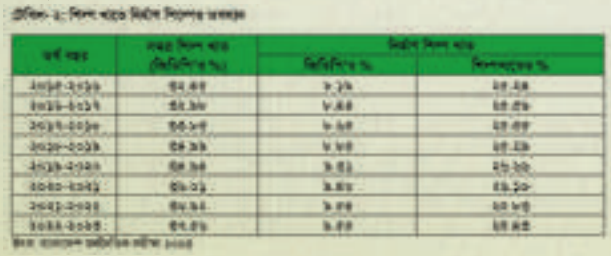
বাংলাদেশে দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক তৈরিতে SEIP-এর অবদান

স্মার্ট, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাকে ত্বরান্বিত ও উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে এর কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও যুগোপযোগী মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের বহুমুখী ও বিভিন্ন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে উক্ত প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন SEIP প্রকল্পের অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রশিক্ষণের পাশাাশি সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তাসহ যেসব সেক্টরে নানাভাবে সহযোগিতা ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তার মধ্যে বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্প খাত অন্যতম।

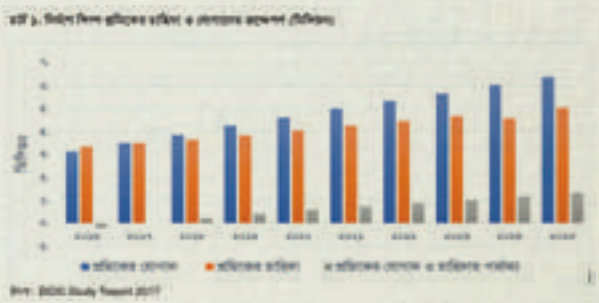
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নির্মাণ শিল্পের অবদান: পৃথিবীর অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও নির্মাণ শিল্প একটি বড় এবং ক্রমবর্ধমান শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে নির্মাণ শিল্পের অবদান অপরিসীম। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্প অত্যন্ত দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের জিডিপি'র এক উল্লেখযোগ্য অংশ নির্মাণ শিল্প খাত হতে আসে। বাংলাদেশের জিডিপি'তে সমগ্র শিল্প খাতের অবদানের প্রায় সমান্তরালে নির্মাণ খাতের অবদানও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ এর তথ্যানুসারে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদশের জিডিপি'তে সমগ্র শিল্প খাতের আবদান ছিল ৩২.৪৫% যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩৭.৫৬%-এ উপনীত হয়। অন্যদিকে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদশের জিডিপি'তে নির্মাণ শিল্প খাতের অবদান ছিল ৮.১৯% যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জিডিপি'র ৯.৫৫%-এ এসে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের জিডিপি'তে অর্থবছর ভিত্তিক নির্মাণ খাতের অবদান নিম্নরূপ:



অন্যদিকে বাংলাদেশের জিডিপি'তে নির্মাণ শিল্পের অবদান সমগ্র শিল্পখাতের অবদানের এক চতুর্থাংশেরও বেশি। শিল্পখাতে বাংলাদেশের জিডিপি'তে অর্থবছর ভিত্তিক নির্মাণ খাতের অবদান নিম্নরূপ:



নির্মাণ শিল্পে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের চিত্র:
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নির্মাণ শ্রমিকের অবদান অনস্বীকার্য । জিডিপি'তে উল্লেখযোগ্য হারে অবদানের পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নির্মাণ শিল্প খাত একটি শ্রমঘন খাত হিসেবে অবস্থান করে নিয়েছে। বিবিএস পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপ (Laboour Force Survey (LFS)) হতে দেখা যায় যে নির্মাণ শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবিএস ২০১৯ এর তথ্যমতে, বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্প খাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ধরণের দক্ষতাসম্পন্ন ২০ লাখেরও বেশি জনশক্তি নিয়োজিত আছে। ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে নির্মাণ শিল্পে মোট শ্রমিকের ২.৮৭% নিয়োজিত ছিল যা ২০১৬-২০১৭ সালে ৫.৫৮% এসে দাঁড়ায়। BIDS পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদন ২০১৭ হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পে শ্রমিকের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু শ্রমিকের চাহিদার তুলনায় যোগান (২০১৬ ব্যতীত) বেশি হলেও প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিকের যোগানের ঘাটতি রয়েছে। নির্মাণ শিল্প খাতে কর্মরত শ্রমিকের মাত্র ৩৭.৫০% দক্ষ এবং ১২.৬০% শ্রমিকের কেবল উচ্চতর দক্ষতা আছে। অন্যদিকে, নির্মাণ খাত শ্রমিকের জেন্ডার গ্যাপও ব্যাপক। এ খাতের মোট শ্রমিকের মাত্র ৭.৮০% শ্রমিক মহিলা যারা মূলত: অদক্ষ বা আধাদক্ষ শ্রমিক। বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্প খাতে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের চিত্র নিম্নরূপ:



বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্প খাতের সক্ষমতাবৃদ্ধিসহ SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণ অবদান: SEIP নির্মাণ শিল্পখাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প সংস্থা BACI-কে প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহায়ক উল্লেখযোগ্য পরিমানে আধুনিক ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/উপকরণ প্রদান করেছে যার চিত্র নিম্নরূপ:

টেবিল- ৩: নির্মাণ শিল্প সংস্থা BACI-কে যন্ত্রপাতি/উপকরণ প্রদান

ক্রমিক	ট্রেড	মেশিনারিজ/ইকুইপমেন্ট
১	Masonry	Concrete Mixure Machine
২		Vibrator Machine
৩		Grinding Machine
৪	Electrical Installation and Maintenance	Auto-Star Delta Connection with Magnetic Conductor (3), Timer (1) Overload Relay MCCB, 3 Phase Induction Motor 5kw
৫		Auto-Forward Reverse Connection Magnetic Conductor (3) Timer (1) MCCB, 3 Phase Induction Motor 5kw Thermal Overload Relay
৬		Solar Panel-60w, Battery-12V, Solar Control Inverter-220V
৭		Earth Resistance Tester
৮		Induction Motor (3-Phase) 10 HP
৯	Steel Binding and Fabrication Equipment	Rod Bending Machine
১০		Grinding Machine
১১		Circular Saw Machine
১২		Rod Bending Machine
১৩		Grinding Machine
১৪	Plumbing	Groove Cutting Machine
১৫		Hole Cutting Machine
১৬		Auto Thread Cutting Machine
১৭		Sensor Type Pillar Cock
১৮		Water Pump
১৯		Panel Shower Set
২০		Groove Cutting Machine
২১		Hole Cutting Machine
২২	Aluminum Fabrication	Circular Saw Machine

উৎস: PIU, BACI-SEIP প্রকল্প

অন্যদিকে শ্রমবাজারের চাহিদাসম্পন্ন তথা Market Responsive Skilled Manpower তৈরি ও সরবরাহের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্প সংস্থাসমূহের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলেছে SEIP প্রকল্প। প্রশিক্ষণান্তে মূল্যায়ন পূর্বক সনদ প্রদানসহ এসব প্রশিক্ষিত জনশক্তিকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে কর্মজীবনে প্রবেশে SEIP গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে যা নিম্নের চিত্র হতে পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা গ্রহণ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় SEIP প্রকল্প দক্ষতা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নির্মাণ শিল্প শ্রমিকের জন্যে আধুনিক ও শ্রমবাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ Competency Standards (CS) প্রণয়ন এবং Competency Based Learning Materials (CBLM) প্রস্তুতসহ বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ সক্ষমতা যাচাই, শ্রম বাজার তথ্য পদ্ধতি (LMIS) প্রণয়ন, নির্মান শিল্পে ৫বছরের দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন, দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ ও NSDA এর নিবন্ধন পেতে তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান, BACI এবং REHAB এর মধ্যে MOU সম্পাদন, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন উপকরণ তৈরি, দক্ষতা প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদেরকে NSDA এর সনদ প্রদানে সহযোগিতা, দক্ষতা প্রশিক্ষক ও মূল্যায়নকারীদের Pool গঠনপূর্বক তার তথ্য LMIS এ অন্তর্ভুক্তকরণ, সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (CBT) কারিকুলাম তৈরি ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে Construction Industry Skill Council (CISC) এর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় ।

উক্ত চুক্তির আওতায় নির্মান শিল্প শ্রমিকের দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য সময়োপযোগী ও বাজার চাহিদার আলোকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক CS এবং CBLM প্রণয়নসহ প্রশিকদের প্রশিক্ষণ, Labour Market Information System, 5 Years Strategic Plan এবং Enterprise Survey-এর মত উল্লেযোগ্য কার্যাদি সম্পাদন করা হয়।

নির্মাণ শিল্পখাতে SEIP প্রকল্প এর ভৌত অবকঠামো, কারিগরি, প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং মেশিনারিজ সহযোগিতা:
নির্মাণ শিল্প খাতে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে SEIP প্রকল্প বেসরকারি নির্মান শিল্প সংস্থা BACI-কে মেশিনারিজ/ইকুইপমেন্ট সরবরাহ এবং প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে Skill Development Institute (SDI) নির্মাণে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা করছে। SEIP প্রকল্প কর্তৃক বেসরকারি নির্মান শিল্প সংস্থা BACI-কে সরবরাহকৃত মেশিনারিজ/ইকুইপমেন্ট প্রদানের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে নির্মাণ শিল্পখাতে প্রশিক্ষণকে সমৃদ্ধ করেছে।

নির্মাণ শিল্প খাতে SEIP প্রকল্প কর্তৃক BACI, REHAB ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহযোগিতা:
SEIP প্রকল্প হতে BACI-কে ১৬৩,১৭,০৩,২৮৫ টাকা এবং REHAB-কে ৭২,১১,২৭,০৬৪ টাকা মোট ২৬৯,৮৩,৯৪,৩৮৯ টাকার প্রশিক্ষণ অনুদান প্রদানের চুক্তি হয় যার বিপরীতে ২২৮,২৮,৪২,৮৬৯ টাকা ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া, CISC-কে ৮,৯৮,৩৫,৩৪৫ টাকা প্রশিক্ষণ অনুদান প্রদানের চুক্তির বিপরীতে ৩,৮৩,৯৮,১৩৭ টাকা ছাড় করা হয়েছে। এখনো অবধি বেসরকারি নির্মাণ শিল্প খাতে প্রশিক্ষণ অনুদান বাবদ চুক্তিকৃত সর্বমোট ২৭৮,৮২,২৯,৭৩৪ টাকার মধ্যে ২৩২,১২,৪১,০০৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট চুক্তি মূল্যের ৮৩.২৫%।

বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে নির্মাণ শিল্প খাতের অগ্রগতি সাধনে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন SEIP প্রকল্পের অবদান অনস্বীকার্য। SEIP নির্মাণ শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা পূরণে যোগান বৃদ্ধির সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এ শিল্পের অংশীজনদরে দক্ষতা প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে SEIP গৃহীত ও বাস্তবায়িত পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

টেবিল ৪: নির্মাণ শিল্পে SEIP এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তি চিত্র

Entity/ Association	Target	Total Enrolled	% of Enrolled	Female Enrolled	% of Enrolled	Total Certified	Female Certified	Total Employed	% of Employed	Female Employed	% of Female Employed
BACI	60335	59726	99.0%	8155	13.7%	58,668	8085	44525	77.6%	5035	62.28%
BEKOA	3677	3669	99.8%	474	13.0%	3422	462	2832	76.0%	236	50.87%
BITAC	2000	2069	103.0%	538	18.8%	2,056	515	2435	78.1%	800	81.36%
BMET	42000	41519	98.2%	4301	10.4%	32720	3656	22689	69.3%	1275	36.78%
DTE	7520	6913	90.7%	416	6.0%	5246	328	3863	73.6%	179	53.66%
KWT	250	250	100.0%	17	6.8%	122	9	69	55.7%	6	75.00%
PKSF	9800	9636	98.3%	25	2.3%	9604	25	7139	76.1%	10	40.00%
REHAB	21000	21226	101.0%	5158	24.3%	20759	5111	17102	82.4%	3022	65.06%
Total	146312	146208	98.7%	19185	13.1%	133577	18230	101488	76.0%	10568	58.02%

উৎস: TMS, SEIP প্রকল্প

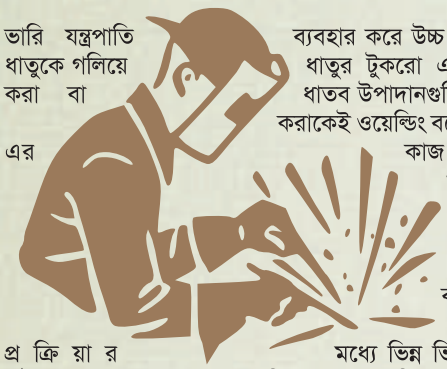
টেবিল ৫: বেসরকারি নির্মাণ শিল্প সংস্থাকে প্রশিক্ষণ অনুদান প্রদান ও অনুদানের ব্যবহার

সংস্থা	চুক্তি মূল্য (টাকা)	প্রশিক্ষণ অনুদানের ব্যবহার (টাকা)	বাস্তবায়নের %
BACI	১,৬৩১,৭০৩,২৮৫	১,৩৫২,৯৭৮,২৪৯	৮২.৯২
BACI (Additional for tranche-1)	৩৪৫,৫৬৪,০৪০	৩২৭,১৩৫,৬০৭	৯৪.৬৭
BACI Total	১,৯৭৭,২৬৭,৩২৫	১,৬৮০,১১৩,৮৫৬	৮৪.৯৭
REHAB	৭২১,১২৭,০৬৪	৬০২,৭২৯,০১৩	৮৩.৫৮
মোট	২,৬৯৮,৩৯৪,৩৮৯	২,২৮২,৮৪২,৮৬৯	৮৪.৩০
CISC	৮৯,৮৩৫,৩৪৫	৩৮,৩৯৮,১৩৭	৪২.৭৪
সর্বমোট	২,৭৮৮,২২৯,৭৩৪	২,৩২১,২৪১,০০৬	৮৩.২৫

উৎস: শিল্প সংস্থা ও SEIP এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ও বিতরণ প্লান (Contract and BP) এবং FinMan Software, SDCMU, SEIP

ওয়েল্ডিং: যে দক্ষতার চাহিদা নেই এমন শিল্প খুঁজে পাওয়া মুশকিল

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) দেশের বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিদ্যমান কর্মশক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। বিভিন্ন শিল্পের কর্মশক্তির চাহিদা মেটাতে, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে গুরত্ব দিয়ে SEIP প্রকল্প বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। অপরিমেয় সম্ভাবনার এমন একটি কোর্স হল ওয়েল্ডিং।



ভারি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে উচ্চ তাপ নির্গত করে ধাতুকে গলিয়ে ধাতুর টুকরো একসাথে একত্রিত করা বা ধাতব উপাদানগুলির ত্রুটি মেরামত করাকেই ওয়েল্ডিং বলে। যারা ওয়েল্ডিং এর কাজ করে তাদেরকে ওয়েল্ডার বলা হয় । বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন ধরনের ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। প্র ত্যে ক টি প্র ক্রি য়া র মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং কৌশল ব্যবহার করা হয়। কি ধরনের ওয়েল্ডিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করেউপকরণ, জয়েন্ট এর কাঙ্ক্ষিত শক্তি এবং কোথায় ব্যবহার করা হবে তার উপর। শিল্প কারখানায় বিভিন্ন ধরনের ওয়েল্ডিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ঃ



পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন শিল্পে ও বিভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন ওয়েল্ডিং এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। শিল্পায়নের দ্রুত বিকাশের সাথে পাল্লা দিয়ে ওয়েল্ডিং এর চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। বেকারত্বের হাত থেকে মুক্তি পেতে তাই পেশা হিসেবে অনেকেই ওয়েল্ডিংকে বেছে নিচ্ছে। অন্যান্য অনেক পেশার তুলনায় ওয়েল্ডিং এর শুধু চাহিদা নয় এর মজুরিও বেশি। কিন্তু ওয়েল্ডিং একটি টেকনিক্যাল ও চ্যালেঞ্জিং কাজ, এটি রপ্ত করতে নিতে হবে যথাযথ প্রশিক্ষণ। ওয়েল্ডিং এর চাহিদা ও বেতন যেমন বেশি তেমনি এ কাজে ঝুঁকিও আছে, তাই নিরাপত্তার দিকটিতে দিতে হয় বিশেষ নজর। পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে ধৈর্য ও মনোযোগের সাথে কাজ করলে অনায়াসে ওয়েল্ডিং এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব। সেই সাথে দরকার ইংরেজিতে কিছুটা জ্ঞান কারণ এ কাজের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের নাম হয়ে থাকে বিদেশী ভাষায়, অনেক সময় কাজের সুযোগও পাওয়া যায় বিদেশেই।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাংলাদেশ দ্রুত শিল্পায়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, এর ফলে বিভিন্ন সেক্টরে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেড়েই চলেছে। নির্মাণখাত, উৎপাদনখাত এবং অটোমেশন শিল্পে ওয়েল্ডিং একটি মৌলিক প্রক্রিয়া যা ধাতব কাঠামো জোড়া দেওয়া এবং তৈরি করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্মাণখাত প্রকল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তালমিলিয়ে সু-প্রশিক্ষিত ওয়েল্ডারদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) এর একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় (২০২০) দেখা গেছে, জাহাজ নির্মাণ শিল্পে এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে টেকনিক্যাল ওয়ার্কার লেভেলে প্রচুর ওয়েল্ডারের চাহিদা রয়েছে। যেখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরিতে ওয়েল্ডার চাহিদার কথা বলা হয়েছে, যেমন: অ্যাডভান্স ওয়েল্ডিং (5জি, 6জি), ফাংশনাল ওয়েল্ডিং, শিপ ওয়েল্ডিং, গ্যাস ওয়েল্ডিং, আন্ডারওয়াটার ওয়েল্ডিং, TIG ওয়েল্ডিং MTG ওয়েল্ডিং। রিপোর্টে আরো উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর প্রয়োজনীয়তা, মানসম্মত প্রশিক্ষণের নিশ্চিত নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

SEIP প্রকল্পের ওয়েল্ডিং কোর্স প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানের বিস্তৃত সুযোগ উন্মুক্ত করেছে। দক্ষ ওয়েল্ডারদের দেশে এবং বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। নির্মাণখাত, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, বিদ্যুৎকেন্দ্র, অটোমোবাইল উতপাদন ও মেরামত এবং তেল ও গ্যাস সেক্টরের মতো শিল্পগুলিতে তাদের উৎপাদন এবং মেরামত কার্যক্রম চালানোর জন্য দক্ষ ওয়েল্ডারের প্রয়োজন হয়। SEIP প্রকল্প তার স্বল্প মেয়াদি ওয়েল্ডিং কোর্সে সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের ওয়েল্ডিং এর বিভিন্ন পদ্ধতিগুলিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করছে যা প্রশিক্ষণার্থীদের স্থিতিশীল এবং ভাল বেতনের চাকরি নিশ্চয়তা প্রদান করছে। দক্ষ ওয়েল্ডারের বিশ্বব্যাপী চাহিদা রয়েছে যা আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সুযোগ তৈরি করে। বাংলাদেশের দক্ষ ওয়েল্ডাররা মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী শিল্প খাতের দেশগুলিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। এই দেশগুলি প্রায়শই দক্ষ ওয়েল্ডারের অভাবের সম্মুখীন হয় এবং সঠিক যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ করে থাকে।

SEIP এর অধীনে পরিচালিত ওয়েল্ডিং কোর্সটি প্রশিক্ষণার্থীদের শুধুমাত্র চাকরির সুযোগই তৈরি করে না বরং উদ্যোক্তা তৈরি হতেও উৎসাহিত করে থাকে। অর্জিত দক্ষতার কাজে লাগিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের নিজস্ব ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ স্থাপন করতে পারে। এটি প্রশিক্ষণার্থীরা আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে যা ছোট ব্যবসার প্রসারে এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে অবদান রাখে।

ওয়েল্ডিং এ স্কিল গ্যাপ একটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ। অনেক শ্রমিকের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে এবং তারা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশ বা চাকরিকালীন শিক্ষার উপর নির্ভর করে। আনেকক্ষেত্রেই অআনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত শ্রমিকরা প্রয়োজনীয় গুণগত মানসম্পন্ন কাজ তৈরি করতে পারে না এবং এটি তাদের নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। SEIP-এর ওয়েল্ডিং কোর্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে, প্রকল্পটি মানসম্মত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রদান করে দক্ষতার ব্যবধান পূরণ করতে পেরেছে। এই কোর্সটি থেকে পাস করা প্রশিক্ষণার্থীরা প্রমাণ করেছে যে তাদের অর্জিত দক্ষতা ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজন মেটায় যা কিনা বেশি উৎপাদন এবং ভালো গুণগতমান নিশ্চিত করে।

SEIP প্রকল্প অনেকগুলি বেসরকারি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩ অথবা ৪ মাস মেয়াদী ৩৬০ ঘন্টা ওয়েল্ডিং কোর্স পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন (BEIOA)
- শিপ বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশন (AEOSIB)
- পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)
- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)
- বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (BITAC)
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (DTE)

SEIP প্রকল্পের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত ৩২,২৮৮ জন প্রশিক্ষণার্থী ওয়েল্ডিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ওয়েল্ডিং পেশাটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং এটি নারীবান্ধব কোর্স না হওয়ার সত্বেও SEIP প্রকল্পের বিভিন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ২,২১০ জন নারী শিক্ষার্থী ওয়েল্ডিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। যারা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে তাদের ভিতর থেকে ১৭,৫৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কর্মরত আছে। প্রশিক্ষণার্থীদের কেউ কেউ ওয়েলডিং ওয়ার্কশপ স্থাপন করে বেশ ভালো আয় করছে আবার ওই ওয়ার্কশপে আরো মানুষের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হয়েছে।

SEIP-এর ওয়েল্ডিং কোর্সে DNV-GL এবং BV (Bureau Veritas)-এর মতো আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সার্টিফিকেটগুলি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি প্রদান সহ আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করে, প্রশিক্ষণার্থীদের একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্রদান করে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন বিশ্বমানের শিল্পে তদের নিয়োগযোগ্যতা বাড়ায়। আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্মুক্ত করে, নিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। সামগ্রিকভাবে, আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন স্থানীয় এবং বিশ্বব্যাপী উভয় শিল্পে ওয়েল্ডিং কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাফল্যে অবদান রাখে। শিপ বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশন (AEOSIB) এর প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, SEIP প্রকল্পের সহযোগিতায় ৩,৮৭৭ DNV-GL সার্টিফিকেট এবং ২,৩৪৩ জন BV (Bureau Veritas)-নামক ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে। SEIP প্রকল্পে আন্তর্জাতিক চাকরি প্রদানের আশ্বাস না থাকলেও এইসব ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেট এর কারণে শুধুমাত্র শিপ বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশন থেকে ১৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী ওয়েল্ডিং বিষয়ে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিভিন্ন দেশে কাজ করছে।

SEIP প্রকল্পের ওয়েল্ডিং কোর্সের সম্ভাবনা এবং বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বিভিন্ন শিল্পের দক্ষ ওয়েল্ডারেরা ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পন্ন ওয়েল্ডার তৈরির বিষয়টি প্রকল্প গুরুত্বের সহিত দেখে আসছে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে, প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যবান দক্ষতা অর্জন করায় কাঙ্খিত ও ভালোমানের চাকুরি পাচ্ছে। এটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শিল্প অগ্রগতিতে অবদান রাখছে। সামগ্রিকভাবে, SEIP প্রকল্পের ওয়েল্ডিং কোর্সটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ওয়েল্ডিং শিল্পের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একটি সফল প্রোগ্রামে পরিণত হয়েছে।

সিএনসি মেশিন অপারেশন: ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে হালকা প্রকৌশল খাতে চালিকা শক্তি

ডিজিটাল যুগের এই শীর্ষ সময়ে সিএনসি মেশিন একটি প্রাযুক্তিক বিস্ময় হিসেবে হালকা প্রকৌশল খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। সিএনসির বিস্তারিত রূপ হলো কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল। এই মেশিন সারা বিশ্বের হালকা প্রকৌশল খাতের মেরুদণ্ড। এর মাধ্যমে ছোট আলপিন থেকে শুরু করে শিল্পক্ষেত্রের অত্যাধুনিক সব যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের ডিজিটাল ডিজাইনকে খুব সহজেই বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়। বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশল ও উৎপাদন খাতের এই গতিশীল পথচলায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) একটি সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ, যা শিল্পের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা সজ্জিত করে প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তিকে কাঙ্খিত শিল্পক্ষেত্রের সাথে মেলবন্ধন ঘটায়।

হালকা প্রকৌশল খাতকে ছোট শিল্প হিসেবে ধারণা করা হলেও সামগ্রিক শিল্পক্ষেত্রে এর বিস্তার অনেক বড়। শিল্পকারখানার মূল হাতিয়ার মৌলিক যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ আসে এ খাত থেকে। খাতটি বর্তমানে কৃষি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ, অটোমোবাইল শিল্প, ইলেকট্রনিক্স, এনার্জি খাত, মোল্ড অ্যান্ড ডাই, টেক্সটাইল, জুটমিল, মেরিন শিল্প, চা বাগান ও মিল, নির্মাণ শিল্প, বেকারি শিল্প, মেটাল ফার্নিচার, কাগজ মিল, পশুপালন শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ব্যবহৃত অধিকাংশ যন্ত্রাংশ উৎপাদন করছে। বাংলাদেশে এ হালকা প্রকৌশল খাতে মোট বিনিয়োগ প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার, যেখানে বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রায় ৭ ট্রিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ বৈশ্বিক বাণিজ্যের এক শতাংশের কম অবদান রয়েছে বাংলাদেশের। দেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ৩ শতাংশ। অপরদিকে, দেশে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের মোট চাহিদার মাত্র ৫০% এ খাত হতে পূরণ করা হয়। সেক্ষেত্রে, এ খাতটির দেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা পূরণে মিটিয়ে একটি বড় রপ্তানি খাত হওয়ার সুযোগ রয়েছে, এবং আরো কয়েকগুণ বড় হওয়ার অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

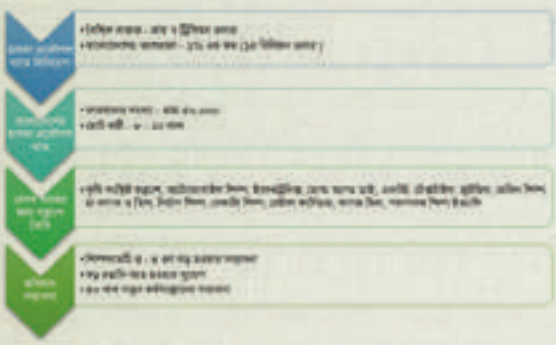
হালকা প্রকৌশল খাত এখন আর শুধু সাধারণ ওয়েল্ডিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সব ধরনের শিল্পক্ষেত্রের পাশাপাশি ম্যানুফ্যাকচারিং খাতেও এখন ডিজিটাল যুগের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। এছাড়া বর্তমান সরকার দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে দুর্বার গতিতে কাজ করে চলছে। এই লক্ষ্য পূরণে সিএনসি মেশিন একটি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। সারা বিশ্বে আধুনিক হালকা প্রকৌশল খাতের মূল হাতিয়ার হিসেবে এখন ক্যাড ও ক্যাম ডিজাইন, সিইসি প্রোগ্রামিং এবং সিএনসি মেশিনকে ধরা হয়। অতুলনীয় নির্ভুলতা, ধারাবাহিকতা এবং গতির সাথে সিএনসি মেশিনগুলি দ্রুত কাঙ্খিত উৎপাদন সম্পন্ন করে, কর্মীর মানবিক ত্রুটিগুলি দূর করে এবং উৎপাদনের বর্জ্য হ্রাস করে, যার ফলে ব্যবসার জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যয় সাশ্রয় হয়।

একটি সিএনসি মেশিনের অপারেশনে বেশ কয়েকটি ধাপ রয়েছে। প্রথমত, একজন ডিজাইনার CAD (কম্পিউটার-এইডেড ডিজাইন) সফটওয়্যার ব্যবহার করে একটি নকশা বা ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে। এই নকশাটি একটি সিএনসি প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় যেখানে মেশিনে অনুসরণ করার জন্য বিভিন্ন নির্দেশাবলি থাকে, যেমন এতে টুলিং পাথ, কাটিংয়ের গতি এবং টুল পরিবর্তনের মতো বিভিন্ন বিষয় বিশদভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে, প্রোগ্রামটি সিএনসি মেশিনে লোড করা হলে মেশিন অপারেটর ওয়ার্কপিস উপযুক্ত স্থানে সুরক্ষিতভাবে স্থাপন করে এবং মেশিনের অপারেশন শুরু করে। এরপর মেশিনটি উচ্চমাত্রার নির্ভুলতার সাথে প্রোগ্রাম করা নির্দেশাবলী কার্যকর করে। পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে অপারেটর অপারেশনটি পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে যাতে অত্যন্ত নির্ভুল মসৃণভাবে অপারেশনটি পরিচালিত হয় এবং কোন সমস্যার সৃষ্টি না হয়।

প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে সুদক্ষ সিএনসি মেশিন অপারেটররা এভাবে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা এবং গ্রাহকের চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই দ্রুতলয়ের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে সাহায্য করে। দক্ষ ও পেশাদার এই কর্মীরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের মেলবন্ধন ঘটায় এবং উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ ঘটিয়ে এভাবে শিল্পক্ষেত্রটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাজারে দক্ষ সিএনসি মেশিন অপারেটরের চাহিদা তাই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। হালকা প্রকৌশল খাতে বাংলাদেশে বর্তমানে ৫০ হাজারের বেশি শিল্প কারখানায় ৮-১০ লাখের মতো মানুষের কর্মসংস্থান রয়েছে। এ সেক্টরের আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি করতে হলে প্রায় ৫০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যার একটি বৃহৎ অংশ হবে দক্ষ সিএনসি মেশিন অপারেটরেরা। এসইআইপি প্রকল্পের অর্থায়নে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) এর একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, এ সেক্টরের অগ্রযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য উদ্যোক্তারা সুচারু সিএনসি মেশিন অপারেটরদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন।

সিএনসি মেশিন অপারেটরদের বিশ্বব্যাপীও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং জাপানের মতো উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি চীন, ভারত এবং ব্রাজিলের মতো উদীয়মান অর্থনীতিগুলো তাদের উতপাদন খাত সচল রাখার জন্য দক্ষ সিএনসি মেশিন অপারেটর তৈরিতে বিশেষভাবে নজর দেয় এবং এ খাতে প্রচুর বিনিয়োগ করে। একারণে এই দেশগুলিতে সিএনসি মেশিন অপারেশনের মত বিশেষায়িত বিভিন্ন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

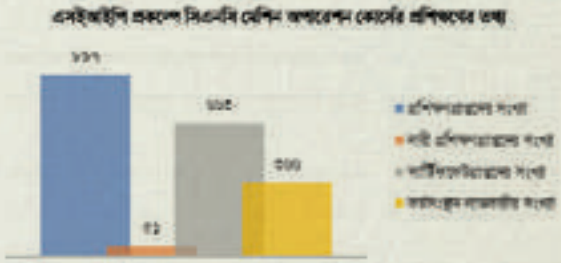
সর্বোচ্চ মানের উতপাদনশীলতা এবং নির্ভুলতাকে গুরুত্ব দিয়ে দক্ষতার সাথে সিএনসি মেশিন পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামগুলি সঠিকভাবে বজায় রাখতে সক্ষম এমন পেশাদার অপারেটরেরা এ দেশগুলোয় অত্যন্ত সম্মানিত। এ দিকটি বিবেচনায় নিলে শিল্পের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে এবং শিল্পের চাহিদার সাথে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমন্বয় করা হলে বাংলাদেশ শুধু অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদাই পূরণ করবে না, বরং আন্তর্জাতিক বাজারেও দারুণভাবে অবদান রাখতে পারবে।



দক্ষ সিএনসি মেশিন অপারেটর তৈরি করার লক্ষ্যে এসইআইপি প্রকল্পটি মানসম্পন্ন দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং এ পেশায় দক্ষ পেশাদারের অভাব কার্যকরভাবে পূরণ করতে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডাস্ট্রি ওনারস অ্যাসোসিয়েশনের (BEIOA) সাথে অংশীদারিত্বে এসইআইপি প্রকল্প 'ক্যাড-ক্যাম ডিজাইন ও সিএনসি মেশিন অপারেশন' নামক একটি ছয় মাসব্যাপী দক্ষতাভিত্তিক (কম্পিটেন্সি বেজড ট্রেনিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট / সিবিটিএ) প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাইওয়ার তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের অর্থায়নে একটি স্বতন্ত্র ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা অত্যাধুনিক সব সিএনসি মেশিন দ্বারা সুসজ্জিত ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। এই কোর্সটিতে ইন্ডাস্ট্রির চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কর্মোপযোগী পাঠ্যক্রম প্রদান করা হয়, যাতে তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক দক্ষতা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে। এছাড়াও, কর্মক্ষেত্রে সফলভাবে কাজ করার জন্য যে সফট স্কিলগুলো প্রয়োজন এবং হালকা প্রকৌশল খাতে কাজ করার জন্য যে জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব প্রয়োজন, তা এই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোর্স পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত সিএনসি মেশিন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য:

- মেকানিক্যাল ড্রয়িং প্রস্তুত করা
- CAD সফটওয়্যার ব্যবহার করে 3D মডেল তৈরি করা
- CAM (কম্পিউটার-এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং) প্রোগ্রামিং করা
- সিএনসি লেদ মেশিন পরিচালনা করা
- সিএনসি মিলিং মেশিন পরিচালনা করা
- সিএনসি ওয়্যার-কাট মেশিন পরিচালনা করা।

এসইআইপি প্রকল্পের একটি অসাধারণ উদ্যোগ হলো প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষে সফল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সম্মানজনক চাকরির ব্যবস্থা করা। ২০১৬ সাল হতে এসইআইপি প্রকল্পের অধীনে সিএনসি মেশিন অপারেশন কোর্সটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের তিনটি পর্যায়ে এই কোর্সে মোট ৮৯৭ জন বেকার ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে নারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫১ জন। এছাড়া, প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ৬৬৩ জন ইন্ডাস্ট্রি হতে আগত অ্যাসেসর কর্তৃক মূল্যায়িত হয়ে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছেন, এবং এর মধ্যে ৩৬৬ জন পরবর্তীতে হালকা প্রকৌশল খাতে নিয়োগ পেয়েছেন।



২০৪১ সালে উন্নত অর্থনীতির কাতারে বাংলাদেশকে পৌঁছুতে হলে হালকা প্রকৌশল ও উৎপাদন খাতকে আরো জোরদার ও আধুনিকীকরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সিএনসি মেশিন কার্যকরভাবে পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এমন পেশাদারদের প্রয়োজনীয়তা ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই চাহিদা মেটাতে এসইআইপি প্রকল্প



একটি সফল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যেখানে প্রশিক্ষণার্থীরা এই পেশার উপযোগী ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং শিল্প-প্রাসঙ্গিক দক্ষতা অর্জন করে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পরবর্তীতে সিএনসি মেশিন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো ব্যাপকতার সাথে পরিচালনা করা প্রয়োজন। এ আলোকে, বাংলাদেশে সিএনসি মেশিন অপারেশন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও উন্নত করার জন্য বেশ কিছু কৌশলের উপর জোর দেওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে:

• শিল্পক্ষেত্রের সাথে অংশীদারিত্ব: শিল্পক্ষেত্রের চাহিদার সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞানের অধিকারী হওয়া নিশ্চিত করার জন্য এসইআইপি প্রকল্পের মত ইন্ডাস্ট্রির সাথে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে।

• পাঠ্যক্রম নিয়মিতভাবে আধুনিকীকরণ: সিএনসি প্রযুক্তি, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ধারণা এবং প্রাসঙ্গিক শিল্পের মানদণ্ডের পরিবর্তন ও অগ্রগতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এসইআইপি প্রকল্পে ইতোমধ্যে সিএনসি মেশিন অপারেশন কোর্সের পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা এবং আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রমেও একই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

• ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সুবিধা: শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদানের জন্য এসইআইপি প্রকল্প অত্যাধুনিক সিএনসি মেশিনে সুসজ্জিত একটি প্রশিক্ষণ সেন্টার (BEIOA Light Engineering Center -3) প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সেন্টারটিকে টেকনোলজির দ্রুত পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে আরো আধুনিকায়ন করতে হবে এবং এ রকম আরো সেন্টার স্থাপন করতে হবে

• ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোজার এবং ইন্টার্নশিপ: প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এবং সিএনসি মেশিন অপারেশনের ব্যবহারিক প্রয়োগ বোঝার জন্য ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোজার এবং ইন্টার্নশিপের সুযোগ সহজতর করতে হবে।

• প্রশিক্ষকদের বিকাশ: এসইআইপি প্রকল্প নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষকদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। প্রশিক্ষকগণ যেন সিএনসি মেশিন অপারেশন এবং শিখণ পদ্ধতির সর্বশেষ অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সিএনসি মেশিন বিষয়ে সর্বাধুনিক দক্ষতা প্রদান করতে পারেন, এজন্য প্রশিক্ষকদের উপযুক্ত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

ক্রমধাবমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে পাল্লা দিতে বাংলাদেশে হালকা প্রকৌশল খাতের ব্যাপক আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, এসইআইপি প্রকল্প সিএনসি মেশিন অপারেশন বিষয়ক দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে পেশাদার অপারেটরের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর সূতিকাগার হিসেবে কাজ করছে। এ কার্যক্রমে সফল বাস্তবায়ন হালকা প্রকৌশল খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং এই শিল্পখাতের উত্তোরত্তর বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করেছে। প্রকল্পের এই সফল প্রচেষ্টাগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হলে একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে এবং হালকা প্রকৌশল খাতে উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিকাশ, সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে।

ভারি যন্ত্রপাতি পরিচালনায় প্রস্তুত কর্মী বাহিনী

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়ছে। অদক্ষ কর্মীর চাহিদা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে । লক্ষ লক্ষ তরুণ যুবক উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করে ছুটে বেড়াচ্ছে চাকরি নামক সোনার হরিণের পিছনে। চাকরির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত না হওয়ায় চাকরি না পেয়ে অর্থনৈতিক, পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত হয়ে পড়ছে। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রাষ্ট্রকে মুক্ত করতে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেশে বিদেশে বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এসইআইপি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর ফলে সম্প্রসারিত হচ্ছে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্র। তারই ধারাবহিকতায় প্রকল্পের অর্থায়নে হেভী ইক্যুইপমেন্ট অপারেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম (ক্রেন, ফর্কলিফট এবং রোড রোলার) পরিচালনা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।



বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প সম্প্রসারণ, নির্মাণ, কৃষি এবং খনি খননের মতো খাতগুলোর জন্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভারি যন্ত্রপাতী পরিচালনা গুরুত্বপূর্ণ। ভারি যন্ত্রপাতির মধ্যে সাধারণত নির্মাণ, খনি খনন, বনায়ন এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত বড় যন্ত্রপাতি যেমন বুলডোজার, এক্সকাভেটর, ক্রেন, রোড রোলার এবং গ্রেডার ইত্যাদি কে বুঝানো হয়। ক্রেন, ফর্কলিফট এবং রোড রোলারের মতো যন্ত্রপাতির দক্ষ পরিচালনা উন্নয়নের উপর শিল্পের বহু বিষয় সম্পৃক্ত। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও বিদ্যুৎকেন্দ্র, পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্ণফুলী টানেল, মহেশখালী গভীর সমুদ্রবন্দর এবং ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল প্রকল্পসহ বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্পের নির্মাণকাজ, খনন, উপাদান পরিচালনা এবং রাস্তা নির্মাণের মতো কাজগুলি পরিচালনা করার জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারি সরঞ্জাম অপারেটরের প্রয়োজন হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ ও মেরামতের কাজে, বেসরকারি খাতে বড় বড় কারখানায় এবং রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোতে ক্রমবর্ধমানভাবে নির্মাণে ভারি যন্ত্রপাতি ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), সশস্ত্র বাহিনী, দেশি-বিদেশি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশে ভারি যন্ত্রপাতির প্রধান গ্রাহক। অথচ বাংলাদেশের Heavy equipment operation সেক্টরে একটি উল্লেখযোগ্য দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। দক্ষতার ঘাটতি বলতে মূলত, সরঞ্জাম অপারেশন কৌশল, সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বোঝা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা প্রোটোকল, শিল্প নিয়ম অনুসরনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতার। সারাদেশে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদা মেটাতে বর্তমানে যথেষ্ট পেশাদার ভারি সরঞ্জাম অপারেটর নেই। দক্ষ ভারি সরঞ্জাম অপারেটরের উচ্চ চাহিদার কারণে বর্তমান বাজারে এই কাজের ভালো চাহিদা রয়েছে।



বিআইডিএস-এর গবেষণা অনুযায়ী, নির্মাণ শ্রমিকের চাহিদা ২০২৫ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত বাড়বে। বিদেশে নির্মাণ শ্রমিকের চাহিদার হার ০.১৬ থেকে ০.১৯ মিলিয়নের মধ্যে মোটামুটি স্থির থাকবে। ২০১৬ সালে এই সেক্টরে সামগ্রিক চাহিদা ছিল ৩.৩৪ মিলিয়ন। যা ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ বেড়ে ৫.০৪ মিলিয়নে উন্নীত হবে। পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ৫০০০ ইউনিট ভারি যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়। আমদানি ব্যয় পাঁচ বছরে ১০ বিলিয়ন (১,০০০ কোটি) টাকার কম থেকে বেড়ে প্রায় ২০ বিলিয়ন টাকা (২,০০০ কোটি) হয়েছে। বাংলাদেশ আমদানি ক্যাপিটাল মেশিনারি ডাটা থেকে দেখা যায় যে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ২৬,১৫৮ মিলিয়ন টাকার যন্ত্রপাতির আমদানি রিপোর্ট করা হয়েছিল। এটি ফেব্রুয়ারী ২০২৩-এর আগের ২১,৭৫৫.৬০০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) প্রকল্প হেভি ইকুইপমেন্ট অপারেশনে মূল উদ্যোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। SEIP-এর লক্ষ্য ভারি যন্ত্রপাতি পরিচালনায় বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদ্যমান দক্ষতার ব্যবধান পূরণের মাধ্যমে দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার উদ্দেশে SEIP ২০১৪ সাল থেকে কাজ করে চলছে। যেসব কোর্সকে SEIP প্রশিক্ষনের আওতায় এনেছে তারমধ্যে হেভি ইকুইপমেন্ট অপারেশন অন্যতম।

Heavy equipment operation training একটি বিশেষ প্রোগ্রাম বা কোর্স যা ব্যক্তিদের নিরাপদে এবং কার্যকরভাবে ভারি যন্ত্রপাতি পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যন্ত্রটি কিভাবে শুরু করতে হয়, কিভাবে এর গতি ও দিক নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং কিভাবে এটিকে নিরাপদে থামাতে হয়, জরুরি পরিস্থিতিতে কি করতে হয় এসব ব্যাপারে ব্যবহারিক জ্ঞান দেওয়া হয় । অপারেটরের দক্ষতা উন্নত করার উপায় হল তাদের অনুশীলন করার সুযোগ দেওয়া। SEIP প্রকল্পে এসব

মেশিনের মাধ্যমে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।



Heavy equipment operation training এর গুরুত্ব নিম্নরূপঃ

• অপারেটরদের ভারি যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করন,

• ভারি মেশিন অপারেশনে দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা উন্নত করে, যার ফলে কাজ এবং প্রকল্পগুলি দ্রুত সমাপ্ত হয়,

• অপারেশনাল কৌশল এবং নিরাপত্তা প্রোটোকলের সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুর্ঘটনা এবং সরঞ্জামের ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে,

• ভারি মেশিন অপারেশন জন্য শিল্প প্রবিধান এবং মান নিশ্চিত করা,

• অপারেটরদের কার্যকরভাবে জটিল যন্ত্রপাতি পরিচালনা করা, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্ম সম্পাদনে সময় হ্রাস করা।



Heavy equipment operation প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুবিধা পাওয়া যায়ঃ

শিল্পের চাহিদা পূরণ: নির্মাণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উতপাদন এবং লজিস্টিকসের মতো বিভিন্ন খাত উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে বাংলাদেশ দ্রুত শিল্প বৃদ্ধির সম্মুখীন হচ্ছে। এই সেক্টরগুলিতে অপারেটিং ক্রেন, ফর্কলিফট এবং রোড রোলারগুলির মতো কাজগুলি পরিচালনা করার জন্য দক্ষ ভারি সরঞ্জাম অপারেটর প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রশিক্ষত ও দক্ষ অপারেটরদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ অপারেটরদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো সম্ভব ।

উন্নত নিরাপত্তা মান: ভারি সরঞ্জাম পরিচালনার জন্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ দক্ষতা এবং জ্ঞানের প্রয়োজন। এটি কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মান বাড়ায় এবং দুর্ঘটনা, আঘাত এবং সম্পত্তির ক্ষতির ঝুঁকি কমায়।

ব্যয় সাশ্রয়: ভারি যন্ত্রপাতির জন্য উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের প্রয়োজন হওয়ায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এই খাতে ব্যায় সাশ্রয় নিশ্চিত করে।

নির্ভুলতা: ভারি সরঞ্জামগুলি উন্নত প্রযুক্তি এবং বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সজ্জিত যা সুনির্দিষ্ট এবং সঠিকভাবে কর্মসম্পাদন করতে সক্ষম করে।

বহুমুখিতা: ভারি যন্ত্রপাতি বিভিন্ন ধরণের এবং আকারে পাওয়া যায়, প্রতিটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই বহুমুখিতা তাদের বিস্তৃত শিল্প এবং অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে ব্যবহার করার সুবিধা দেয়।

নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুসরণ করার ক্ষমতা : নিয়োগকর্তারা ভারি সরঞ্জাম অপারেটরদের প্রযোজ্য নিরাপত্তা নির্দেশিকা এবং প্রোটোকলের সাথে পরিচিত হতে পারে। নির্দেশিকা এবং প্রোটোকলগুলি বোঝার এবং ধরে রাখার ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজ করাসহ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে পারে এবং চ্যালেঞ্জিং কাজের পরিস্থিতিতে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে পারে।

সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ জ্ঞান: কাজের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি একটা বিষয়। রুটিন কাজ হিসাবে, অপারেটররা ভারি সরঞ্জামগুলির প্রাথমিক পরিচ্ছন্নতা সঞ্চালন করে। অপারেটররা তেলের মাত্রা পরীক্ষা করতে পারে, তেলের ফিল্টার পরিবর্তন করতে পারে এবং পর্যায়ক্রমে উপাদানগুলি পরিষ্কার ও লুব্রিকেট করতে পারে।

সমস্যা সমাধানের দক্ষতা: সমস্যা সমাধান অপারেটরদের জন্য একটি অপরিহার্য দক্ষতা। তারা কখনও কখনও প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য ছাড়াই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা কঠিন ভূখণ্ডে কাজ করতে পারে। একটি একক ভারি সরঞ্জাম ইউনিটের ত্রুটি কাজকে ব্যাহত করতে পারে বা অন্য অপারেটরদের এবং যারা নির্মাণ বা খনির জায়গায় কাজ করে তাদের কাজ বন্ধ করে দিতে পারে। একজন অভিজ্ঞ অপারেটর ড্রাইভিং বা সরঞ্জাম পরিচালনা করার সময় সমস্যাগুলি সনাক্ত করতে বা অনুমান করতে পারে এবং যত দ্রুত সমস্যাটি সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে।

মাল্টিটাস্কিং : মাল্টিটাস্কিং করার ক্ষমতা ভারি যন্ত্রপাতি অপারেটরদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। অপারেটরদের তাদের প্রায়শই একাধিক কাজ একইসময়ে করতে হয়, যেমন যন্ত্রপাতি চালানোর সময় অন্য কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করা এবং কাজের জায়গা পর্যবেক্ষণ করা। দলবদ্ধভাবে সম্পাদিত কর্ম টিমওয়ার্ক হল একটি দক্ষতা যা মানুষের একটি দলের সাথে কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজন।সময় ব্যবস্থাপনা: সময়কে দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা। এটি ভারি সরঞ্জাম অপারেটরদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাদের সময়মত তাদের কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হতে হয়।

গ্রাহক সেবা: গ্রাহকদের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার জন্য ভারি সরঞ্জাম অপারেটরদের শক্তিশালী গ্রাহক পরিষেবা দক্ষতা থাকতে হবে। তাদের গ্রাহকের চাহিদা বুঝতে সক্ষম হতে হবে এবং তাদের সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন আরো আনেক দেশে Heavy equipment operation দের চাহিদা রয়েছে। গত এক দশকে দেশে অনেক মেগা নির্মাণ প্রকল্প শুরু হয়েছে।

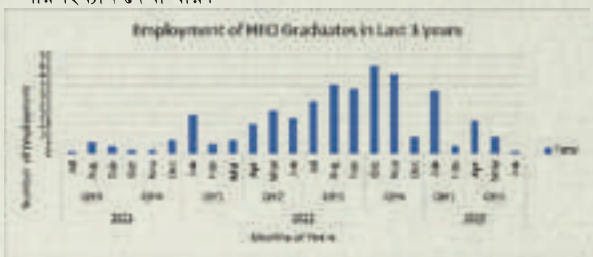
বাংলাদেশে ভারি যন্ত্রপাতি ব্যবসার প্রসার ঘটছে। বাজার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ভারি যন্ত্রপাতির ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছেন অনেকে। এ ধরনের যন্ত্রপাতি এখনো দেশে তৈরি না হওয়ায় ব্যবসায়ীরা সেগুলো আমদানি করে স্থানীয়ভাবে বিক্রি করে থাকেন। অনেক কোম্পানি বিশ্বব্যাপী ভারি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকদের পরিবেশক হিসেবে ব্যবসা শুরু করায় বাংলাদেশে তাদের বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত ভারি যন্ত্রপাতির বেশিরভাগই সেকেন্ড-হ্যান্ড যন্ত্রপাতি। অন্যান্য দেশে ব্যবহার করার পর এই যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়।

স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) বাংলাদেশে Heavy Equipment Operation জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। SEIP তিনটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বগুড়া টিটিসি, নীলফামারী টিটিসি এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ টিটিসি) তে Heave Equipment Operation Training এই কোর্স এর অপরিহার্য সরঞ্জামাদি যেমন ভাইব্রেটরি সয়েল কম্প্যাক্টর, ইঞ্জিন পাওয়ার লিফট ট্রাক এবং ট্রাক ক্রেন ক্রয় করতে ১২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে।

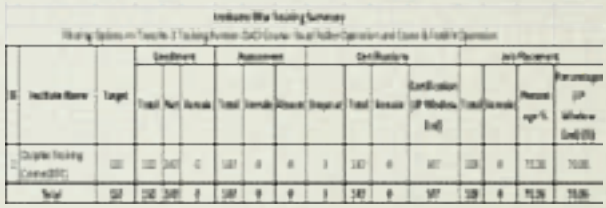
Designation	Trainee in Abroad
Crane Helper	6
Crane Operator	1
Forklift Helper	20
Forklift Operator	5
Welder	1
Worker	2
Grand Total	35

উল্লিখিত প্রতিটি টিটিসিতে এই যন্ত্রগুলোর একটি করে বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও, সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ভারি যন্ত্রপাতি পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত SEIP এর একটি কৌশলগত এবং ভবিষ্যৎমুখী পদক্ষেপ। এটি এই প্রশিক্ষণকে শুধু সহজলভ্যই করবে না, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনেক অর্থ ব্যায় করে এ ধরণের ট্রেইনিং গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছে। ভারি যন্ত্রপাতি পরিচালনার প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে করে দেওয়ার মাধ্যমে SEIP আরও বেশি অংশগ্রহণকারীদের আকৃষ্ট করেছে। এই অন্তর্ভুক্তি দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশী বাজারে উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা মেটাতে অবদান রাখবে। এটি দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং শিল্পের চাহিদা পূরণের বৃহত্তর লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

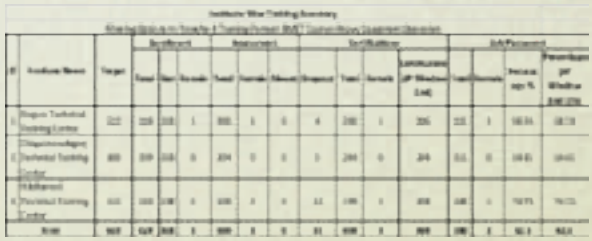
SEIP এ এই কোর্সটির মোট ৭৭৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। SEIP এই কোর্সটি ৩ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং একটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে (কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) বগুড়া, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) চাঁপাইনবাবগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), নীলফামারী এবং ডলফিন ট্রেইনিং সেন্টারে)। ৭৭৯ জন এই কোর্সে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ৭৫৫ জন প্রত্যয়িত হয়েছেন এবং ৪৮৩ জন প্রত্যয়িত প্রশিক্ষণার্থী বাংলাদেশের কিছু বিখ্যাত শিল্প যেমন আব্দুল মোনেম গ্রুপ, সাসেক প্রকল্প, বিটিসিএল, আরএফএল এ চাকরিরত আছেন। নীচের ছবি থেকে তিনটি টিটিসি এর Enrollment, Assessment, Certification এবং Job Placement এর পরিসংখ্যান দেখা যায়।



নীচের সারণী থেকে SEIP গ্র্যাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ২০২২ সালের তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রান্তিকে কর্মসংস্থান সবচেয়ে বেশি ছিল। যেখানে, ২০২৩ এর প্রথম দুই প্রান্তিকে এটির ধীর অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত, ৪র্থ প্রান্তিকে এর শেষে এটি উপরের দিকে উঠবে বলে আশা করা যাচ্ছে।



বর্তমানে ৩৫ জন Certified প্রশিক্ষণার্থী উচ্চ বেতনে রোমানিয়া, সিঙ্গাপুর, ইটালি, কাতার, মালেয়শিয়া এবং সৌদি আরবের বিভিন্ন নির্মাণ শিল্পে কাজ করছেন। আরও ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর ভিসা কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। তারা সর্বনিম্ন পচিশ হাজার টাকা থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন। TMS থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, বিদেশে অবস্থানরত Certified প্রশিক্ষণার্থীরা নিম্নে উল্লেখিত পদগুলোতে চাকরিরত আছেন।



বাংলাদেশে Heavy equipment পরিচালনার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য একটি বড় সমস্যা। এই ধরনের কোর্সে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামুলক ভাবে কম। ভারি সরঞ্জাম পরিচালনায় লিঙ্গ সমতাকে উন্নীত করে বিদ্যমান ধারনেকে চ্যালেঞ্জ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। SEIP একটি নারী বান্ধব প্রকল্প এবং প্রকল্পটি সনাতন ধ্যান ধারনার পরিবর্তন এনেছে । রাঙ্গামাটি টিটিসিতে ২৮০ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীকে SEIP এর ওয়েল্ডিংয় কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে ১২৬ জন মহিলা বর্তমানে চাকরিতে নিয়োজিত আছেন।

বিশ্বমানের নির্বাহীদের পদভারে মুখরিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের শিল্পকারখানা

বাংলাদেশের ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে গত কয়েকদশক ধরে কর্পোরেট ব্যবস্থাপকদের ব্যাপক চাহিদা তৈরী হয়েছে। টেক্সটাইল, গার্মেন্টস, চামড়া ও পাদুকা শিল্প, নিটওয়ার এবং স্পিনিং শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রয়োজনে সুষ্ঠু শিল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও আধুনিক ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এই অনিবার্য প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর জন্য বাংলাদেশের শিল্প মালিকগণ তাদের মানবসম্পদ চাহিদার একটা বড় অংশ বিদেশি ম্যানেজারদের নিয়োগের মাধ্যমে পুরণ করছেন। এতে হয়তো আমাদের শিল্প-ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার ঘাটতি অনেকাংশে কিছু এক পুরণ হচ্ছে। কিন্তু এতে আমাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার এক বিরাট অংশ বেতন ভাতা হিসাবে বিদেশে চলে যাচ্ছে। এবং আমাদের শিক্ষিত যুবকরা এই মধ্যসোপানের পদগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাংক-এর তথ্যসূত্র থেকে ডেইলি স্টার পত্রিকায় (২০ জুলাই ২০২৩) বলা হয়েছে ২০২২ সনে বাংলাদেশ থেকে ১৩৭ মিলিয়ন ডলার অফিশিয়াল চ্যানেলে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা এসব কর্মী-ব্যবস্থাপকগণ বাংলাদেশ থেকে তাদের দেশে বেতন ভাতা হিসাবে নিয়ে যাচ্ছেন। একই সূত্র থেকে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৫,১২০ জন নতুন বিদেশি ম্যানেজারের ওয়ার্কপারমিট তাদের পক্ষ থেকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে যা পূর্বের বছরের তুলনায় বেশি। ১৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকা বিভিন্ন সূত্রের বরাতে জানিয়েছে যে, বিদেশি ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য দক্ষ শ্রমিকেরা বাংলাদেশ থেকে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বৈদেশিক দেশের এই সং মুদ্রা বাংলাদেশ থেকে তাদের স্ব স্ব দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। দেশের এই সংকট বিবেচনায় নিয়ে স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেইপ) ২০১৭ সন থেকে দেশি ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশ্বমানের ব্যবস্থাপক তৈরির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। উক্ত নির্বাহী উন্নয়ন প্রোগ্রামে দুই ধরনের প্রশিক্ষণার্থীদের টার্গেট করা হয়েছে। এক. যারা বর্তমানে উক্ত সেক্টর/সাব-সেক্টরে মধ্যম সোপানে কর্মরত রয়েছেন এবং দুই, যারা ভবিষ্যতে এই সেক্টরে যোগদান করবে। উল্লিখিত চারটি সেক্টরে মোট ৪,০০০ জনকে নির্বাহী উন্নয়ন প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে। প্রোগ্রামটির ডিজাইন, কারিকুলামের ব্যাপ্তি, প্রশিক্ষণ কৌশল, ইন্ডাস্ট্রি আন্তঃসংযোগ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নির্বাহী উন্নয়ন প্রোগ্রামগুলি দেশে বিদেশে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এশীয় উন্নয়ন (ADB) ব্যাংক এই মডেলিটিকে বিভিন্ন দেশে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। নীচে এই প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।

ইন্ডাস্ট্রি-এর চাহিদা নিরুপন ও চাহিদা-ভিত্তিক কারিকুলামঃ প্রোগ্রামটি শুরু করার পূর্বে আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুটেক্স কর্তৃক ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা নিরুপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রোগ্রামটি শুরুর পূর্বেই ইন্ডাস্ট্রি বিশেষজ্ঞ, শিল্প মালিকপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সেইপ-এর বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে Need Analysis Workshop করা হয়। উক্ত ওয়ার্কশপের ভিত্তিতে ইন্ডাস্ট্রি চাহিদা ভিত্তিক কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়। Need-based কারিকুলাম অনুসরণে কোর্সসমূহ পরিচালিত হওয়ায় উক্ত সেক্টরসমূহে কর্মরত নির্বাহী ছাড়াও চাকুরি প্রত্যাশী ফ্রেশ গ্রেজুয়েটগণ কর্তৃক কোর্সসমূহে অংশগ্রহণে খুবই আগ্রহী দেখা যায়।

অভিনব পদ্ধতিতে কোর্স ডেলিভারিঃ কোর্সসমূহের আরেকটি অভিনবত্ব হল, এর ডেলিভারি পদ্ধতি। কোর্সটি প্রস্তুত করার সময় যেমন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়সমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে তেমনি এর প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রেও তাত্ত্বিকজ্ঞানসমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসরদের পাশাপাশি ৫০% শিল্পীয় অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ইন্ডাস্ট্রি নির্বাহীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনটি সেমিস্টারে বিভক্ত পুরো কোর্সের একটি সেমিস্টারে তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অংশগ্রহণে সমাপ্ত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিজ্ঞ ইন্ডাস্ট্রি নির্বাহীদের মাধ্যমে দ্বিতীয় সেমিস্টারটি ডেলিভারি দেয়া হয়। কর্মদক্ষতায় এবং অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ নির্বাহীদের মাধ্যমে দ্বিতীয় সেমিস্টারের প্রশিক্ষণটির আয়োজন থাকায় প্রশিক্ষণার্থীগণ নির্ধারিত সেক্টরের উপর একটি পরিপূর্ণ চিত্র চোখের সামনে দেখতে পান। স্ব স্ব ক্ষেত্রে সফল ও শিল্প-ব্যবস্থাপনায় খ্যাতিমান নির্বাহীদের সাথে মতবিনিময়ের পর্বটি একে বারেই প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি বিরল অভিজ্ঞতা।

কার্যকর শিল্প সংযুক্তিঃ কোর্সের একটি সেমিস্টারে প্রশিক্ষণার্থীদের শিল্প-সংযুক্তিতে থাকতে হয়। এই শিল্প-সংযুক্তি কার্যক্রমটি দুইজন সুপারভাইজার মেন্টরিং করে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় একাডেমিক অংশ মেন্টরিং করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নির্ধারিত শিক্ষক এবং শিল্প-সংযুক্তি কার্যক্রমের ব্যবহারিক অংশ মেন্টরিং করেন আরেকজন ইন্ডাস্ট্রি সুপারভাইজার। এতে শিল্প-সংযুক্তি কার্যক্রমটি যেমন কার্যকর তদারকির আওতায় থাকে তেমনি একটি শিল্প-সংযুক্তির উপর একটি পরিপূর্ণ রিপোর্ট প্রস্তুত এবং উপস্থাপনায় অংশগ্রহণকারিগণ প্রফেশনালিজমের স্বাক্ষর রাখতে পারেন। এই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে অত্যন্ত কার্যকরভাবে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া লিংকেজ তৈরি হয়েছে যা সচেতন মহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। সফট ও হার্ড স্কিলের অপূর্ব মেলবন্ধনঃ কোর্সসমূহ ডিজাইন করার সময় সচেতনভাবে হার্ডস্কিল ও সফটস্কিল বিষয়ের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। দেশীয় নির্বাহীদের একটি বিরাট অংশ যারা কারিগরি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন তাদের মধ্যে যেমন সফটস্কিলের ঘাটতি রয়েছে তেমনি যারা নন-টেকনিক্যাল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন তাদের মধ্যেও হার্ডস্কিল বিশেষত শিল্প-ব্যবস্থাপনা, কারিগরি ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা, আর্থ-ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। নির্বাহীদের চৌকষ ও বিশ্বমানের ব্যবস্থাপক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কোর্সসমূহে উল্লিখিত সফটস্কিল ও হার্ডস্কিলের চমৎকার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। সফটস্কিল অংশে নেতৃত্ব প্রদানের কৌশল, ইমোশনাল ইনটেলিজেন্ট, যোগাযোগ দক্ষতা, টিম-বিল্ডিং, প্রেষণা, কর্মী-ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পদে কাজ করার জন্য বিষেশভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মপ্রত্যয়ী নেতৃত্বের বিকাশঃ নির্বাহী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের খ্যাতনামা চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনাসমূহ আত্মপ্রত্যয়ী নেতৃত্বের বিকাশে উন্মুখ একদল নির্বাহির পদচারণায়

মুখরিত হচ্ছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, প্রকল্পের আওতায় উক্ত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে চারটি Executive Development Centre (EDC) এবং সেন্টারসমূহের পরিচালনায় রয়েছেন কয়েকজন অভিজ্ঞ অধ্যাপক। আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিআইজিডি, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালক/নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে এবং বাকি দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মান্যবর উপাচার্যের নেতৃত্বে EDC-সমূহ পরিচালিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রি এসোশিয়েশনের প্রতিনিধি, ইডিসি-এর পরিচালক অধ্যাপক এবং SDCMU-এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত প্রজেক্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মান্যবর উপাচার্য (ক্ষেত্র বিশেষে পরিচালক/নির্বাহী পরিচালক)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও খ্যাতনামা অধ্যাপকদের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার কারণে চারটি EDC-ই গত পাঁচ বৎসর যাবত সাফল্যের সাথে প্রায় চার সহস্রাধিক চৌকস ও আত্মপ্রত্যয়ী বিশ্বমানের ব্যবস্থাপক গড়ে তুলেছে যারা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে বিদেশি ব্যবস্থাপকদের সাথে পাল্লা দিয়ে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

কার্যকর নেটওয়ার্কিং: বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড এবং প্রতিষ্ঠান থেকে আসা নির্বাহীদের মিলনমেলায় এক চমৎকার নেটওয়ার্ক তৈরি হওয়া, কোর্সের আরেকটি উজ্জ্বল দিক। অভিজ্ঞতার বিনিময়, গ্রুপওয়ার্কের মাধ্যমে পারস্পারিক মত বিনিময়, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শিক্ষণ-বিতর্ক, শিক্ষণ-বিষয় উপস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ এক অভিনব শিক্ষণ পরিবেশে প্রশিক্ষিত হচ্ছে।

একই অনুভূতি ও শিক্ষণ-অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রায় চার হাজার প্রশিক্ষণার্থী চারটি ইডিসি থেকে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে অ্যাপারেলস, টেক্সটাইল, চামড়া ও পাদুকা শিল্পের শত শত ইন্ডাস্ট্রি ব্যবস্থাপনায় অবদান রেখে যাচ্ছেন। আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত এই নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশের রপ্তানীমুখী সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাদের কর্ম ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

পলিসি এনালাইসিস কোর্সঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত খ্যাতনামা পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনিস্টিটিউট বিআইজিম এর পরিচালনায় পলিসি এনালাইসিস ও স্ট্রেটেজিক ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক দুটি উচ্চতর কোর্স সেইপের সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাবলিক, প্রাইভেট ও অন্যান্য সেক্টরে কর্মরত মধ্যম সোপানের নির্বাহীবৃন্দ এই কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। পলিসি এনালাইসিস কোর্সের বড় বৈশিষ্ট্য হল, অংশগ্রহণকারীগণ হাতে কলমে পলিসি প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপ বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে পলিসি পেপার প্রস্তুত করেন। এর ধারাবাহিকতায় পলিসি বাস্তবায়নের কৌশল হিসাবে পরবর্তী ধাপে তারা স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট কোর্সেও অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান।

কোর্স দুটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে কোর্সের সফল সমাপ্তিতে অংশগ্রহণকারীগণ নিজেদের পলিসি এনালিস্ট হিসাবে দাবি করার মত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন সেক্টর থেকে অংশগ্রহণকারী অন্তর্ভুক্ত করার কারণে এখানে একটি কার্যকর পারস্পারিক শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে চমৎকার নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে যা পরবর্তীতে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনকালে আন্তঃসহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখবে।

সেইপ প্রকল্পের নির্বাহী উন্নয়ন কার্যক্রম এবং এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ইডিসি)-এর এই মডেলটি দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এই মডেলটির ধারাবাহিকতা রক্ষার অংশ হিসাবে পরবর্তী প্রকল্পেও এর অনন্যযাত্রা অব্যাহত রাখা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

কেয়ারগিভিংও হতে পারে সম্ভাবনাময় পেশা

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে demographic dividend'র সুবিধা প্রাপ্তির পর একটি দেশ ক্রমেই হেঁটে যায় Ageing Society'র দিকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে রোগী, শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যত্ন করার পেশার চাহিদা দিন দিন দ্রুত বাড়ছে, স্বাস্থ্যসেবা খাতে যাকে আমরা কেয়ারগিভিং বলে জানি। অনেক পরিবারেই বয়স্ক বাবা-মা, শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও অটিস্টিক বাচ্চা থাকে যাদের দেখভাল করার জন্য লোক থাকে না। কারণ অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই চাকুরি করেন অথবা ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকেন। বয়স্ক বাবা-মা, শিশু, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও অটিস্টিক বাচ্চাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও দেখভাল করার জন্য একজন কেয়াগিভারের প্রয়োজন হয় যারা তাদের সাথে একান্তভাবে মিশে ও সঙ্গ দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা দেন। এ সকল প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভারদের বিদেশেও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এছাড়া ক্লিনিক ও হাসপাতালে এবং বাসায় থাকা জটিল রোগীর জন্য পেশেন্ট সার্ভিস এটেনডেন্ট এর যথেষ্ট চাহিদা আছে।

SEIP প্রকল্প এ চাহিদার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে কুমুদিনী ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (PKSF) সহযোগিতায় কেয়ারগিভিং কোর্স চালু করেছে।

গত এক দশক বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য সেবার প্রায় সব ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গড় আয়ু ২০০০ সালে ৬৫.০৫ বছর থেকে ২০২০ সালে ৭২.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের গড় আয়ু ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশকে ছাড়িয়ে গেছে, ফলে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। আবার বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের একটি বড় সম্পদ হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ কর্মক্ষম, যাদের বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছর। জনমিতিক পরিসংখ্যান অনুসারে ২০৪২ সাল হতে বাংলাদেশে বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সেক্ষেত্রে কেয়ারগিভারদের প্রয়োজনীয়তা নিবিড়ভাবে পরিলক্ষিত হবে।

অপরদিকে বিশ্বজুড়ে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। উন্নত বিশ্বের কয়েকটি দেশ যেমন জাপান, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, রোমানিয়া, গ্রীস, এমিরেটস্ এবং কাতারে কেয়ারগিভারের চাহিদা প্রচুর। বাংলাদেশ সরকারের তাই একটি বিশেষ লক্ষ্য হলো স্বাস্থ্যখাতের এই বিশেষ পেশায় আরো পেশাদার ব্যক্তি রপ্তানি করা। ভারত এবং ফিলিপাইন বিভিন্ন দেশে কেয়ারগিভার রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজারের শীর্ষস্থানীয়। এই দেশগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশকে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা কর্মী প্রস্তুতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে দক্ষতার ব্যবধান কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে SEIP প্রকল্প সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কেয়ারগিভারেদের একটি পুল তৈরি করার বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে নেমেছে। SEIP এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভারগণ একসময় স্থানীয় এবং বিশ্ব বাজার উভয়ক্ষেত্রের চাহিদাই পূরণ করবে। SEIP প্রকল্পের এই প্রচেষ্টায় কুমুদিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ সারথী। কুমুদিনী বাংলাদেশে দীর্ঘ ৯০ বছর যাবৎ সুনামের সাথে আপামর জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে।

SEIP প্রকল্পের আয়তায় কুমুদিনী ২০২২ সালে কেয়ারগিভারদের প্রশিক্ষণ শুরু করেছে। এক্ষেত্রে কুমুদিনীর লক্ষ্য ছিল ১৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থাপনায় ৬-মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা। কুমুদিনী শতভাগ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে, যাদের সবাই NSDA মূল্যায়নে দক্ষ হয়ে উঠেছে। এই ১৬০ জনের মধ্যে ১১৯ (৭৪%) জন চাকুরী পেয়েছেন। এই বছর, কেয়ারগিভার প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হলো ২২০ জন প্রশিক্ষণার্থী, যা ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হওয়ার পথে রয়েছে।

কুমুদিনী আমেরিকান কেয়ারগিভার অ্যাসোসিয়েশনের (এসিএ) একমাত্র বাংলাদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি। ২০২২ সালে মেধার ভিত্তিতে কেয়ারগিভিং কোর্সের প্রতিটি ব্যাচ থেকে ০৫ জন প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হয় এবং ১৫জন ACA এর মাধ্যমে অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স করার সুযোগ পান। ১৫ জন পরীক্ষার্থীর সবাই এই কোর্সে উত্তীর্ণ হতে সফল হয়েছে। এই সার্টিফিকেটটি দেশের বাইরে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মূল্যায়িত হয়। ২০২৩ সালে প্রকল্পের ৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে কেয়ারগিভারদের চাহিদা ও দক্ষতার কারণে তারা সম্মানজনক বেতন-ভাতাদি পেয়ে থাকে। ২০২২ সালে ১১৯ জন কেয়ারগিভারদের ৭৩ জন (৬১%) বিভিন্ন হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলিতে রোগীর পরিষেবা পরিচর্যাকারী হিসাবে কাজ করছেন, এছাড়া আরো ২৯ জন (২৪%) প্রবীণ ব্যক্তি, রোগী এবং শিশুদের জন্য হোম হেলথ কেয়ার পরিষেবার কাজ করছেন এবং আরো ১৭ জন (১৫%) বিভিন্ন কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক/এসেসর হিসাবে কাজ করছেন। এই প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভারগণ NSDA-এর এসেসর হিসেবেও কাজ করছেন।

জাপানিজ চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠান MIRAI-TNRA এর চাহিদা অনুসারে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মির্জাপুর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র থেকে ২৩ জন প্রশিক্ষণার্থী জাপানিজ ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে এবং তাদের ছয়মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর তাদের জাপানে কেয়ারগিভিং বিষয়ে কর্মসংস্থান হবে।



অপরাদকে, পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে SEIP প্রকল্পের Tranche-3 এর আওতায় ২০২২ সাল থেকে কেয়ারগিভিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৮০০ জন কেয়ারগিভার তৈরীর লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ পর্যন্ত ১২৮৭ জন কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণের লেভেল-২ সফলভাবে সমাপ্ত করেছে এবং প্রশিক্ষণার্থীরা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) থেকে সনদায়ন লাভ করেছে। ৩মাস ব্যাপী পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি আবাসিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ইংরেজি/জাপানি ভাষা দক্ষতা প্রশিক্ষণ , ইন্টার্নশীপ এবং প্রশিক্ষণ শেষে সফল প্রশিক্ষণার্থীদের ৫০০০/- টাকা মূল্যের মেডিক্যাল টুলস কিট বক্স প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ১৭২ জন ইতোমধ্যে দেশের স্বনামধন্য হাসপাতাল, হোম সার্ভিস ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে নিয়োজিত রয়েছে এবং এক্ষেত্রে জবপ্লেসমেন্টের হার ৬৫.৫%। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে SEIP প্রকল্পের উদ্যোগে কুমুদিনী ও পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে দক্ষ কেয়ারগিভার তৈরি করা হচ্ছে, যারা স্থানীয় ও বিদেশি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে SEIP প্রকল্প তাই দক্ষতা বৃদ্ধি ও সম্মানজনক বেতনের পাশাপাশি মানসম্মত সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে কেয়ারগিভিং পেশাকে মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই রূপে গড়ে তোলায় অসামান্য অবদান রাখছে।

স্পেশালাইজড নার্সিং-এ প্রয়োজন বিশেষ দক্ষতা

গত এক দশক বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য সেবার প্রায় সব ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। গত ৫ বছরে মাতৃমৃত্যুর হার (এমএমআর) প্রায় ১২% হ্রাস পেয়েছে এবং পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার ২৬% হ্রাস পেয়েছে। এই সাফল্যের পিছনে ডাক্তারদের পাশাপাশি নার্সদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তা স্বত্ত্বেও স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলো জাতীয় বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য প্রতিশ্রুতি ক্ষেত্র ক্রমে পিছিয়ে রয়েছে। স্বল্প সংখ্যক বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে একটি বৃহত্তম জনসংখ্যার স্বাস্থ্য প্রদানের চেষ্টা অব্যাহত আছে যেখানে নানা ধরনের চ্যলেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে।

বৈশ্বিক মানদণ্ডের বিপরীতে প্রতি ১০,০০০ জন মানুষের জন্য মাত্র ৮.৩ জন ডাক্তার, নার্স এবং মিডওয়াইফের প্রাপ্যতা থেকে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়। বিশেষ করে নার্সের ঘাটতি এবং স্পেশালাইজড নার্সদের সংখ্যা আরো নগণ্য। ডাক্তার, নার্স এবং মেডিকেল টেকনিশিয়ানদের অনুপাত সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ ০১: ০৩: ০৫ হলেও তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ সাফল্য অর্জন করা এখনো সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াফারি কাউন্সিল (BNMC) এর সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, শুধুমাত্র ১৪,৩১৪ জন নার্স বিশেষায়িত ক্রিটিক্যাল কেয়ার নার্সিং সেবা প্রদানের কাজে নিয়োজিত। অর্থাৎ, দেশে চাহিদার তুলনায় প্রায় ১২,০০০ বিশেষায়িত নার্স এর ঘাটতি রয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্পেশালাইজড নার্স হচ্ছেন তারা সরাসরি রোগীর যত্ন প্রদান করে ডাক্তার ও অন্যান্য নার্স এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে কাজ করে রোগীর যত্নের মান উন্নত করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম। এ ধরনের নার্সরা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে এবং অন্যান্য নার্সিং কর্মীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারে। উন্নতদেশে ৭০ বা তার বেশি ধরনের স্পেশালাইজড নার্সিং রয়েছে। SEIP-KWT প্রকল্প ছয়টি বিশেষায়িত নার্সিং কোর্স-এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে যা পর্যাক্রমে উল্লেখ করা হলো।

- ক্রিটিক্যাল কেয়ার নার্সিং
- অনকোলজি নার্সিং
- পেডিয়াট্রিক নার্সিং
- রেনাল নার্সিং
- কার্ডিয়াক নার্সিং
- ট্রমা নার্সিং

দেশে কিছু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্ব স্ব ক্ষেত্রে রেনাল, কার্ডিয়াক, পেডিয়াট্রিক ও ট্রমা নার্সিং-এর ওপর স্বল্প সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে। অন্যদিকে SEIP প্রকল্পের আওতায় কুমুদিনী নার্সিং কলেজ একই সাথে ৬টি বিশেয়ায়িত নার্সিং কোর্স পরিচালনা করছে যেখানে মোট প্রশিক্ষনার্থী সংখ্যা ১২০ জন (প্রতি ব্যাচে ২০ জন)। এছাড়া দেশে প্রথমবারের মত ডিপ্লোমা ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার নার্সিং এবং ডিপ্লোমা ইন অনকোলজি নার্সিং কোর্স এই প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ একই সাথে ৬টি বিশেষায়িত নার্সিং কোর্স পরিচালনার পাশাপাশি ১২০ জন রেজিস্টার্ড নার্স স্পেশালাইজড নার্সিং কোর্স করার সুযোগ পাচ্ছে যা এক কথায় অনন্য।























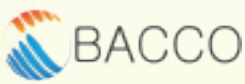














Probashi Kallyan Bhaban (15th Floor), 71-72, Old Elephant Road
Eskaton Garden, Dhaka-1000, Bangladesh

Phone : +880 2 5513 8753~5 | Fax : +880 2 5513 8752
E-mail : info@seip-fd.gov.bd | Web : www.seip-fd.gov.bd